আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকার ২৭ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা।

-সম্পাদক

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০১ || সোমবার || আশিন ২০ || ১৪২৯ || রবিউল আঃ ৭ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 01 || 03 October || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ফ্লোরিডায় হারিকেন ইয়ানের আঘাতে নিহত ৪৫



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হারিকেন ইয়ানের আঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য ফ্লোরিডার বিভিন্ন শহরে অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার দেশটিতে এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঝড়ের তান্ডবে গোটা রাজ্য তছনছ হয়ে গেছে। শনিবার সিএনএন এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার ফ্লোরিডার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানে হারিকেন ইয়ান। যেটিকে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফ্লোরিডা মূলত একটি উপদ্বীপ। যুক্তরাষ্ট্রের এই অঙ্গরাজ্যের একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, অন্যদিকে মেক্সিকো উপসাগর। ইউএস ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, এখনো ক্যারোলিনাসের উপকূলে বিপজ্জনক ঝড়বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। উপকূলীয় ও উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ ক্যারোলিনার কিছু অংশে বন্যা পরিলক্ষিত হয়েছে।

নিউইয়র্কে সিরাত কনভেনশনে বক্তারা

নবী করীম (সা:) জীবন চরিত্রের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইন্টারন্যাশনাল ইউনাইটেড সীরাত কনভেনশনে বক্তারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জীবন চরিতের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, তিনি শুধু মুসলমানদের জন্য নন, সমগ্র মানবজাতির আলোকবর্তিকা হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ছিলেন সমগ্র মানবের জন্য ন্যায়ের প্রতীক। তাঁর আলোকে আমাদেরকে আলোকিত করতে পারলেই ইহকাল ও পরকাল উভয় (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র আ.লীগ নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়

রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুদ্ধাপরাধী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাশেদ চৌধুরীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির আওতায় আনার প্রচেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, আমরা বারবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য দেশটির কাছে অনুরোধ করছি। শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসির একটি হোটেলে আওয়ামী লীগ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা শুরু

রয়েছে বাংলাদেশের ডা. রায়ান সাদী'র নাম



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২২ সালের নোবেল বিজয়ীদের নাম আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) থেকে ঘোষণা শুরু হচ্ছে। প্রতিবছর অক্টোবরের প্রথম সোমবার থেকে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির ওয়েবসাইট থেকে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মায়ের কান্নার সংবাদ সম্মেলন

জিয়াউর রহমানের কবর সরাতে আলটিমেটাম

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার করতে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন এবং তার কবর জাতীয় সংসদ এলাকা থেকে অপসারণের দাবিতে আলটিমেটাম দিয়েছে 'মায়ের কান্না' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের নেতারা বলেন, কবর (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার উন্নত ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

The Optimists

A 501(c) (3) Charitable Organization.
Donations are Tax-Deductible

the OPTIMISTS

The Optimists Annual Fund-Raiser & Annual General Meeting 2022

VENUE:

5 STAR BANQUET HALL
13-05 43rd AVENUE
LONG ISLAND CITY, NY 11101

DATE & TIME:

SUNDAY
OCT. 9, 2022
Time- 1:00 pm (EST)

উক্ত অনুষ্ঠানে দাতা, সহযোগী, শুভাকাঙ্খী ও স্বেচ্ছাসেবক সকলকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন জানানো যাচ্ছে।

CURRENT PROGRAMS

International – Bangladesh
Child Sponsorship Program (CSP)
- Duration: 4 years
- Cost: Individual sponsors donate $135.00 per year for a single child.

Special Sponsorship Program (SSP)
- Duration: 6 years (undergraduate+graduate or first- professional degree candidates).
- Cost: Individual sponsors donate $310.00 per year for a single student.

PROOF OF VACCINATION REQUIRED

RSVP: cs@theoptimists.org
For more information:
929-701-2593
718-278-4953
info@theoptimists.org
www.theoptimists.org



LUNCH WILL BE SERVED

ALL PROCEEDS FROM THIS EVENT WILL BE SPENT TOWARDS BENEFIT OF THE DISPOSSESSED CHILDREN.

the OPTIMISTS

THE OPTIMISTS IS CONSCIOUS ABOUT ITS LIMITATIONS IN TERMS OF RESOURCES AND TIME. AS SUCH IT HAS DECIDED TO START ITS JOURNEY TOWARDS HOPE BY PROVIDING FOOD, CLOTHING, EDUCATION, TUITION, BOOKS AND MEDICAL CARE TO THE CHILDREN OF POVERTY IN BANGLADESH.

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

পঞ্চগড়ে নৌকাডুবি: হিমালয়ের শোক ভারী হয়ে বুকে বিঁধছে

ঢাকা ডেস্ক: দুই মাসও হয়নি সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরেছিলেন বন্যা রানী। এর মধ্যেই মুছে গেল সিঁথির সিঁদুর, ভেঙে গেল হাতের শাঁখা। যে হিমালয়কে সাত পাকে বেঁধেছিলেন তিনি, ভালোবাসার সেই মানুষ আজ চিতায়। বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন বন্যা। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলায় করতোয়া নদীতে নৌকাডুবির ঘটনার চতুর্থ দিনে পাওয়া গেল হিমালয়ের মরদেহ। এর আগে ভাইয়ের সন্ধানে প্রতিদিন করতোয়াতীরে অপেক্ষা করছিলেন হিমালয়ের বোন নিতি রানী। বুধবার শেষ বিকেলে ভাইয়ের লাশ পেয়ে করতোয়াতীরে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিতি। পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ময়দানদীঘি খোলাপাড়া এলাকার বীরেন চন্দ্র রায়ের ছেলে হিমালয়। গত ১ আগস্ট হিমালয়-বন্যার বিয়ে হয়েছিল। নিতি রানী বলেন, 'হায় ভগবান আমি ভাই বলে কাকে ডাকব?'









পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ'র প্রকল্প নিয়ে বাফেলোতে মতবিনিময়

বাফেলো, নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'স্বপ্ন সত্যি হবেই' শ্লোগান নিয়ে বাংলাদেশের হাউজিং জগতে একাধিক প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে চলা পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লি:-এর নিউইয়র্কের বাফেলোতে মতাবিনিময় সভা হয়েছে। সভায় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন হাউজিং প্রকল্প বিশেষ করে পদ্মা সেতুর পাড়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়ের পাশেই (ঢাকার জিরো পয়েন্ট থেকে ২২ কি.মি দূরত্ব) প্রতিষ্ঠিত প্রকল্পে প্লট/অ্যাপার্টমেন্ট সুভল মূল্যে ক্রয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুষ্পধারা ইউএসএ'র অন্যতম প্রতিনিধি আবদুস সালাম। এরপর প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির ইউএসএ শাখার কর্ণধার মিজানুর রহমান মিজান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুষ্পধারা ইউএসএ'র অপর প্রতিনিধি মোখলেসুর রহমান। খবর ইউএনএ'র।

সভায় বাফেলো বাংলা'র সম্পাদক নিয়াজ মাখদুম ছাড়াও বাফেলো'র বাংলাদেশী কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নাজমুল ভূঁইয়া, তৈয়ব হোসাইন, মোহাম্মদ রশীদ, শাহানুর ইসলাম, ওসমান গণি, জুয়েল আহমেদ, সুলতান আহমেদ, আবুল বাসার, মোহাম্মদ আনসারী, সৈয়দ আর রহমান প্রমুখ উপস্থিত থেকে তাদের মতামত ব্যক্ত এবং দেশের হাউজিং প্রকল্পে বিনিয়োগের আশ্বাস দেন।

সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন হাউজিং প্রতিষ্ঠানের প্রতারণার কথা তুলে ধরে বলেন, আমরা প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করতে চাই। তবে এজন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দরকার। কিন্তু দেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রবাসে এসে প্রতারণা করায় অনেকেই দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বক্তারা বলেন, সুলভমূল্যে, বিশ্বস্ততার সাথে কোন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসলে প্রবাসীরা সেখানে বিনিয়োগ করবেন। প্রবাসীদের নানান অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুষ্পধারা ইউএসএ শাখার কর্ণধার মিজানুর রহমান মিজান বলেন, অন্য প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। তবে আমরা আমাদের পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লি: এর বিষয়ে শতভাগ স্বচ্ছতা আর বিশ্বস্ততার গ্যারান্টি দিতে পারি। ঢাকার অফিস ছাড়াও আমাদের রয়েছে সাইট অফিস, ইউএসএ অফিস। তিনি ম্যাপের মাধ্যমে পুষ্পধারা প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, আমরা ২৪ ঘন্টাই প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নিউইয়র্ক থেকেই মনিটর করছি এবং যে কেউ তা দেখতে পারেন। তিনি প্রকল্পের প্লট ক্রয়ে বিভিন্ন অফারের কথাও তুলে ধরে বলেন, এই প্রকল্পে প্রতি কাঠা জমির মূল্য ৮ লাখ টাকা, প্রতি কাঠার বুকিং মানি ২০ হাজার টাকা, ডাউন পেমেন্ট ২০%, এককালীন ৫০% মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রি করে নেওয়ার সুযোগ, মাসিক কিস্তিতে কেনার সুবিধা রয়েছে।



টাইম টিভি এবং বাংলা পত্রিকার কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন















বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

চলে গেলেন তোয়াব খান

যে শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, একাত্তরের কলমযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোয়াব খান। বাংলাদেশের সাংবাদিকতার জগতে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে পরম গুদ্ধায়। তোয়াব খান শুধু একটি নাম নয়, ছিলেন সাংবাদিকতায় একটি প্রতিষ্ঠান। খোলা চোখে জগৎ ও জীবনকে দেখতেন বলেই নতুনকে গ্রহণে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। তা সে শব্দ আর ভাষাই হোক কিংবা হোক নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ।

তোয়াব খান সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন ঢাকায় পঞ্চাশের দশকে নতুন সাংবাদিকতার একজন অগ্রদূত হয়ে। দৈনিক সংবাদ ছিল তাঁর প্রথম কর্মক্ষেত্র। ১৯৫৫ সালে তিনি যোগ দেন দৈনিক সংবাদে। ১৯৬১ সালে তিনি দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক হন। এরপর ১৯৬৪ সালে যোগ দেন দৈনিক পাকিস্তানে। স্বাধীনতার পর দৈনিক পাকিস্তান থেকে বদলে যাওয়া দৈনিক বাংলার প্রথম সম্পাদক ছিলেন তোয়াব খান। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তিনি দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেসসচিব ছিলেন। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআইবি) মহাপরিচালকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন তোয়াব খান। সে সময় তাঁর আকর্ষণীয় উপস্থাপনায় নিয়মিত প্রচারিত হয় 'পিন্ডির প্রলাপ'।

দৈনিক জনকণ্ঠের শুরু থেকে গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন তিনি। এরপর নতুন আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলার সম্পাদকের দায়িত্ব নেন তিনি। সাংবাদিকতার সব বিভাগেই তাঁর অবাধ বিচরণ। মননে মুক্তচিন্তার অধিকারী। পেশাদারিত্বেও প্রগতিশীলতা ছিল তাঁর মজ্জাগত। পেশার মর্যাদা ও বিবেকের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তোয়াব খান জেল-জুলুমও সহ্য করেছেন। মৌলবাদীদের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। মৌলবাদীদের সমর্থক সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। তোয়াব খান মাথা নত করেননি।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে একেকটি মাইলফলক রচিত হয়েছে তাঁরই নেতৃত্বে। প্রথম চাররঙা সংবাদপত্র এর মধ্যে একটি। সব সময় পাঠকই তাঁর 'প্রাইমারি কনসার্ন'। সংবাদপত্রে পুরো পাতা ফ্যাশন আর টেকনোলজির জন্য বরাদ্দের কথা তাঁর আগে আর কে-ই বা ভেবেছেন! দৈনিক জনকণ্ঠে তিনি সেটাই করেছেন। পাঠককে দিয়েছেন নতুন স্বাদ। এটা একদিকে যেমন পাঠকদের কথা মাথায় রেখে, তেমনি সময়ের দাবি মেনে। সাংবাদিকদের সম্পর্কে পুরনো ধ্যান-ধারণাও তিনি বদলে দিয়েছেন। প্রত্যেক সহকর্মীর কাছ থেকে সেরা কাজটা আদায় করে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা ছিল। এ ক্ষমতাই রচনা করেছে তাঁর সাফল্যের ভিত। পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার অবস্থান একটু স্বতন্ত্র। এ শুধু রুটি-রুজির মাধ্যমই নয়, একই সঙ্গে এ এক মহান ব্রতও। তোয়াব খানের জীবন তার উদাহরণ। সময়ে কেমন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন একাত্তরের মহাদুর্যোগে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান বলতে যা বোঝায়, তার শেষ সলতে ছিলেন তোয়াব খান। তিনি ছিলেন পেশাগত সাংবাদিকতায় শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ঠিকানা।

অগ্রসর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাংবাদিকতাকে ব্রত হিসেবে নিয়েছেন তিনি। তিনি শুধু একজন সাংবাদিক নন, বরং সাংবাদিকদের সাংবাদিক। পেশাগত জীবনে সাড়ে ছয় দশক পেরিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি আজ এক প্রতিষ্ঠান।

শান্তিময় বিশ্ব গঠনে বাংলাদেশের তাগিদ

দেলোয়ার হোসেন

জাতিসংঘের ৭৭তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার ১৯তম বারের মতো ভাষণ দিয়েছেন। এর অর্থ- তিনি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়ক। বস্তুত তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই আমরা সেই ছাপ দেখতে পাই। একদিকে তিনি বাংলাদেশের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন এবং তা কাজে লাগিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বৈশ্বিক সংকটের বিষয়ও তুলে ধরতে ভোলেননি। বলার অপেক্ষা রাখে না, জাতিসংঘে ভাষণ নিছক কোনো বক্তৃতা নয়; এটি কূটনীতিরও অংশ। এটি এমন একটি মঞ্চ যেখানে বিশ্বের সব দেশের প্রতিনিধিরা থাকেন। বর্তমানে জাতিসংঘ সদস্যভুক্ত দেশ ১৯৩টি। এর মধ্যে ধনী-গরিব, প্রভাবশালী-প্রভাবহীন তথা সব ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে। এ সময় বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোর চোখও জাতিসংঘের ওপর থাকে। ফলে কে কীভাবে সেখানে বক্তব্য রাখছেন, সেটিও আলোচনার বিষয়।

৩০ মিনিটের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি যেভাবে সাহসী উচ্চারণ করেছেন, ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুও জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছিলেন। তখন বিশ্বে ছিল স্নায়ুযুদ্ধ। সে সময় ফিদেল কাস্ত্রো, জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য নাড়া দিত। পশ্চিমা বিশ্বের ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হতো। তাঁরা বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের কল্যাণে কথা বলেছেন। সে জন্য আমরা দেখেছি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের মতো বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে, যারা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। তখন আমরা দেখেছি দুই মেরুর বিশ্ব। এখন বিশ্বে বহুমেরুর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরাশক্তিগুলোর দ্বন্দ্ব এক জটিল রূপ ধারণ করেছে।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল সুনির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের ওপর। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর আলোকপাতকৃত বিষয়গুলোর মধ্যে রোহিঙ্গা ইস্যুটি তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, রোহিঙ্গা সংকট কেবল বাংলাদেশের বিষয়ই নয়; এটি আন্তর্জাতিক সংকট। এরপরও বলা চলে, বাংলাদেশ একাই এ সমস্যা মোকাবিলা করছে। ১২ লাখ রোহিঙ্গা এখন বাংলাদেশে। ২০১৭ সাল থেকে জাতিসংঘে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনকে নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, রোহিঙ্গা সংকট যেভাবে দীর্ঘায়িত হচ্ছে তাতে সংকট আরও বাড়ছে। কেবল বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি কিংবা পরিবেশের জন্যই সমস্যা নয় বরং রোহিঙ্গাদের কারণে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংকটও তৈরি হয়েছে।



মানব পাচার, মাদক চোরাচালানের পাশাপাশি আন্তঃসীমান্ত অপরাধ, এমনকি শেষ পর্যন্ত উগ্রবাদেও জড়িত হতে পারে তারা। সে জন্য প্রধানমন্ত্রী এ সংকট সমাধানে যেভাবে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি জরুরি ছিল।

প্রধানমন্ত্রী প্রাসঙ্গিকভাবেই জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম। গত এক দশকে আমাদের দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিন গুণ বেড়ে ২ হাজার ৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমরা দেখেছি, কভিড ১৯-এর প্রভাব যে গুটি কয়েক দেশ সফলভাবে সামাল দিয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সংকট নিয়ে যেভাবে কথা বলেছেন, এমন জোরালো, দূরদর্শী ও সাহসিকতার সঙ্গে বিশ্বের খুব কম দেশই কথা বলতে পারে। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে বিশ্ববাসীর উদ্বেগই ধ্বনিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়টি সামনে এনেছেন ভিন্নভাবে। যুদ্ধটি ইউরোপে হলেও এর প্রভাব যে সারাবিশ্বের ওপর পড়ছে তা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। বৈশ্বিক চলমান অর্থনৈতিক সংকট, জ্বালানি সংকট, বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি কিংবা মূল্যস্ফীতিতেও এর প্রভাব পড়েছে। এ সংকটে বিশ্বের সাপ্লাই চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডলারের সংকটও এর বাইরে নয়। এ যুদ্ধের কারণে উন্নয়নশীল বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাদের কোনো দায় নেই। এ সংকটের রেশ টেনে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তাপ্রার্থী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো এখন আরও প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। বর্তমানে আমরা এমন একটি সংকটময় সময় অতিক্রম করছি, যখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।

প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে যুদ্ধের বিপরীতে শান্তিময় বিশ্বের ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বের কাছে তিনি দ্ব্যর্থকণ্ঠে বলেছেন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ছাড়া আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরী পন্থা কখনও কোনো জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। যুদ্ধের ভয়াবহতা, হত্যা-ক্যু-সংঘাতে মানুষের যে দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা হয় তা অবর্ণনীয়। আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিময় বিশ্বের তাগিদ এবং যুদ্ধ ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের যে আকুতি তাঁর কণ্ঠে ঝরেছে তা বিশ্ব সম্প্রদায় অনুধাবন করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। বলা চলে, তিনি সরাসরি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছেন। নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে যে নারী ও শিশুরাও সংকটে পড়ছে সেটিও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব বিবেকের কাছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী সার্থকভাবে আলোকপাত করেছেন। আমরা জানি, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভুক্তভোগী দেশগুলোর অন্যতম। অথচ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের অবনতির পেছনে দায়ী উন্নত বিশ্ব এবং শিল্পোন্নত দেশগুলো। তাদের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের কারণে আমরা ঝুঁকিতে। তারা সে জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বললেও তা পূরণে সেভাবে এগিয়ে আসছে না, সেটিই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। তিনি বলেন, মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্টচক্র আমরা অতীতে দেখেছি। আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

বস্তুত জাতিসংঘের ভাষণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে যেভাবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কথা বলেছেন; এর মাধ্যমে বিশ্বব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তাঁর ভাষণ শান্তি ও মানবতার এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে আমি মনে করি। তিনি ভাষণের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির জন্য যে রোডম্যাপের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার যে নির্দেশনার কথা তিনি বলেছেন সেটিই বর্তমানে জরুরি। বিশ্ব সম্প্রদায় তাঁর ভাষণ আমলে নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। ড. দেলোয়ার হোসেন: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত

বাইডেন জেনেবুঝেই পুতিনকে পাল্টা হুমকি দিচ্ছেন না

জেমস ট্রাউব

১৯৫৫ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস প্রকাশ্যে চীনকে হুমকি দিলেন এই বলে যে, চীন যদি জাতীয়তাবাদী চীনাদের অধীন কুইময় ও মাতসু দ্বীপে বোমাবর্ষণ বন্ধ না করে, তাহলে আমেরিকা চীনের ওপর পারমাণবিক বোমা ফেলবে। শেষ পর্যন্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি সুরাহা হয়। তবে পরবর্তী বছরের জানুয়ারিতে লাইফ ম্যাগাজিনে লেখা এক নিবন্ধে ডালেস বেশ গর্বভরে বললেন, ওই পারমাণবিক বোমার হুমকি ছিল আসলে একটা ব্লেকমেইল। তিনি বেশ কটাক্ষ করে লিখলেন,ওকেউ কেউ বলে থাকেন, আমরা নাকি যুদ্ধের কিনারায় চলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ কথাটা সত্যি; তবে যুদ্ধের কিনারায় গিয়েও যুদ্ধ না করেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাটা একটা দরকারি শিল্প। ব্রিংকম্যানশিপ বা জুজুর ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কথাটা তখন থেকেই শুরু হয়। ডালেসের ওই ফাঁকা আওয়াজ দেওয়ার কৌশল তখন বেশ সমালোচনার মুখে পড়েছিল। প্রায় সব সিনিয়র রাষ্ট্রনায়কের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক কৌশল বলে মনে হওয়ায়, পুতিনের আগে আর কেউই তার পুনরাবৃত্তির চিন্তা করেননি। গত সপ্তাহে রুশ প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন বলেছেন, 'আমাদের ভৌগোলিক অখন্ডতা হুমকির মুখে পড়লে রাশিয়া ও তার জনগণকে রক্ষায় আমাদের হাতে থাকা সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার থেকে আমরা পিছপা হবো না।' তিনি এও বলেছেন, 'এটা কোনো ফাঁকা আওয়াজ নয়।' ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালানোর প্রাক্কালেও তিনি একইভাবেওএ যুদ্ধে হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছিলেন। আমাদের মনে আছে, ১৯৬২ সালের কিউবান মিসাইল সংকটের সময় পারমাণবিক অস্ত্রধারী দুই দেশ- তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে এক মহাবিপর্যয়ের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার হুমকি দেননি; তিনি শুধু ওই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় বসিয়েছিলেন। আজকে আমরা যারা বেঁচে আছি, তারা সবাই ভাগ্যবান এ কারণে যে, ক্রুশ্চেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

অক্টোবর	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ফজর	৫.৪০	৫.৪১	৫.৪২	৫.৪৩	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৬
সূর্যোদয়	৬.৫৪	৬.৫৫	৬.৫৬	৬.৫৭	৬.৫৮	৬.৫৯	৭.০০
জোহর	১২.৪৫	১২.৪৪	১২.৪৪	১২.৪৪	১২.৪৩	১২.৪৩	১২.৪৩
আসর	৪.৪৯	৪.৪৭	৪.৪৬	৪.৪৪	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪০
মাগরিব	৬.৩৫	৬.৩৩	৬.৩২	৬.৩০	৬.২৯	৬.২৭	৬.২৫
এশা	৭.৪৯	৭.৪৭	৭.৪৫	৭.৪৪	৭.৪২	৭.৪১	৭.৩৯

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

যুদ্ধ নয়, শান্তির বার্তাই দেশের ঐতিহ্য



ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

জনশ্রুতিমতে, সাম্প্রতিক মিয়ানমার জান্তা সরকারের কুৎসিত সামরিক গোলযোগের ইঙ্গিত-সীমান্তের অভ্যন্তরে গোলা এসে পড়ার ঘটনা দেশীয় বিভীষণ ও বৈশ্বিক শত্রুর নিকৃষ্ট সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় প্রণীত। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিক্ষিপ্ত মর্টার শেল বাংলাদেশের বান্দরবান সীমান্তে এসে পড়েছে। আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশ সীমান্তের শূন্যরেখা সংলগ্ন এলাকায় স্থলমাইন স্থাপনসহ একের পর এক আগ্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বেপরোয়া মিয়ানমার সেনাবাহিনী।

মাইন বিস্ফোরণে রোহিঙ্গাসহ বাংলাদেশি নাগরিকদেরও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনীর অবস্থান আন্তর্জাতিক রীতিবিরুদ্ধ হলেও মিয়ানমার তার তোয়াক্কা করছে না। বিদ্রোহী আরাকান ও কোচিন আর্মিসহ শান-কারেন-মং-কায়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চলমান কথিত সংঘাতের অজুহাতে মিয়ানমার সরকার বারবার বাংলাদেশ সীমান্তে মর্টার শেল নিক্ষেপ করে নির্লজ্জ উসকানি দিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞ গবেষক-বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশকে যুদ্ধের ফাঁদে ফেলার অপচেষ্টা এবং চাপ সৃষ্টি করে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন রুদ্ধ-বাকি রোহিঙ্গাদেরও বাংলাদেশ বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারায় মিয়ানমার হেলিকপ্টার ও যুদ্ধবিমান দিয়ে বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘনের পর উসকানিমূলকভাবে মর্টার শেল নিক্ষেপ করছে।

গণমাধ্যম সূত্রমতে, ২৮ আগস্ট ঘুমধুম এলাকায় মিয়ানমার থেকে নিক্ষেপ করা ২টি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল, ৩ সেপ্টেম্বর ২টি গোলা এবং ৯ সেপ্টেম্বর একে ৪৭ রাইফেলের গুলি এসে পড়ে। ১৬ সেপ্টেম্বর মাইন বিস্ফোরণে বাংলাদেশি এক যুবকের পা উড়ে যায়। ২২ সেপ্টেম্বর ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপের শব্দে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম-তুমব্রু এবং উখিয়া উপজেলার পালংখালী সীমান্ত প্রকম্পিত হয়েছে।

উপরন্তু ২০ সেপ্টেম্বর থেকে সীমান্তের অদূরে সংঘটিত ভয়াবহ গোলাগুলির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা যারপরনাই আতঙ্কিত-আশঙ্কিত এবং স্থলসীমান্তঘেঁষা এসব বাসিন্দারা প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রায় দেড় মাস ধরে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ও তুমব্রুসহ আশপাশের সীমান্তে গোলাগুলি ঘটলেও এখন আঞ্জুমানপাড়া সীমান্তেও গোলাগুলি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বিমান থেকে গোলাবর্ষণ এবং গোলাগুলির ব্যাপকতা দারুণ প্রভাব ফেলেছে, যার ভয়ানক ভীতি এখনো কাটছে না।

দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার ঝুঁকির মুখে থাকা প্রায় ৩০০ পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্থানীয় লোকজন ছাড়া বাইরের কাউকে অহেতুক সীমান্ত এলাকায় ঢুকতে কড়াকড়ি আরোপ করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো ছাড়া ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিফিংকালে মিয়ানমারের উসকানিতে পা না দিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণভাবে সামাল দেওয়ায় কূটনীতিকরা বাংলাদেশের চরম ধৈর্যের প্রশংসা করেছেন বলে জানান ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব।

মিয়ানমার থেকে যেন আর কোনো মর্টারের গোলা বা গুলি এদেশে না আসে, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে কূটনীতিকদের আহ্বান জানানো হয়েছে। গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের নিজ নিজ দেশ জাতিসংঘের এ ইস্যুতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে। আমরা তাদের আরও বলেছি, মিয়ানমারকে গোটা অঞ্চলকে অস্থিতিশীল এবং রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে বাধা সৃষ্টি করতে দেওয়া যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'মিয়ানমার বরাবরই একই দাবি করে আসছে, বাংলাদেশে যে গোলাগুলো আঘাত হানছে, সেগুলো মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মি ও এআরএসএ নিক্ষেপ করছে।'

বৈঠকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলো ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিসর, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, ব্রাজিল, সৌদি আরব,



জাপানসহ প্রায় সব দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নিলেও এতে অংশ নেয়নি বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত। বিজ্ঞজনরা চীনের অনুপস্থিতিকে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘনের পাশাপাশি মিয়ানমারের প্রতি তাদের সুস্পষ্ট সমর্থন বলে মনে করছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' নীতির ভিত্তিতে দেশ পরিচালন-াকালে উদ্ভূত এ পরিস্থিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে কয়েকদফা কড়া প্রতিবাদ জানালেও এদিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না মিয়ানমার জান্তা সরকার। প্রতিবাদে সুরাহা না হলে প্রয়োজনে জাতিসংঘে উত্থাপনের মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বর তিন বাহিনীর প্রধান ও পুলিশ প্রধানের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক শেষে সম্মানিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমরা কাউকে ভয় করি না। আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছি, আমরা কাউকে কাউন্ট করি না।

মিয়ানমার নিজেদের অভ্যন্তরে নানা রকম কার্যক্রম চালাচ্ছে, যেটি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত।' একই তারিখে রাজধানীর সেনা মালঞ্চে অনুষ্ঠিত 'দ্য রোল অব বাংলাদেশ ইন গ্লোবাল পিস' শীর্ষক সেমিনারে প্রশ্নোত্তর পর্বে সেনাপ্রধানও সীমান্তে মিয়ানমারের সঙ্গে উত্তেজনায় সম্ভাব্য সব পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সব ধরনের প্রস্তুতির বিষয়টি অবহিত করেন।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর গণমাধ্যমে প্রকাশিত মিয়ানমারবিষয়ক আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিশনের সদস্য ইন্দোনেশিয়ার খ্যাতিমান আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী মারজুকি দারুসমানের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, মিয়ানমারের পরিস্থিতি খুবই জটিল। সত্যিকার অর্থে মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ চলছে। মিয়ানমারের জান্তা দেশটির অর্ধেকেরও বেশি এলাকার নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব হারিয়েছে। প্রতিনিয়ত দখল-পালটা দখল, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে।

মিয়ানমারে সংঘাতের গোলা বাংলাদেশে এসে পড়া এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ওপর মিয়ানমারের এ সংঘাতের প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে হেরে যাচ্ছে।

এ কারণে জান্তা তার সম্ভাব্য সব উপায়ে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। এর বিরূপ প্রভাব বাংলাদেশে পড়ছে ও পড়বে। প্রতিবেশীদেরও মিয়ানমার সংকটের প্রভাব মোকাবিলা করতে হবে। সংঘাত, সহিংসতা থামলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজ। এখন যে পরিস্থিতি, তাতে হয়তো রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে চাইবে না। তাই রোহিঙ্গাদের ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মিয়ানমারে সংঘাত, সহিংসতা বন্ধ হতে হবে। আবার দুই পক্ষের পালটাপালটি হামলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ সংকটের সমাধান হয়ে গেল, এমনটি নয়।'

গত ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত গণমাধ্যম সূত্রে, ২০১৯ সালে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন টিম কর্তৃক মিয়ানমারের কাছে অস্ত্র বিক্রিতে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপে অস্ত্র পাওয়ার সুযোগ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। ওই টিমের প্রতিবেদন মতে, মিয়ানমারের সামরিক জান্তার নিপীড়নে দেশটির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃসহ মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও সাতটি দেশের কয়েকটি কোম্পানি মিয়ানমারে অস্ত্র সরবরাহ করেছে।

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার ইনডেক্স ২০২২-এর তথ্যানুসারে মিয়ানমারের রয়েছে সমরাস্ত্রের বিপুল ভান্ডার। এর মধ্যে ভারী অস্ত্রের সবই বিদেশ থেকে ক্রয় করা। ২০১৬ সাল থেকে চীন, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইসরাইল, ফিলিপাইনস, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ১৪টি কোম্পানি মিয়ানমারে যুদ্ধবিমান, সাঁজোয়া যান, যুদ্ধজাহাজ, মিসাইল এবং মিসাইল লঞ্চার সরবরাহ করেছে। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবেশী দুই দেশ চীন ও ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার কারণে দেশটি সমরাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রয় করে এই দুই দেশ থেকে। সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় ভারত ২০১৮ সালে মিয়ানমারকে রুশ নির্মিত একটি সাবমেরিনও উপহার দেয়।

মিয়ানমারে চলমান সংঘাতের মধ্যেই কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফের ৩৪টি ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রায় সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গাদের মাঝে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতায় ক্যাম্পগুলোয় খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, গ্রুপে গ্রুপে গোলাগুলি, অস্ত্র নিয়ে সংঘাত, আধিপত্য বিস্তার, মাদক, মানব পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ হরহামেশাই সংঘটিত হচ্ছে। শরণার্থী ক্যাম্পে একের পর এক হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে বিদ্রোহী রোহিঙ্গা গ্রুপগুলো।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সূত্রমতে, গত চার মাসে ক্যাম্পে টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হয়েছে ১৫ জন নেতা ও স্বেচ্ছাসেবক। কক্সবাজার জেলা পুলিশের তথ্যানুসারে, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ১১৫টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাম্পের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) উপ-অধিনায়ক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গণমাধ্যমে জানান, ২০২১ সালের ২৩ অক্টোবরে চালু হওয়া স্বেচ্ছায় পাহারা ব্যবস্থার কারণে ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ-অপহরণ-চাঁদাবাজি-ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো অপরাধ কয়েকগুণ কমেছে। পাশাপাশি বেড়েছে মাদক-অস্ত্র উদ্ধার এবং গ্রেফতারের সংখ্যাও। এতে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা প্রতিবন্ধকতায় পড়ার জেরে এখন স্বেচ্ছাসেবকসহ অন্যদের প্রতিপক্ষ হিসাবে টার্গেট করেছে।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতারাকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদ ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনকে নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। আশা করি, এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।'

ওই ভাষণে তিনি জাতিসংঘ ও বিশ্বনেতাদের সতর্ক করে বলেন, 'বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে হতাশার সৃষ্টি করেছে। মানব পাচার ও মাদক চোরাচালানসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে; এমনকি এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিতে পারে। এ সংকট প্রলম্বিত হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশসহ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় অবর্ণনীয় দুঃসময়ে ভারতে বাঙালিদের আশ্রয় নেওয়া ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে আমলে নিয়ে এদেশে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া প্রযোজ্য ছিল। দেশে বহুমুখী সংকট থাকা সত্ত্বেও সরকার ও জনগণ রোহিঙ্গাদের গণহত্যা-পাশবিক নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি মুখ্যত প্রাধান্য পেয়েছিল।

তৎকালীন মিয়ানমার সরকার ও কথিত মানবতাবাদী নেত্রী অং সান সুচির প্রত্যক্ষ সমর্থনে পরিচালিত বর্বরতম অভিযানে রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন একটি জাতিগোষ্ঠীকে নিধন করা শুধু উদ্দেশ্য ছিল না, উর্বর আরাকান রাজ্যের পরিপূর্ণ দখলই ছিল তাদের প্রণিধানযোগ্য কূটনীতি।

দীর্ঘসময় ধরে এদের প্রত্যাবাসনে নানা অপকৌশল অবলম্বনে এটি সুস্পষ্ট যে, জাতিসংঘসহ বিশ্ববিবেক-উন্নত বিশ্ব কঠিন-দ্রুততর চাপ প্রয়োগে ব্যর্থ হলে এ সংকট নানা খাতে পুরো বিশ্বকে পর্যুদস্ত করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী : শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



মধ্যবিত্তরা যাবে কোথায়?

মো: তোফাজ্জল বিন আমীন

সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মাঝামাঝি স্তরে যাদের অবস্থান তাদের মধ্যবিত্ত বলা হয়। তবে মধ্যবিত্তের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। বাংলা অভিধানে মধ্যবিত্ত শব্দ বলতে বোঝায়; ধনী-দরিদ্রের মধ্যবর্তী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ; বিশেষ ধনী বা নিতান্ত দরিদ্র নয় এমন। মধ্যবিত্ত শব্দটি বড় নয়; কিন্তু অভিধানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তের জীবনটা কত যে কষ্টের তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারে না। মধ্যবিত্তের অবস্থা হচ্ছে ঘরপোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। অর্থাৎ পণ্যের দাম বাড়লেই ভয় তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবস্থান রয়েছে। এই তিন শ্রেণীকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি- 'উচ্চবিত্ত শ্রেণী : তোমার নাম ভবনের গায়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী : তোমার নাম বুকে পুষে রাখা এক আকাশ আফসোসের ওপর। নিম্নবিত্ত শ্রেণী : তোমার নাম পোশাকে। মধ্যবিত্তরা সমাজ ও রাষ্ট্রের অংশ। তারাও রক্তে-বর্ণে মানুষ। তাদেরও সাধ-আহ্লাদ আছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা সাধ-আহ্লাদ কী জিনিস তা ভুলেই গেছে। দেশের উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয়। চীনের কথাই ধরা যাক। ১৯৭৮ সালের দিকে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হলেও চার দশকের মধ্যে চীন বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯১ সালে চীনে মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ দরিদ্র ছিল। চীনে এখন সবচেয়ে বেশি মধ্যবিত্ত পরিবারের বসবাস। চীনের অগ্রযাত্রার পেছনেও মধ্যবিত্তের ভূমিকা অপরিসীম।

আমরা বড্ড কঠিন সময় অতিবাহিত করছি। রাশিয়া ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে। ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের অজুহাতে আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম রকেট গতিতে বাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বিপন্ন হয় মানুষের জীবন। কিন্তু জবাবদিহিতা না থাকায় ডিমের মতো পণ্যও লাগামহীনভাবে বাড়িয়ে দেয়া হয়। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন যারা সুযোগ পেলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কখনো চালের দাম, কখনো ডিম-মুরগির দাম, আবার কখনো কাঁচামরিচের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সুষ্ঠু তদারকি না থাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী স্রেফ নিজেদের পকেট ভারী করার স্বার্থে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেন, ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ মানুষ। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠলেই নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের কথা আসে। নিম্নবিত্ত টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌড়াতে পারলেও মধ্যবিত্ত দৌড়াতে পারে না। মধ্যবিত্তরা পড়ে বিপাকে, পেটে খাবার না থাকলেও লজ্জায় কারো কাছে না পারে বলতে, না পারে খাবার জোগাড় করতে। তারা জীবনের সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ করে, মাসিক বাজারের তালিকা ছোট করেও সংসারের খরচ মেটাতে পারছে না। একসময় নিম্নবিত্তরা সরকারি হাসপাতালের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা নিত। এখন মধ্যবিত্তরা দেড় মিনিটের সেবা নেয়ার জন্য



সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সেবা নিতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। দ্রব্যমূল অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় এরা না পারছে সইতে, না পারছে কাউকে কিছু বলতে। শুধু ভাগ্যকে দোষ দিয়ে একেকটি দিন পার করছে। নিম্নবিত্তের রেশন কার্ড, ফেয়ার প্রাইস কার্ড ও ভিজিএফ কার্ড আছে। কিন্তু মধ্যবিত্তের কোনো কার্ডই নেই। কারা পণ্যের দাম বাড়ায়? কারা সিন্ডিকেট তৈরি করে মানুষকে জিম্মি করে অর্থ আদায় করছে! প্রশাসন কি তা জানে না? নিশ্চয় জানে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? মধ্যবিত্তের জীবনের গল্প লিখলে সমাপ্তি টানা যাবে না। মধ্যবিত্তরা সর্বত্র নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। চাকরি বলুন আর ব্যবসায় বলুন; কোনো জায়গাতেই তাদের ঠাঁই হয় না। সব জায়গাতে তারা ঠকে। বেতন বাড়ে না। কিন্তু বাসাভাড়া বাড়ে। অফিসে বেতন বাড়ানোর কথা বললে পুঁজিবাদী স্টাইলে বলা হয়, না পোষালে চাকরি ছেড়ে চলে যান। অথচ বড় কর্তাব্যক্তিদের বছর ঘুরলেই বেতন বাড়ে। কিন্তু মধ্যবিত্তদের বেতন কচ্ছপ গতিতেও বাড়ে না। এটি কি বৈষম্য নয়! বাড়িভাড়া বাড়লে চোখে সর্ষেফুল দেখে। কিন্তু কথা বলতে পারে না। বেশি কথা বললে বলেন, বাসা ছেড়ে চলে যান। অনেকে তো গরুর গোশত খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন। যেখানে ডিম খাওয়ার মুরোদ নেই, সেখানে ৭০০ টাকা দিয়ে এক কেজি গোশত খাবেন কী করে? মাছের রাজা ইলিশ খেতে কার না ইচ্ছে করে বলুন? কিন্তু মধ্যবিত্ত ইলিশ কিনতে গিয়ে এক পা সামনে দিয়ে একটু উঁকি মেরে দু'পা পেছনে চলে আসে। কারণ একটিই- পকেটের বাজেটে ইলিশ কেনা সম্ভব নয়। একজন রিকশাওয়ালার আয়ের সমান আয় ধরে রাখতে পারে না একজন মধ্যবিত্ত। একজন রিকশাওয়ালা মাস শেষে বাড়িতে ২০ হাজার টাকা পাঠাতে পারে। কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী মাসে ৩০ হাজার টাকা আয় করলেও বাসাভাড়া আর মাসিক বাজার করতে গিয়ে মাস শেষে ঋণ করে সংসারের চাহিদা মেটাতে হয়। মাস শেষে রিকশাওয়ালার কিছু টাকা সঞ্চয় হয়। কিন্তু মধ্যবিত্তের সঞ্চয় হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো ঋণ করে জীবন বাঁচাতে হয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের বোবাকান্না হাওয়ায় ভাসছে। কারণ ছাড়াই পণ্যের দাম বাড়ছে। যে যার মতো পণ্যের দাম বাড়িয়ে পকেট ভারী করছে। এতে সীমিত আয়ের মানুষ ও চাকরিজীবীরা চাপে পড়েছেন। চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো বিপদ এলে তারা ব্যয় সঙ্কোচন নীতি অবলম্বন করেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, ক্ষুধার্ত ও মজলুম মানুষের আহাজারি আল্লাহতায়ালার আরশ নাড়ায়।

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না, তখন সেখানে নানা অশান্তি দেখা দেয়। রাজনৈতিক সঙ্ঘাত সহিংসতা লেগেই থাকে। লুটপাট আর দুর্নীতির মহোৎসব দাপটের সাথে চলে। কিন্তু প্রতিকার মেলে না। দেশ যখন নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে, তখনো রাষ্ট্রের মধ্যবিত্তরা নিজেদের লালিত মূল্যবোধ ও আত্মসম্মানের কারণে ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করে। তারা না পারে অভাব-অনটন সইতে, না পারে গলা উঁচিয়ে জাহির করতে। কারণ তারা মানসম্মানের ফ্রেমে বন্দী। বিষয়টি এরকম, 'করিতে পারি না কাজ/সদা ভয় সদা লাজ/পাছে লোকে কিছু বলে।' বাজারে চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, শাকসবজি থেকে শুরু করে এমন কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই, যার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না। মধ্যবিত্তরা যা বেতন পান তার অর্ধেকই চলে যায় বাসাভাড়ায়। বাকি অর্ধেকে টেনেটুনে কোনোমতে মাসটা পার করেন; কিন্তু জীবনের বিপর্যয় ঠেকাতে পারেন না। মানুষের সাধারণত পেটে খেলে পিঠে সয়; কিন্তু পেটের খাবারেই যদি টান পড়ে, তখন আর হারানোর কোনো ভয় থাকে না। মধ্যবিত্তদের এই সামাজিক আওয়াজ যদি রাজপথে নেমে আসে তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই কেবল মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্কট দূর করা সম্ভব।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নৌকাডুবি : বল্গাহীন প্রাথমিক পুঁজিবাদের বলি



ড. মাহবুব উল্লাহ্

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৪০-এ চারদিকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মিছিল দেখে লিখেছিলেন, 'অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।' পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে একদিন না একদিন মারা যেতেই হবে। মৃত্যু থেকে কোনো মানুষ বা পশুপাখির রেহাই নেই। এটাই প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। তবুও প্রিয়জনের বা আপনজনের মৃত্যু হলে সবাই শোকার্ত হয়।

চোখের পানিতে প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হয়। স্বাভাবিক মৃত্যুও মানুষ মেনে নিতে চায় না। কিন্তু মৃত্যু যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহলে দুঃখের অন্ত থাকে না। বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত মানুষ মরছে। এসব মৃত্যুতে রয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুও। সাংবাদিক নির্মল সেন একটি কলাম লিখে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেই কলামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি ছিল, 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।'

নির্মল সেনের এ উক্তিটি ঐতিহাসিক উক্তিতে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যুর অনেক কারণ থাকে। অস্বাভাবিক মৃত্যুরও অনেক কারণ থাকে। অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বিয়োগব্যথা থাকে, তার ওপর থাকে হৃদয় কন্দরে গভীর আঘাতের বেদনা। তাই স্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিলেও মানুষ অস্বাভাবিক মৃত্যু সহজে মেনে নিতে চায় না।

যতই দিন যাচ্ছে বাংলাদেশে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু, নৌকা ও লঞ্চডুবিতে মৃত্যু, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংঘর্ষে মৃত্যু, বিস্ফোরণে মৃত্যু, ভূমিধসে মৃত্যু, বন্যায় মৃত্যু, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মৃত্যু, বজ্রপাতে মৃত্যু, অগ্নিদুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং দুর্বৃত্তের হাতে মৃত্যু এদেশে বেড়েই চলেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব মৃত্যু থেকে আমাদের রেহাই নেই।

যারা সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেন, তারা অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোকে একটি বিশ্লেষণ ছকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এসব মৃত্যুর পেছনে কাজ করেছে অতি মুনাফার লোভ। সাধারণ নিয়ম মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে মুনাফা অবশ্যই হবে। কিন্তু নিয়মনীতি না মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে অতি মুনাফা করা সম্ভব, কিন্তু এভাবে মুনাফা আহরণ টেকসই হয় না।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোমবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে যে খবরটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা হলো, করতোয়ায় নৌকা ডুবে ২৪ জনের মৃত্যু। মৃত্যুর এ তথ্যটি ছিল প্রাথমিক হিসাব। যতই দিন যাচ্ছে মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে এবং মৃতের সংখ্যায় যোগ হচ্ছে নতুন নতুন নাম। দুর্ঘটনার পরদিন পরিবেশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ২০-৩০ জন ধারণক্ষমতার ইঞ্জিনচালিত নৌকায় কয়েকগুণ বেশি যাত্রী উঠেছিলেন। মৃতদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। বুধবারের সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন কয়েকজন।

শারদীয় দুর্গোৎসবের মহালয়া উপলক্ষ্যে করতোয়া নদী পার হয়ে পাশের বদেশ্বরী মন্দিরে যাচ্ছিলেন হতভাগ্য যাত্রীরা। ইঞ্জিনচালিত এক নৌকাতেই উঠেছিলেন ৭০-৮০ জন। ঘাট থেকে ছাড়ার পরপরই দুলছিল নৌকাটি। মাঝি একবার তীরে ভেড়ানোর চেষ্টা করে বিফল হন। খানিক পরে মাঝ নদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। প্রথমেই প্রাণ হারান ২৪ নারী, পুরুষ ও শিশু। নৌকাটির ধারণক্ষমতা নৌকায় ওঠা যাত্রীদের তুলনায় অনেক কম ছিল। এক্ষেত্রে আমরা দুষব কাকে?

প্রথমত বলতে হয়, যাত্রীরা হয়তো চাইছিল তাড়াতাড়ি নদী পার হতে। তাদের এই ব্যগ্রতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি নৌকার মাঝি। মাঝি হয়তো ভেবেছিলেন, দুর্ঘটনার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি হলেও সামাল দিয়ে নদী পার হওয়া সম্ভব। এ কারণে মাঝি বড় ধরনের একটা ঝুঁকি নিয়েছিলেন। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় নদীর এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যাওয়ার জন্য খেয়া নৌকার ব্যবস্থা থাকে। খেয়া পারাপারের ব্যবসাটি কে পাবেন তা নির্ধারণ করতে কর্তৃপক্ষ ঘাট নিলামে দেন। সর্বোচ্চ বিডারকে ঘাটের ইজারা দেওয়া হয়। তত্ত্বগতভাবে ব্যবস্থাটি ঠিকই আছে। কিন্তু গোল বাধে বিডের সময়ে। অধিকতর শক্তিমান বিডাররা দুর্বল বিডারদের ভয় দেখিয়ে বিডে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়।



এর ফলে ইজারার মূল্য কমে যায় এবং রাষ্ট্র আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মতো দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, তার তুলনায় এসব কর্মকান্ডকে আইনের বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ইজারা ব্যবস্থাটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা দেখভালের জন্য তদারকি ব্যবস্থা জরুরি। তদারকি ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করলে নদীতে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

একদিকে কোনোরকম তদারকি ব্যবস্থা না থাকা যেমন বিপজ্জনক, তেমনই দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে যে তদারকি ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যায়, তার পক্ষে কার্যকরভাবে আইন না মেনে চলাকে থামানো সম্ভব নয়।

দেশে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা মজবুত হলে তদারকি ব্যবস্থাটি স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করে সুফল পাওয়া সম্ভব। যদ্দূর জানা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই ইউনিয়ন পরিষদ খেয়া পারাপারের দেখভালের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। ইউনিয়ন পরিষদ যদি সঠিকভাবে কাজটি করে তাহলে ব্যবস্থাটি অনেক কম খরচে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অর্থনীতির বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে সঠিক তদারকি ব্যবস্থা দিয়ে নেতিবাচক প্রভাবগুলোকে খর্ব করা সম্ভব।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে অর্থনীতির অনেক খাত বিশালভাবে বেড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে দেখা গেছে এসব সেন্টারের ডাক্তারদের সার্টিফিকেট ভুয়া, এরা নিুমানের রি-এজেন্ট ব্যবহার করে বলে প্যাথলোজিক্যাল টেস্টের সঠিক ফল পাওয়া যায় না। ফলে রোগীর সঠিক চিকিৎসাও হয় না।

অথচ রোগী ইতোমধ্যেই তার চিকিৎসার জন্য কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে ফেলেছেন। তার সমুদয় অর্থ পানিতে পড়ে গেছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশে খাদ্যব্যবস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব খাদ্যব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা, কারখানায় তৈরি শুকনা খাবার, বিস্কুট, জ্যাম-জেলি প্রভৃতির ব্যবসা। হোটেল ব্যবসারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু খাদ্যের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। কখনো কখনো দেখা যায় মুরগি ব্যবসায়ীরা হোটেলগুলোয় মরা মুরগি সরবরাহ করে। এসব খাদ্য যারা খায়, তারা ভয়ানক মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে।

করতোয়ায় নৌকাডুবিতে যারা মারা গেছেন অথবা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন, তাদের আত্মীয়স্বজন শোক ও দুঃখে পাথর হয়ে গেছে। একটি দৈনিক পত্রিকা ঘটনার মর্মান্তিক ছবি আঁকতে গিয়ে লিখেছে, পঞ্চগড়ের বোদায় মর্মান্তিক নৌকাডুবিতে প্রিয় মা, বোন, বোনের মেয়ে ও জা-কে হারিয়েছেন আলো রানী। এখানেই শেষ নয় তার শোকগাথা।

দুর্ঘটনার পর কলিজার টুকরা দুই শিশু-সন্তানের খোঁজ পাচ্ছেন না। রোববার দুপুরে ঘটনার পর থেকেই তাই কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে গেছে তার। এখন আর কথা বলতে পারছেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। মাঝেমধ্যেই ভাঙা গলায় হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।

প্রাণে বেঁচে গেলেও আলো রানী এখন জিন্দালাশের প্রতিচ্ছবি। সন্তানদের ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবুও আশা নিয়ে বেঁচে আছেন। তার মন বলছে, ওরা ফিরবে তার বুকে। আলো রানীও ছিলেন নৌকায়। তবে সাঁতার জানায় তিনি ও তার আরেক বোন অর্পিতা রানী বেঁচে গেছেন। এখন তাদের মনে হচ্ছে এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন।

বাংলাদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার কি কোনো যোগসূত্র আছে? অনেকে বলবেন, এটা পুঁজিবাদের জন্য হচ্ছে। তবে ব্যাপারটি এত সহজসরল নয়। পুঁজিবাদীব্যবস্থাও সুঠাম-সবল হতে পারে। আদর্শ পুঁজিবাদে মানুষের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে মুনাফা লোটার কোনো সুযোগ নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো পুঁজিবাদী দেশে ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে একটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এর কাজ হলো জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য এবং নিরাপদ ওষুধ নিশ্চিত করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ ব্যবস্থাটি খুবই কার্যকর বলে প্রশংসিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বহুবিধ ঘটনা আছে যেগুলো ক্ষতিকর। এগুলোকে রোধ করতে না পারলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজ-জীবনের জন্য সহায়ক থাকে না। এ কারণে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনের ছত্রছায়ায় নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা গড়ে তোলা হয়। এ সংস্থাগুলো না থাকলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভয়ানক নৈরাজ্য দেখা দেবে এবং তার ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি নিজ থেকেই ধসে পড়বে। নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদের নেতিবাচক দিকগুলোকে যথার্থভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলো যাদের নিয়ন্ত্রণ করবে, তারা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোকে নিজেদের কবজায় নিয়ে আসতে পারে এবং এর জন্য কী করতে হবে? একে বলে জবমঁষধঃড়ৎু ঈধঢ়ঁৎব. যদি রেগুলেটরি ক্যাপচারের ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে এর প্রতিষেধক হিসাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়? বলা হচ্ছে রেগুলেটরি ক্যাপচার থাকলে আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ কিন্তু অপরিহার্য।

এমনও হতে পারে আইন-আদালতকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারছে ঘোরতর অন্যায় করা প্রতিষ্ঠানগুলো। এরপর পুঁজিবাদের হাতে এমন কোনো হাতিয়ার থাকে না, যা দিয়ে স্বাস্থ্যহানিকর এবং জীবনবিনাশী ব্যাপারগুলো প্রতিহত করা যায়।

এ অবস্থায় পড়লে পুঁজিবাদ নাচার হয়ে যায়। সেজন্যই বলা হয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যম ক্ষমতার হাত বদল এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুঠাম, সবল এবং কার্যকর রাখা।

বাংলাদেশে এখন যেসব সমস্যা আমরা দেখি, এর জন্য দায়ী করতে হবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সঠিকভাবে কাজ না করলে নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

দেশের যেসব সমস্যার কথা এ কলামে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর উৎপত্তি ঘটছে যথার্থ রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান না থাকা অথবা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল ও অকেজো হয়ে পড়ার কারণে। বাংলাদেশে আমরা যেসব অন্যায়-অপকীর্তি দেখছি সেগুলোর উৎপত্তি পরিপূর্ণ পুঁজিবাদের জন্য নয়, বরং যেখান থেকে পুঁজিবাদের সূচনা ঘটে তার জন্য।

কার্ল মার্কস পুঁজিবাদের প্রাথমিক অবস্থার নাম দিয়েছেন চৎরসরঃরাব ধপপঁসঁষধঃরড়হ. বাংলাদেশে এখন সেই অবস্থাই চলছে। কোনোরকম উদ্যোগ ও ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতিরেকে লোকজন হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রথমদিকে দিনমজুর ছিলেন এমন একটি পরিবার এখন সহস্র কোটি টাকার মালিক হলেন কীভাবে? আমি তাদের দেখেছি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা এমন কী ব্যবসা করেন যা দিয়ে এত মুনাফা করা যায়। জবাবে জানা গেল তারা কেমিক্যালের ব্যবসা করেন। পুরান ঢাকায় কেমিক্যাল রাখার জন্য বেশকিছু গুদাম আছে। এসব গুদামে বিস্ফোরণ হয়ে অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে। এসব মৃত্যুর কথা আমরা সংবাদপত্র থেকে জানি। কেমিক্যালের এই ব্যবসায়ীরা কেমিক্যালে ভেজাল দিয়ে প্রচুর লাভ করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যবসায়ীরা কেমিক্যালের ড্রামগুলো নিরাপদে রাখার কোনো ব্যবস্থা করে না। যদি তাই করতে হতো, তাহলে তাদের খরচা বাড়ত এবং মুনাফা কম হতো। সর্বোপরি দেশের আইনব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার কারণে নিয়ম ভঙ্গকারী কেমিক্যাল ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

এরকম ব্যবসা থেকে কিছু লোকজনের (বলা যায় অমানুষদের) যথাযোগ্য শাস্তি হলে দায়িত্বহীন ব্যবসাটি নিয়মনীতির মধ্যে চলে আসত। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী তা চায় না। চায় না বলেই দিনে দিনে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। মানুষ দুর্যোগে পড়ছে।

নদী পারাপারে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং আইনের প্রয়োগ না থাকতেই এত বড় ট্যাজিক ঘটনাটি ঘটতে পারল। ইজারাদাররাও তাদের মুনাফা বাড়াতে গিয়ে নিরাপদভাবে খেয়া পারাপারের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলো নিচ্ছে না। এত মানুষ বলি হলো প্রাথমিক পুঁজিবাদের নিয়মহীনতা ও নৈরাজ্যের যূপকাষ্ঠে।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

আঞ্চলিক সংযোগ, জ্বালানি নিরাপত্তা ও জরুরি প্রশ্ন

কামাল আহমেদ

ব্রিটিশ পাউন্ডের অবস্থা এখন শোচনীয়। গত শুক্রবার তা সর্বকালের রেকর্ড গড়ে। জীবনযাত্রার ব্যয় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যাওয়ায় জনজীবনে স্বস্তি দিতে ও ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙা করতে সরকার একটি ছোট বাজেট ঘোষণা করে, যাতে সবার আয়কর কমানো হয়। তবে সবচেয়ে বেশি হারে কমানো হয় ধনীদের জন্য। যে যত ধনী, তার তত বেশি আয় বাঁচানোর সুযোগ হয়েছে এই জরুরি বাজেটে। অর্থবাজারে এতে বিরূপ প্রভাব তৈরি হয় এবং পাউন্ড যেমন মূল্য হারায়, তেমনই সরকার বাজার থেকে ধার করতে চাইলে তার জন্য প্রদেয় সুদের হার দ্বিগুণের বেশি বেড়ে যায়।

বিশ্বের ষষ্ঠ (চলতি বছরে ভারত ব্রিটেনকে স্থানচ্যুত করে পঞ্চম স্থান দখল করে) বৃহৎ অর্থনীতির অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য মুদ্রার এ হাল কেন হলো? বিবিসির সংবাদদাতা টম এডিংটন বলেছেন, এর আংশিক কারণ হচ্ছে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, যার পেছনে আছে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন।

রাশিয়া বা ইউক্রেনের জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা বাকি ইউরোপের তুলনায় ব্রিটেনের নগণ্য। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধে ইউরোপের জ্বালানি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু অস্বস্তিকর সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে বলে ফরেন অ্যাফেয়ার্স সাময়িকীতে লিখেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক হেলেন থম্পসন।

রাশিয়া জীবাশ্ম জ্বালানি সরবরাহের বিশ্বস্ত উৎস হতে পারে—জার্মানিতে এ বিশ্বাসের ইতি ঘটেছে। শুধু জার্মানি নয়, পুরো ইউরোপই এ বিশ্বাস হারিয়েছে। কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশনসের উপব্যবস্থাপনা সম্পাদক জেমস ম্যাকব্রাইড এক নিবন্ধে লিখেছেন, ইউরোপের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত গ্যাসের এক-তৃতীয়াংশই আসে রাশিয়া থেকে। আর জ্বালানি তেলের ২৫ শতাংশ আসে সেখান থেকে। পুরো ইউরোপের শীত মৌসুমে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

জ্বালানির এ সংকট বোধগম্য কারণেই ইউরোপে সীমাবদ্ধ নেই। জ্বালানি তেল উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্যাস উৎপাদনে দ্বিতীয়। ইউরোপে বহু দশক ধরেই রুশ জ্বালানি আসছে ইউক্রেন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো অর্থাৎ সাবেক সোভিয়েত বলয়ের দেশগুলোর মধ্য দিয়ে আসা পাইপলাইনের মাধ্যমে। পরে নির্মিত হয়েছে সরাসরি জার্মানিতে গ্যাস সরবরাহের পাইপলাইন নর্ডস্ট্রিম। অর্থাৎ ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার জ্বালানি-সংযোগ খুবই ব্যাপক ও অবকাঠামোগত যুক্ততার (কানেকটিভিটি) ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ইউরোপের চলমান জ্বালানি-সংকট ও দক্ষিণ এশিয়ার নিকট অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তাই যে প্রশ্ন সবারই গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা প্রয়োজন, তা হলো সংযোগ বা কানেকটিভিটি যেন শুধু ক্ষমতাধরের ক্ষমতাকেই সমৃদ্ধ না করে। সেখানে ন্যায্যতা ও সমানুপাতিক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি।

এখন দেখা যাচ্ছে কানেকটিভিটি বাড়িয়েও রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার কারণে ইউরোপ রীতিমতো নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে। সরাসরি সামরিক সংঘাত না হলেও জ্বালানি-সংকটের কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার হুমকি থেকে ইউরোপের শিগগির মুক্তি মিলছে না।

দক্ষিণ এশিয়ায় কানেকটিভিটি এখন খুব আলোচিত এবং অনেকাংশেই সমাদৃত শব্দ। ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং দেশি-বিদেশি পরামর্শকেরা এক দশকের বেশি সময় ধরে কানেকটিভিটিতেই সবার সমৃদ্ধির তত্ত্ব জপ করে চলেছেন। সড়ক, রেল ও নৌপথে সংযোগ বাড়ানো, অন্য কথায় ঐতিহাসিক সংযোগ পুনরুজ্জীবনে আগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি জ্বালানি খাতেও এ সংযোগ বাড়ানোর কথা বলছেন। অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এ বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ এবং এক অর্থে পীড়াপীড়ি কার্যত ভারতের দিক থেকেই বেশি।

ভারতের এ সংযোগ বাড়ানোর আগ্রহ শুধু বাংলাদেশের সঙ্গে নয়, নেপালের সঙ্গেও। প্রশ্ন হচ্ছে, জ্বালানি খাতে এ সংযোগে সব দেশ কি সমভাবে লাভবান হচ্ছে? নাকি বড় প্রতিবেশীর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অসম বাণিজ্যের মতো জ্বালানি লেনদেনেও ছোট প্রতিবেশীরা বড় ঘাটতির মুখে পড়বে? (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

অধিকৃত এলাকায় যুদ্ধ

(১০ পাতার পর)

আবার দখলে থাকা অঞ্চলগুলোর কিছু এলাকা ইউক্রেন পুনরায় তাদের দখলে নিয়ে গেছে। খোদ জাপোরিঝিয়ার রাজধানীই বর্তমানে ইউক্রেনের দখলে। এখানে তারা কিভাবে গণভোট করবে সেটি স্পষ্ট নয়। আবার পূর্ব দিকের দোনেস্কর মাত্র ৬০ শতাংশ এলাকা এখন রাশিয়ার দখলে এবং সেখানে ইউক্রেনীয় বাহিনীর সঙ্গে রুশ বাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে। লুহানস্কের বেশির ভাগ এলাকা রাশিয়ার দখলে থাকলেও সেখানেও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে।

সার্বিক দৃষ্টিতে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের শুরুতেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক যেমন আস্থা ও বৈধতার সংকটে ভুগছিল, বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনায় এই আস্থার জায়গাটি আরো নড়বড়ে হয়ে পড়ায় তারা অনেকটা নিজ থেকেই নিজেদের যেন ক্রমেই কোণঠাসা করে ফেলছে। এর মূল কারণ অবশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুতিন যেকোনো উপায়েই হোক নিজেকে বিজয়ী দেখতে চান। তাঁর গণভোটের আয়োজন নিঃসন্দেহে তাঁকেই বিজয়ী করবে। কারণ এর আগে যখন ক্রিমিয়া প্রশ্নে এ ধরনের গণভোটের আয়োজন করা হয়, তখন মস্কো দাবি করেছিল যে ৯৬.৭ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, বাস্তবে যা ছিল ৩০ শতাংশেরও কম। এর ফলাফল নিয়েও তখন যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

সব শেষে রাশিয়া গণভোটের মধ্য দিয়ে অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে রুশ অঞ্চলে পরিণত করে সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে যাওয়া ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠিন থেকে কঠিনতর যুদ্ধের বার্তাকে যেভাবে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটি আসলে গায়ের জোরে। আন্তর্জাতিক আইন এবং বিধি-বিধান কেবল আক্রমণকে বৈধতা দেওয়ার রাশিয়ার এ ধরনের দাবিকে সমর্থন করে না। ইউক্রেন তাদের অবস্থান এরই মধ্যে স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে অধিকৃত এলাকা পুনরুদ্ধার করার প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক হিসেবে আখ্যা দিয়ে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে রাশিয়ার দখলকৃত ভূমিতে ইউক্রেনীয়দের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বোঝা যাচ্ছে, দুই পক্ষই তাদের অবস্থানে অনড়। এ ক্ষেত্রে অধিকৃত এলাকাগুলোতে গণভোট আসলে তীব্র ও দীর্ঘায়িত যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করছে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং





PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে ইমরুল হাসানের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেসের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ থেকে বৈধ ভিসা নিয়ে আসার একজনকে আমি বিয়ে করেছি। তার এদেশে কোন বৈধ স্ট্যাটাস নেই।

এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে- আমি কি এখন আমার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে পারব? নাকি আমার সিটিজেনশীপ পাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? আর আমি যদি এখন এদেশের বাইরে অর্থাৎ দেশে বেড়াতে যাই তাহলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? এই ধরনের প্রশ্ন আমি আগেও এই বিভাগে পেয়েছি কিন্তু এখন নিজের প্রয়োজনে পরামর্শ চাচ্ছি।

ইমরুল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী একজন গ্রিনকার্ডধারী তার স্ত্রী এবং অবিবাহিত সন্তানদের গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারেন। রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন গৃহিত হবার পরে বিয়ে করলে তার স্ত্রী সাধারণ নিয়মে পড়বেন। তিনি অতিরিক্ত বেনিফিটের আওতায় থাকবেন না। এখান থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের ইন্টারভিউ এর জন্য উপযোগী হতে হলে স্পাউসকে অবশ্যই এদেশে বৈধ প্রবেশাধারী হতে হবে। সেই সাথে উল্লেখ্য যে তাকে বৈধ স্ট্যাটাসধারী হতে হবে।

আবার পিটিশনার যদি ইউএস সিটিজেন হন এবং সন্তান, মা-বাবা অথবা স্পাউসের গ্রিনকাডের জন্য ফাইল করতে চান সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৈধ প্রবেশধারী হলেই চলবে। আর আপনি ইউএস সিটিজেন হলে তখন আপনার স্পাউসের গ্রিনকার্ডের ইন্টারভিউ এখান থেকে হবে।

আপনি একজন গ্রিনকার্ডধারী সে কারণে যে কোন সময় এদেশের বাইরে ভ্রমণে যেতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে যে একজন গ্রিনকার্ডধারী এক বছরের কম সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু একজন গ্রিনকার্ডধারী বিনা অনুমতিতে এক বছরের বেশি সময় এদেশের বাইরে অবস্থান করার হলে সেক্ষেত্রে তাকে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। নাহলে এদেশে প্রবেশের সময় অসুবিধার সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয় এ জন্যে গ্রিনকার্ড বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার আর তাহোলা যে আপনি রাজনৈতিক আশয়ের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেয়েছেন সেকারণে বিশেষ জরুরী নাই হলে নিজ দেশে বেড়াতে যাওয়া থেকে বিরত থাকই শ্রেয়।

নিউইয়র্ক থেকে চৌধুরী জামানের প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস এর সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমি বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী এখনও বাংলাদেশে



অবস্থান করছে। আমি বাংলাদেশে অবস্থানকারী আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা নিয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি। সে কারণে আমি আপনার পরামর্শ পাবার জন্য এই চিঠি লিখছি।

বিষয়টি হচ্ছে বেশ কয়েক বছর আগে একজন ইউএস সিটিজেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিলো। সেখানে আমার সন্তান আছে। আমি আমার ঐ প্রথম স্ত্রীর মাধ্যমে সিটিজেনশীপ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখজন ঘটনা হচ্ছে আমাদের মধ্যে বি-নবনা না হওয়ায় ঔ সম্পর্ক আর দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক আর টিকে নি। আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। সে কারণে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমি যখন বাংলাদেশে আমার এই স্ত্রীর জন্য আবেদন করব তখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। বর্তমানে একটি বিষয় আমার এই স্ত্রীর সাথে আমার বয়সের ফারাকটা বেশি এটার জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে কিনা?

চৌধুরী হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার জন্য কোন রকম সমস্যা না থাকলে আমি মনে করি যে আপনার প্রথম বিয়ে এ ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আপানর প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান আছে। আপনাদের ঐ সন্তান প্রমাণ করে যে আপনাদের বিয়ে ছিলো প্রকৃত বিয়ে। সত্যিকারভাবে সংসার করার জন্য বিয়ে হয়েছিলো।

আপনি উল্লেখ করেছেন আপনার বর্তমান স্ত্রীর সাথে আপনার বয়সের ব্যবধান সম্পর্কে। এ বিষয়ে বলতে চাই যে বয়সের ব্যবধান কম থাকাটাই প্রকৃত বিয়ের প্রমাণ হয়। আপনাদের তথ্যপ্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে এই বিয়ে আপনাদের প্রকৃত বিয়ে। যেমন বিয়ের ছবি, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যেকার যে কোন বয়সের যোগাযোগের প্রমাণ। আপনাদের কোথাও ভ্রমণের গেলে সেখানকার টিকেটের কপি হোটেল ভাড়ার রশিদ ইত্যাদি এসবেরে প্রমাণ বহন করে। আপনার স্ত্রীর জন্য আবেদন করতে হলে নিম্নের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ

ম্যারেজ সার্টিফিকেট, ২) ডিভোর্স লেটারের কপি, ৩) আপনার সিটিজেনশীরেপ কপি, ৪) আপনার এবং আপনার স্ত্রীর ২ কপি করে চবি।

তারপর আপনার কেস প্রকৃত হলে তখন আপনার এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্যে লাগবে নিম্নের তথ্যাদি।

ট্যাক্স রিটার্ন (ডব্লিউ-২ ফরম), ২) জব লেটার, ৩) ব্যাংকের চিঠি, ৪) সিটিজেনশীপের কপি।

অবশেষে উল্লেখ্য যে, আপনার ইমিগ্রেশনের বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা শ্রেয়। তিনি আলোচান শেষে আপনার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

অধিকৃত এলাকায় যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা

ড. ফরিদুল আলম

পুতিন সম্পর্কে সারা বিশ্বে যে ধারণাগুলো চর্চিত রয়েছে তা হচ্ছে, তাঁকে আসলে বুঝে ওঠা খুব কঠিন। তিনি না বুঝে ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করে বসেন না, তিনি যেকোনো উপায়েই নিজেকে বিজয়ী করতে চান এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনে কঠিন পন্থাগুলোকে অনুসরণ করতে কোনো দ্বিধা করেন না। এর অসংখ্য উদাহরণ আমরা তাঁর শাসনকালে দেখেছি। এর আগেও তাঁকে এ কথা বলতে শোনা গেছে যে রাশিয়াই যদি না থাকে, তাহলে বিশ্বের কোনো প্রয়োজন নেই।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে রাশিয়া কতটুকু লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে খোদ রাশিয়ার ভেতরেই। রাশিয়ার ক্রমাগত আক্রমণের মুখেও এই যুদ্ধে ইউক্রেন বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে এবং রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত বেশ কিছু এলাকা সাম্প্রতিক সময়ে তারা পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই যুদ্ধে ইউক্রেনের শক্তির উৎস পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক অস্ত্র ও অর্থের জোগান, যা প্রকাশ্য। অন্যদিকে বলা চলে, রাশিয়া একা লড়ে যাচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের সেনাদের মনোবল নিয়েও কিছু নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে, যদিও এগুলোকে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ছড়ানো গুজব বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বোঝা যাচ্ছে, রাশিয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, যুদ্ধে প্রত্যাশিত ফল অর্জিত হওয়ার পরিবর্তে তারা তাদের অধিকৃত এলাকাগুলো ধরে রাখতে ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। মূলত এই ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করেই অধিকৃত এলাকাগুলোতে গণভোটের আয়োজন করেছে, যা চলমান রয়েছে। অধিকৃত এলাকা দোনেত্স্ক, লুহানস্ক, জাপোরিঝিয়া ও খেরসনে গত ২৩ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গণভোট হয়েছে। এ ছাড়া খারকিভেও গণভোটের পরিকল্পনা করছে তারা। সর্বশেষ দিনে ভোটারদের সরাসরি উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনেক ভোটকেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে। রাশিয়া কর্তৃক এই সময়ে এ ধরনের গণভোটের আয়োজনের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই গণভোটের উদ্দেশ্য সবার কাছে পরিষ্কার অর্থাৎ এটি সবার জানা, এই পরিকল্পিত গণভোটের ফলাফল স্বাভাবিকভাবে রাশিয়ার পক্ষে না গেলেও এটিকে যেকোনো উপায়ে তাদের পক্ষেই নেওয়া হবে, যার অর্থ দাঁড়াবে অধিকৃত এলাকার মানুষ রাশিয়া ফেডারেশনের সঙ্গে থাকতে চায় এবং তাদের এই চাওয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা দেবেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী ইউক্রেনের ১৫ শতাংশ এলাকা রাশিয়ার এলাকা হিসেবে গণ্য হবে এবং এসব এলাকার মানুষের তথাকথিত নিরাপত্তার স্বার্থে আরো তীব্র মাত্রায় আক্রমণকে রাশিয়া এক ধরনের আন্তর্জাতিক বৈধতার আওতায় আনার চেষ্টা করবে।

ইউক্রেনের অধিকৃত এলাকাগুলোতে রাশিয়ার গণভোটকে নিঃসন্দেহে গত কিছুদিনে রাশিয়ার দখলে থাকা কিছু জায়গায় ইউক্রেনের পুনর্দখলের প্রেক্ষাপটে আগামী দিনগুলোতে সম্ভাব্য তীব্র আক্রমণ পরিচালনার সম্ভাবনাকে ইঙ্গিত করছে। গণভোটের আগে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বক্তব্য থেকেই বিষয়টি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট পুতিন রাশিয়াকে রক্ষায় তাঁর হাতে যত উপায় রয়েছে, তার সব ব্যবহার করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন, যা বেশ উদ্বেগজনক। রাশিয়ার নিরাপত্তা কাউন্সিলের উপপ্রধান দিমিত্রি মেদভেদেভ স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন, রাশিয়ার সীমান্তভুক্ত করা অঞ্চলগুলো প্রতিরক্ষায় পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করা হতে পারে। এরই মধ্যে পুতিন তিন লাখ সেনা সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছেন। রাশিয়া তাদের এক হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ রণক্ষেত্র প্রতিরক্ষায় তাদের মোতায়েন করতে পারবে। এদিকে এই সেনা সমাবেশের প্রাক্কালে রাশিয়া তার সেনাদের জন্য কঠিন বার্তা দিয়েছে। যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত সেনা সংগ্রহের এই সময়ে রাশিয়ায় সামরিক বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া, আত্মসমর্পণ বা বিনা ছুটিতে কাজে অনুপস্থিত থাকা–এগুলো ফৌজদারি অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গণভোটের মধ্য দিয়ে রাশিয়া কী অর্জন করতে চাচ্ছে এবং তা কতটুকু অর্জন করতে পারবে? এর উত্তর হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে তাদের সামনে নিকট অতীতের উদাহরণ রয়েছে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়াকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার আগেও তারা এ ধরনের গণভোটের আয়োজন করেছিল এবং এর বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল, যা এখনো উঠছে। সেদিক দিয়ে এটিকে তারা খুব একটা তোয়াক্কা করছে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, ক্রিমিয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আজকের মতো সরাসরি সে সময় তাদের অবস্থানকে জানান দেয়নি, সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে গণভোট-উত্তর পরিস্থিতিতে অধিকৃত এলাকাগুলোকে রাশিয়ার ভেতর অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত বিষয়টি যে পশ্চিমারা সহজে মেনে নেবে, সেটির নিশ্চয়তা নেই। এ ক্ষেত্রে ধারণা করা যায় যে ইউক্রেন বর্তমানে যেভাবে তাদের হারানো এলাকাগুলো রাশিয়ার দখল থেকে পশ্চিমাদের সহায়তায় মুক্ত করার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেটি অব্যাহত থাকবে। এখন এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে–এমনটি হলে রাশিয়ার দিক থেকে কী করণীয় থাকবে? উত্তর হচ্ছে, পুতিন তা খুব স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের আত্মরক্ষা করার মতো সব ধরনের উপায় সঙ্গে রয়েছে এবং প্রয়োজনে তিনি তাঁর কাছে থাকা উপায়গুলোর সদ্ব্যবহার করবেন অর্থাৎ পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করবেন! সব কিছু যদি উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী চলে, তাহলে অনুমান করতেই ভয় হয়, কী এক কঠিন পরিস্থিতি সামনে অপেক্ষা করছে! এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি পুতিনের হুমকির বিষয়টি হালকা করে দেখছেন না এবং তিনি পশ্চিমা গণমাধ্যমের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'এটি কোনো ধাপ্পাবাজি নয়।'

পুতিন সম্পর্কে সারা বিশ্বে যে ধারণাগুলো চর্চিত রয়েছে তা হচ্ছে, তাঁকে আসলে বুঝে ওঠা খুব কঠিন। তিনি না বুঝে ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করে বসেন না, তিনি যেকোনো উপায়েই নিজেকে বিজয়ী করতে চান এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনে কঠিন পন্থাগুলোকে অনুসরণ করতে কোনো দ্বিধা করেন না। এর অসংখ্য উদাহরণ আমরা তাঁর শাসনকালে দেখেছি। এর আগেও তাঁকে এ কথা বলতে শোনা গেছে যে রাশিয়াই যদি না থাকে, তাহলে বিশ্বের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি আসলে এক ধরনের মরণখেলায় মেতেছেন।

এখন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর কেবল ইউক্রেন নয়, পুরো বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো যে এই মুহূর্তে ইউক্রেনের বাইরে বিশ্বের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় ইউরোপের নিরাপত্তা অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। আমরা জানি, গত মার্চ মাসে রাশিয়া ইউরোপের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়ার দখল নিয়েছে এবং ইউক্রেনের কারিগরি লোকদের দিয়ে এটি পরিচালনা করাচ্ছে। এরই মধ্যে এই কেন্দ্রটিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণে বিদ্যুৎ সংযোগে বিঘ্ন ঘটেছে এবং পুরো ইউক্রেনে এর প্রভাব পড়েছে। পরে অবশ্য রাশিয়া এর দায় স্বীকার না করে ইউক্রেনই রাশিয়ার বাহিনীকে রুখতে এই হামলা পরিচালনা করেছে বলে জানায়। তবে সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, এই কেন্দ্রে যদি বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে ইউরোপে এর তেজস্ক্রিয়তার বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও ইয়েল স্কুল অব ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক পল ব্র্যাকেন বলেন, 'গোলাবর্ষণে পারমাণবিক চুল্লির দেয়াল ফেটে বিশাল এলাকায় তেজস্ক্রিয়তা ছড়াতে পারে। ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। জাপোরিঝিয়ার নিরাপত্তায় ব্যর্থ হলে হাজার হাজার লোক মারা যেতে পারে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।' প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, মস্কো ইউরোপকে পারমাণবিক বিপর্যয়ের 'খাদের কিনারে' নিয়ে গেছে।

রাশিয়া এমন সময়ে এই চারটি অঞ্চলে গণভোটের আয়োজন করেছে, যখন অঞ্চলগুলো পুরোপুরি রাশিয়ার দখলে নেই (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

‘চোরের খনি’

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।’ বাংলাদেশের প্রাথমিক দিনগুলোতে কী নিদারুণ কষ্টে বঙ্গবন্ধু কথাগুলো বলেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। সেই দুঃসময়ের দিনগুলোতে তিনি জনগণ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সদোপদেশ দিতেন। আমি নিজে তাকে বলতে শুনেছি- এত লোভ কেন করো, সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে যেতে হবে না! কিন্তু তার লোকেরা সে ধর্মের কাহিনী শোনেনি। শেখ মুজিব ধার্মিক ছিলেন। যে গতানুগতিক কর্মধারায় আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের অনুশীলন করেছেন, তিনি তাদের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

১৯৭২ থেকে ’৭৫ পর্যন্ত সময়কালে বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলো শুনলে নাগরিকদের প্রতি তার নৈতিক বক্তব্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, নৈতিক শাস্ত্রে এবং ধর্মে মানুষ গড়ার অনেক ফর্মুলা আছে। কোনো মানুষই অপরাধী হয়ে জন্মায় না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাকে অসৎ করে তোলে। কিন্তু যেখানে শিশুকাল থেকে একজন ব্যক্তি সততার মাঝে ও নৈতিকতার সাথে বেড়ে ওঠে, সে কখনো অনৈতিক কাজ করতে পারে না। মানুষ তার পরিবারকে অতিক্রম করে পাড়া, প্রতিবেশী বা গ্রামে মানুষ হয়। সেই পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ থেকে শিশু-কিশোররাও শেখে। যতই আমরা জাগতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছি, ততই অনৈতিক অধোগতির দিকে ধাবিত হচ্ছি। দিনে দিনে প্রতিবেশ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। আগেকার দিনের ছেলেমেয়েরা প্রতিবেশী বা পাড়ার অভিভাবকদের দেখাশোনা ও আদর-যত্নে মানুষ হতো। এখন ডিজিটাল উন্নয়নের ছোবলে সেই দায়দায়িত্ব উবে গেছে। অপরিণত ছেলেমেয়েরা যেমন মোবাইল অভিশাপে ব্যস্ত, ঠিক তেমনি অন্যের ছেলেমেয়েদের প্রতি আমাদের আবেগ অনুভূতিও হ্রাস পেয়েছে। ছোট সময় আমরা বিতর্ক করতাম- বিজ্ঞান আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ, এখন আবার সেই প্রশ্নটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে। সাহিত্যিক যাযাবর বলেছিলেন, বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, আর কেড়ে নিয়েছে আবেগ। এখন আমরা আবেগ-অনুভূতিহীন নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল একটি সমাজে বসবাস করি। সাক্ষ্য হিসেবে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আত্মজীবনী ‘নিষ্ফলা মাঠের কৃষক’-এর উদাহরণ দেয়া যায়।

কথাটি মনে পড়ল মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ী দুই সেলিব্রেটির বিমানবন্দরে চুরির ঘটনা দেখে। গণমাধ্যমে খবর এসেছে, কৃষ্ণা রানী সরকার ও শামসুন্নাহারের ডলার চুরির ঘটনায় বিমানবন্দর ও মতিঝিল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন-বাফুফের লিগ্যাল উইং। গত সপ্তাহে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী নারী ফুটবলাররা নেপাল থেকে ফেরার পর জনাকীর্ণ বিমানবন্দরে তাদের বরণে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বিশৃঙ্খলার জন্য নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন বাতিল করে ছাদখোলা বাসে বিমানবন্দর থেকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বাফুফে ভবনে। কিন্তু এরই মাঝে ঘটে দুঃখজনক ঘটনা। বিমানবন্দরে ভিড়ের সুযোগে দুই নারী ফুটবলারের ডলার চুরির ঘটনা ঘটে। আনন্দ-উল্লাসের মাঝে প্রথমে ঘটনাটি টের পায়নি কেউ। পরে নিজেদের লাগেজ খুলতে গিয়ে জানা যায় ডলার চুরির বিষয়টি। বিমানবন্দর থেকে ফেরার পর কৃষ্ণা ৯০০ ডলার ও বাংলাদেশী ৫০ হাজার টাকা এবং শামসুন্নাহারের ৪০০ ডলার পাওয়া যায়নি। বাফুফে নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, তারা বাংলাদেশ বিমান এবং সিভিল এভিয়েশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়েছেন। এ ছাড়া মতিঝিল থানা ও বিমানবন্দর থানায় সাধারণ ডায়েরি-জিডি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ছোট মেয়েদের জন্য এটি বড় অর্থ। এটি শেষ পর্যন্ত শনাক্ত না হলে আমরাই তাদের এ অর্থ দিয়ে দেবো। এ দিকে বিমানবন্দর থেকে দুই ফুটবলারের অর্থ চুরির বিষয়টি অস্বীকার করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। তারা এক বিবৃতি দিয়ে বলেন, বাফুফের প্রটোকল প্রতিনিধি লাগেজপত্র বুঝে নেন। পরবর্তীকালে দুই ফুটবলারের অর্থ চুরির বিষয়টি সিসি টিভি ফুটেজে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তারা বলেন, অক্ষত এবং তালাবদ্ধ অবস্থায় বিমান ও বন্দর কর্তৃপক্ষ লাগেজ হস্তান্তর করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরো বলে যে, যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশের ভাবমর্যাদা সমুন্নত রাখতে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। এ দিকে বাফুফে জানিয়েছে, চোর ধরতে মাঠে নেমেছে বিভিন্ন গোয়েন্দা ইউনিট। তবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বারবার করে নিশ্চিত করছে, তারা অক্ষত অবস্থায় সব লাগেজ, ব্যাগেজ সুন্দরভাবেই বাফুফে কর্মকর্তাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছে। বাফুফে ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের পরস্পরবিরোধী দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে কী ঘটে তা অপেক্ষার বিষয়। তবে বিমানবন্দরে এই অভিযোগ নিত্যদিনের। চ্যাম্পিয়ন নারীদের অর্থ চুরি নিয়ে হইচই হলেও সাধারণ মানুষের ব্যাগ ও ব্যাগেজ চুরির ঘটনাগুলো নীরবে নিভৃতে নিষ্ফল হয়ে যায়। পৃথিবীর এমন কোনো বিমানবন্দর নেই যেখানে ঢাকার মতো চুরির অভিযোগ নিত্যদিনের।

শুধু বিমানবন্দর নয়, এই চুরির অভিযোগ সর্বত্র। কয়েক মাস আগে ইউরোপের এক রাষ্ট্রদূতের ভ্যানিটি ব্যাগ চুরি হয়ে যায় বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান থেকে। সে কী এক বিব্রত অবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঘেরা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিজিটাল কায়দায় কোটি কোটি টাকা চুরি হয়ে যায়। কয়েক বছর আগের কথা, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী ব্যক্তিদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সোনার মেডেল দেয়া হয় তাতেও ছিল চুরি। তখন বলা হয়েছিল, স্বর্ণকার মায়ের সোনাও চুরি করে। এ কথায় আমরা কার পক্ষে সাফাই গেয়েছি তা একটি প্রশ্ন বটে। যেখানেই তাকাবেন সেখানেই চুরি। মসজিদের মতো জায়গায় জুতা চুরি হয়। চুরি হয় মাঠে ঘাটে হাটে, বাসস্ট্যান্ডে ও রেলস্টেশনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোপাট হয়ে যেতে পারে আপনার সহায়-সম্পত্তি। সর্বত্রই চোর গিজগিজ করছে। আমি বাস থেকে নামছিলাম। উঠে দাঁড়িয়েছি মাত্র। পেছনে সিটের উপর রাখা মোবাইলটি গায়েব। সারা বাস সার্চ করা সে এক কঠিন কাজ। যাত্রীদের তাড়াহুড়ো তো আছেই। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে চোরের কাছে আত্মসমর্পণ। গ্রামগঞ্জে চুরির অন্ত নেই। প্রায়ই দেখা যায়, গবাদিপশু চুরির হিড়িক। কয়েক দিন আগে আমাদের গ্রামে গরু চোরের উপদ্রব লক্ষ করা গেল। অনেক অনুসন্ধান করে জানা গেল, গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা এর সাথে জড়িত। পরে চোর ধরা গেলেও চোরের থলিয়াদারদের নাম উচ্চারণ করাও সম্ভব হয়নি। আরো জানা গেল, থানা পুলিশও এর সাথে জড়িত। থানায় মামলা দিলে উল্টো হয়রানি হতে হয়। চোরের মায়ের বড় গলা শোনা যায় সর্বত্র। কয়েক মাস আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি মসজিদের মতো অভিজাত জায়গায় মাগরিবের নামাজ পড়ছিলাম। সেজদারত অবস্থায় কারেন্ট চলে যায়। নামাজ শেষে দেখা যায়, অনেকের মোবাইল নেই। এই ঘটনার কী সান্ত্বনা নেবেন আপনি? জুতা চোর না হয় মসজিদে যায় চুরির জন্য। নামাজিরা তো চুরির জন্য যায় না। আর সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, নামাজি মানুষরা তুলনামূলকভাবে সৎ হবে। তাহলে কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, নামাজিদের একাংশ চোর? ধর্ম যে মানুষের মর্মে পৌঁছে না, এটি তার অকাট্য প্রমাণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।’ বাংলাদেশের প্রাথমিক দিনগুলোতে কী নিদারুণ কষ্টে বঙ্গবন্ধু কথাগুলো বলেছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়। সেই দুঃসময়ের দিনগুলোতে তিনি জনগণ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সদোপদেশ দিতেন। আমি নিজে তাকে বলতে শুনেছি- এত লোভ কেন করো, সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে যেতে হবে না! কিন্তু তার লোকেরা সে ধর্মের কাহিনী শোনেনি। শেখ মুজিব ধার্মিক ছিলেন। যে গতানুগতিক কর্মধারায় আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের অনুশীলন করেছেন, তিনি তাদের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

এসব ছোটখাটো চুরির বর্ণনার কারণে আপনারা আমার ওপর হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন। আমি স্বভাবগতভাবে চুরির দুঃখজনক ব্যাধির কথা উল্লেখ করছিলাম। চুরি দু’ধরনের হতে পারে। একটি হলো ব্যক্তিক। অপরটি হলো পদ্ধতিগত বা সিস্টেমেটিক। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মেগা চুরির ক্ষেত্রে সিস্টেমেটিক বিষয়টির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মেগা প্রজেক্টে মেগা চুরি হয়। পদ্মা ব্রিজ নির্মাণে আমাদের চুরির অভিযোগে বিশ্বব্যাংকের অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের রাজনৈতিক এলিটরা এতে গুড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেয়েছেন। পদ্মা ব্রিজের কাজ শেষ হয়েছে। আমার প্রশ্ন একটি জাতি হিসেবে যে চুরির বদনাম রয়েছে সে পারসেপশন থেকে রক্ষা পাবো কিভাবে?

অনেক আগের কথা, দেশের সবচেয়ে বড় ধনী এবং ঠিকাদারের প্রতীকী অঙ্গুলি কর্তনের কথা শুনেছিলাম। এখনো মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে আমাদের একজন এমপি চুরির অভিযোগে কারাদণ্ড ভোগ করছে। বাংলাদেশে চুরির ব্যাপারটি সর্বাত্মক। রাজনীতিবিদরা চুরিবিদ্যায় এতটাই পারঙ্গম যে, তারা কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে। বিদেশে সেকেন্ড হোম বানায়। আমলাতন্ত্র এই সেকেন্ড হোমের ফাস্ট পার্টনার। এখন নিম্নআদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত সর্বত্রই চুরি ও দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও প্রশাসক-সবার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ। সর্বাঙ্গে ব্যথা ওষুধ দেবো কোথা? এসব বর্ণনার পর কথাটি এরকম হয়ে যায় না যে, চুরির অভিযোগে আমরা সবাই অভিযুক্ত! অবশ্য চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের অতীত ইতিহাসেও সাক্ষ্য প্রমাণ আছে।

সদ্য প্রয়াত আকবর আলি খান তার ছলনা জালের রাজনীতি গ্রন্থে এই অতীত সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। বিদেশে বড় বড় চুরি হয়। বোফর্স স্ক্যান্ডাল ইত্যাদি শোনা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে জনগণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নেই। বরং সেসব দেশে সাধারণ জিনিসও মালিককে পৌঁছে দেয়া হয়। আমাদের রাজনৈতিক চৌর্যবৃত্তি বা ভোট চুরির কথা বলা অতটা নিরাপদ নয়, যতটা অর্থনৈতিক চুরির কথা বলা যায়। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, জনগণ যেন চুরি-চামারি বা প্রজেক্ট চুরিকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে। এটি যেন তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। না হলে পুকুরচুরির মতো চুরিবিষয়ক শব্দাবলি বাংলা ভাষায় এলো কী করে? সাম্প্রতিক রাজনৈতিক এলিটদের চুরি সম্পর্কে প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসার কথা মনে করা যায়। তিনি বলে গেছেন, এদের দেখলে চোর বলুন।

আবারো বঙ্গবন্ধুর দুঃখবোধে ফিরে যেতে চাই। তিনি চোরমুক্ত একটি নৈতিক জাতি চেয়েছিলেন। আমরা যদি সে অবস্থা থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সমীক্ষা নেই তাহলে দেখব ওই সময় যা চোরের সংখ্যা ছিল, এখন তা বেড়ে শতগুণ হয়েছে। মনীষী এরিস্টটল রাষ্ট্রকে নৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেছেন। তিনি মনে করেন, সরকার নিজে নৈতিক আচরণ করবে এবং তার সিটিজেনকে নৈতিক হওয়ার পথ দেখাবে। নৈতিক হওয়ার অনুকরণ, অনুশাসন ও অনুশীলন ঘটাবে। প্লেটো তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘রিপাবলিক’-এ বলেছিলেন, সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা নিশ্চিত করা যায়। পরে মানুষের মজ্জাগত স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি যে গ্রন্থটি লেখেন তার নাম ল’স বা আইন। মনীষী হবসের ভাষায় মানুষ স্বভাবতই ‘সেলফিস, পুওর, ব্রিটিশ, ন্যাস্টি অ্যান্ড শর্ট’। ভারতীয় ধর্মবিদ্যায় ‘কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্যের’ কথা বলা হয়েছে। এ থেকে মানব চরিত্রের উত্তরণের জন্য নৈতিক জীবনের কথা বলা হয়েছে। আর ধর্মই হচ্ছে সে নৈতিক উৎসের প্রধান ক্ষেত্র। উল্লেখ্য, পুরনোকালে প্রতিটি রাষ্ট্রই ছিল ধর্মাশ্রিত। ধর্মই ছিল রাজা, রাজ্য, রাজধানী ও রাজনীতির প্রধান অবলম্বন।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর নাম-ধামের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে যে, কৃত্রিমভাবে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব। কিন্তু জাতি গঠন করতে গেলে তাকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান- আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বোচ্চ নৈতিক মানদণ্ডে। এর নেতৃত্ব হতে হবে সর্বাধিক নৈতিক। আর নাগরিক সাধারণকে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া বা সোশালাইজেশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নৈতিক করে গড়ে তোলা প্রয়াস নিতে হবে। এই প্রয়াস ও পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- পরিবার তথা মাতা-পিতা, পাড়া-প্রতিবেশী, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত শিক্ষাব্যবস্থা।

এর প্রতিটি স্তরে নৈতিক তথা ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটুকু যথেষ্ট নয়, সরকার সব প্রচারযন্ত্র তথা গণমাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সাধারণকে সৎ, সংযমী ও সুন্দর জীবনের দীক্ষা দেবে। অশ্লীল ছায়াছবি, মাস্তানির প্রদর্শন ও লোভ-লালসার আহ্বান দিয়ে আর যা-ই হোক নৈতিক নাগরিক গড়া সম্ভব নয়। আজকে সমগ্র জাতি যে নৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তাতে সরকার, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে মানুষকে ভালো হওয়ার কথা বলতে হবে। ইতোমধ্যে যে সর্বনাশ সাধিত হয়েছে তা সহজেই পূরণ সম্ভব নয়। একটি নৈতিক সরকার ও নৈতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়েই কেবল ‘চোরের খনি’ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

চিন্তাঋদ্ধতার সংকট ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব

নাদির জুনাইদ

টেলিভিশন চ্যানেল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা এখন যত বাড়ছে; মুদ্রিত সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎমুখী রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা ততই জরুরি হয়ে পড়ছে। মনে পড়ে, যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম তখন থেকেই সকালে কোনো কারণে সংবাদপত্র পড়তে না পারলে অস্বস্তি হতো। কিন্তু ইদানীং প্রায়ই যখন ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করি, তারা সংবাদপত্র পড়ে কিনা; অনেকেই জানায়, ফেসবুকে কোনো ঘটনা সংক্রান্ত আলোচনা আর অনলাইনে বিভিন্ন সংবাদের আপডেট থেকেই তারা জানে, কোথায় কী ঘটছে। কিন্তু এভাবে কোনো ঘটনা সম্পর্কে বিশদভাবে যেমন জানা যায় না, তেমনি ঘটনার প্রকৃত নানা দিকও থেকে যায় অজানা। তাই চিন্তাঋদ্ধ পাঠকের কাছে মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না।

মনে পড়ে অনেক দিন আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি কাহিনিতে পড়া কিছু কথা। কথাগুলো আমার ভালো লেগেছিল। তাই লিখে রেখেছিলাম ডায়েরিতে- পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়েছিল সমীরের। চোখে-মুখে জল দেবার আগেই ওর খবরের কাগজে চোখ বুলানো অভ্যাস। এ বাড়িতে বরাবরই ও ফার্স্ট রিডার। হাতে গরম রুটির মতোই একেবারে মেশিন-গরম কাগজের ভাঁজ খোলার একটা আনন্দ আছে। বাবা মজা করে বলেন, আমার বেড-টি আর সুমুর হচ্ছে বেড-পেপার।

সময় অনেক কিছুই বদলে দেয়। প্রযুক্তির প্রসারে এসেছে মোবাইল ফোন। আর অগণিত মানুষ আজ এ যন্ত্রটি ছাড়া জীবনের কথা ভাবতেও পারছে না। মোবাইল ফোনে সংবাদপত্র পড়তে আর মুদ্রিত বইয়ের বদলে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পিডিএফ ফাইল পড়তে যাঁরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন; মেশিন-গরম সংবাদপত্র হাতে নিয়ে আনন্দ অনুভবের ধারণাই তাঁদের তৈরি হয়নি। নতুন বই আর পুরোনো বইয়ের ভিন্ন ঘ্রাণ যাঁদের গভীর আনন্দ দিয়েছে, তাঁরা সবসময়ই পিডিএফ ফাইলে বই পড়বেন না। কিন্তু নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করেই সংবাদপত্র আর বই পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। বিভিন্ন সুবিধা তৈরি করার মাধ্যমে প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করেছে। কিন্তু প্রযুক্তির কারণে বর্তমান সময়ে মানুষের আচরণ আর অভ্যাসে যে পরিবর্তনগুলো এসেছে; তার প্রতিটি দিকই কি তৈরি করছে শুভ ফল?

মুদ্রিত সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস যখন মানুষের ছিল, তখন প্রায়ই শোনা যেত, অনেকেই সংবাদপত্রের খুঁটিনাটি সব দিক পড়ছেন। সংবাদপত্র হাতে নিয়ে তার বিভিন্ন পৃষ্ঠায় একেকটি প্রতিবেদন, ফিচার, সম্পাদকীয়, কলাম যখন পাঠকরা মন দিয়ে পড়তেন; খুব সংক্ষিপ্ত নয় এমন লেখা-পড়ার চর্চা তাঁদের হতো। কোনো বক্তব্য বা বিশ্লেষণ সময় নিয়ে জানার ধৈর্য পাঠকের মধ্যে তৈরি হতো এই চর্চার মাধ্যমে।

এখন অনেকেরই দিন শুরু হয় ফেসবুকে চোখ বুলানোর মাধ্যমে। সেখানে বারবার ভেসে ওঠে নানাজনের সংক্ষিপ্ত স্ট্যাটাস আপডেট, যেখানে কোনো ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বা গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরার সুযোগ থাকে না। প্রায়ই এমন লেখায় থাকে হালকা কৌতুক। কখনও তা হয়ে ওঠে স্থূল ও অগভীর। ফেসবুকে প্রায়ই দেখা যায় এমন ভিডিও বা কার্টুন, যেখানে বিভিন্ন গুরুতর সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ এবং ঝাঁজালো সমালোচনা ফুটে ওঠে না, বরং দেখা যায় হালকা হাস্যরস যা ব্যক্তিকে কেবল বিনোদনই জোগায়। তার মধ্যে সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা তৈরি করে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিমাত্রায় সক্রিয় থাকার প্রবণতা দেখছি এখন আমাদের সমাজে। কিন্তু ফেসবুকে হালকা বিনোদনধর্মী উপাদানের আধিক্য মানুষের চিন্তাশীলতা, ধৈর্য, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াচ্ছে না। কোনো ঘটনার নানা দিক বিশদভাবে জানার আগ্রহও মানুষের মধ্যে তৈরি করছে না। যে পরিস্থিতি মানুষকে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে না; জীবনের জটিল দিকগুলো অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পরিবর্তে তাকে হালকা বিনোদনে মেতে থাকতেই প্রলুব্ধ করে প্রতিনিয়ত; সে পরিস্থিতি সমাজের জন্য বিপজ্জনক।

যখন কোনো প্রভাব সমাজে প্রবল হয়ে ওঠে, তা আর বদলানো সম্ভব নয়- এমন একটি ধারণাই অনেকের মনে তৈরি হয়। কোনো উপকারী অভ্যাস সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে হারিয়ে গেলে নতুন সেই পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলতে হবে; তার নেতিবাচক দিকগুলো মেনে নেওয়াই তখন নিয়তি- এমন চিন্তা করার মতো মানুষও কম নয়।

এমন পরিস্থিতি দেখলে আমার মনে পড়ে ডেভিড লিন নির্মিত দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার কাওয়াই (১৯৫৭) ছবির একটি সংলাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বন্দিশিবিরে থাকা অবস্থায়ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্নেল নিকলসন নিয়ম আর শৃঙ্খলা মেনেই চলতে চান। সভ্য শহর থেকে অনেক দূরে এই নিবিড় জঙ্গলে কোনো নিয়মকানুন মেনে চলা অর্থহীন- তা বোঝানোর জন্য একজন অফিসার কমান্ডার শিয়ার্স বলেন ওহিয়ার, দেয়ার ইজ নো সিভিলাইজেশন। তখন কর্নেল নিকলসন জবাব দেন ওদেন উই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি টু ইনট্রোডিউজ ইট। এমনভাবে চিন্তা করা (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

আঞ্চলিক সংযোগ, জ্বালানি নিরাপত্তা ও জরুরি প্রশ্ন

(৮ পাতার পর)

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যে শীর্ষ বৈঠক হয়েছে, তাতেও জ্বালানি খাতে সংযোগ বাড়ানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বৈঠকের এক দিন পর ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার চেতনায় উভয় দেশের বিদ্যুৎ গ্রিডের সামঞ্জস্যকরণের বিষয়ে উভয় নেতা সম্মত হয়েছেন।

বিহারের কাটিহার থেকে পার্বতীপুর হয়ে আসামের বরানগর পর্যন্ত ৭৬৫ কেভির উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন নির্মাণের প্রকল্পে গতি সঞ্চারের কথা এতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে। নেপাল ও ভুটান থেকে ভারতের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ আমদানির প্রশ্নে বাংলাদেশের অনুরোধের কথাও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উল্লেখ মানে যে সম্মতি নয়, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা মোকাবিলায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে উভয় নেতা আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে এটি দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হবে। আসাম থেকে ত্রি-পুরায় জ্বালানি তেল ও লুব্রিকেন্ট পরিবহনের সুবিধা দেওয়ায় ভারত বাংলাদেশের তারিফ করেছে বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ আমদানি ও জ্বালানি তেলের পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আদৌ ছিল কি না, তা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞেরই প্রশ্ন আছে। প্রকৌশলী ও লেখক কল্লোল মোস্তফা সমকাল পত্রিকায় (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২) 'জ্বালানিতে ভারতনির্ভরতার লাভ-ক্ষতি' শিরোনামের নিবন্ধে হিসাব দিয়ে এর বিশদ তুলে ধরেছেন। তাঁর উদ্ধৃত হিসাবে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সামর্থ্য ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে, তার অনেকটাই (প্রায় ৪০ শতাংশ) এখন কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

ফলে কথিত ক্যাপাসিটি চার্জের কারণে বিপুল পরিমাণে টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। গত এক দশকে এ বাবদ খরচ হয়েছে ৯০ হাজার কোটি টাকা। ভারত থেকে আমদানিতে তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের বোঝা বাড়বে। একইভাবে তিনি দেখিয়েছেন যে পরিবহন খরচ কমানোর যুক্তিতে ভারত থেকে পাইপলাইনে যে দামে তেল আনা হবে, তার মোট খরচ অন্য দেশ থেকে আমদানি করা তেলের চেয়ে বেশি হবে। নিজেদের তেল পরিশোধনের ক্ষমতা না বাড়িয়ে এ ধরনের সংযোগে অর্থনৈতিক লাভ ভারতের বেশি।

ভারতের আরেক প্রতিবেশী নেপালের প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবা গত মার্চ মাসে দিল্লি ঘুরে এসেছেন। তাঁর ওই সফরেও আঞ্চলিক সংযোগের ধারায় বড় ধরনের সমঝোতা হয়েছে। তবে সেটা নেপালের পানিসম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও খরা মৌসুমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প। ওই সফরের পর গত জুন মাসে নেপালের মন্ত্রিসভা ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ন্যাশনাল হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার করপোরেশনকে পশ্চিম নেপালে ওয়েস্ট সেতি পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। ওই প্রকল্পে ১৯৪ মিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। প্রকল্পটি আগে চীনের থ্রি গর্জেস ইন্টারন্যাশনাল কর্পের (সিটিজি) করার কথা ছিল। কিন্তু কাঠমান্ডুতে প্রচণ্ড কুমার দাহালের মাওবাদী সরকার বদলের পর সে চুক্তি বাতিল হয়। গত মে মাসে এক নির্বাচনী সভায় প্রধানমন্ত্রী দেউবা জানান, ওয়েস্ট সেতি প্রকল্প ভারতকে না দিয়ে উপায় ছিল না। কেননা, ভারত চীনা বিনিয়োগের নেপালি প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ কিনবে না। নেপালের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ ভারত না কেনায় তাদের উৎপাদনক্ষমতার ৫০০ মেগাওয়াট অব্যবহৃত থেকে গেছে। নেপাল টাইমস-এ রমেশ কুমার লিখেছেন, ভূরাজনীতিই নেপালের পানি ও বিদ্যুতের গতিধারাকে পরিচালনা করছে।

নেপালে এখন বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে ১ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট, কিন্তু উৎপাদনক্ষমতা ২ হাজার ১০০ মেগাওয়াট। আগামী দুই বছরে তাতে যোগ হবে আরও ২ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। বৃহৎ প্রতিবেশীর ওপর জ্বালানিনির্ভরতা কতটা ঝুঁকির, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা নেপালের আছে। ২০১৫ সালে ছয় মাস জ্বালানি অবরোধের কারণে দেশটিকে কতটা ভুগতে হয়েছে, তা এ অঞ্চলের কোনো দেশেরই ভুলে যাওয়ার কথা নয়।

আঞ্চলিক সহযোগিতার নীতিতে বা চেতনায় বিচার করলে নেপালের উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বাংলাদেশের জন্য খুবই কাজের হতো। কিন্তু ভূরাজনৈতিক কারণে এখনই যে তা হচ্ছে না, সেটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। জ্বালানি খাতে ভারতীয় বিনিয়োগের আরেকটি অংশ হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ আদানির ভূমিকা। অবকাঠামো খাতে বন্দর থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ–সবকিছুতে তাঁর যে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হয়েছে, এর রাজনৈতিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট রাজাপক্ষের সময় সিলোন বিদ্যুৎ বোর্ডের একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি নিয়ে পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে তথ্য প্রকাশের পরিণতি কী হয়েছিল, তা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয়। হারেৎজ পত্রিকা খবর দিয়েছে, ইসরায়েলের একটি বন্দর পরিচালনার কাজের জন্য ভারতের সরকার আদানির হয়ে কীভাবে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশকে আদানি প্রকল্পের বিদ্যুতের জন্য কতটা বাড়তি টাকা গুনতে হবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছে।

ইউরোপের চলমান জ্বালানি-সংকট ও দক্ষিণ এশিয়ার নিকট অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তাই যে প্রশ্ন সবারই গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা প্রয়োজন, তা হলো সংযোগ বা কানেকটিভিটি যেন শুধু ক্ষমতাধরের ক্ষমতাকেই সমৃদ্ধ না করে। সেখানে ন্যায্যতা ও সমানুপাতিক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি।

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বেঁচে আছি, শোকর আলহামদুলিল্লাহ

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

এই পৃথিবীতে জীবন-মৃত্যু বা বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া সব কিছুই মহান আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরশীল। তিনি কখন কার মৃত্যু কোথায় লিখে রেখেছেন তা কেউ এক সেকেন্ড আগেও জানতে পারে না। তবুও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষায়, মানুষের জানমালের নিরাপত্তায় আধুনিক সরকারব্যবস্থায় নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেউ যদি কারো ওপর জুলুম করে রাষ্ট্র তার প্রতিবিধানে ব্যবস্থা করে। সেজন্য গড়ে তোলা হয়েছে পুলিশ বাহিনীসহ নানান আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আদালত। আদালতের রায়ে নির্যাতনকারী ব্যক্তির সাজা হয়, তাকে জেলদণ্ড দেয়া হয়। এভাবে সমাজ চলে। মানুষ যখন কোনো অন্যায়ের শিকার হয় তখন সে দ্রুত পুলিশের কাছে যায়। সরকার তো থাকে বহু দূরে। তাদের সাথে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। ফলে, পৃথিবীতেই বিচার পেতেই মানুষকে পুলিশের দ্বারস্থ হতেই হয়।

কিন্তু, সব ক্ষেত্রেই কি পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মানুষের বিপদের বন্ধু? তা কিছুতেই নয়। সরকার কিংবা পুলিশকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ইহলোকে যেমন ভুগতে হয় তেমনি পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা। সে শাস্তিদাতা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। পৃথিবীর শাস্তি থেকে কেউ কোনোভাবে নিস্তার পেলেও আল্লাহ তায়ালার শাস্তি থেকে নিস্তার নেই। যদিও তিনি পরম দয়ালু ও সর্বজ্ঞ। অধিকাংশ মানুষ এ কথা জানেন কিন্তু পরকালের ভয় তাদের ভীত করে না। পৃথিবীতে অপরাধ চলে আসছে এবং ধারণা করি, কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে অপরাধ, পাপাচার, শঠতা, বঞ্চনা, নিপীড়ন চলতেই থাকবে। মানুষ বিচার চেয়ে ক্লান্ত হয়ে যাবে। আর বিচার চাইতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে নানা ধরনের হেনস্তার শিকার হবে।

এরকম ঘটনা অহরহ ঘটছে। পুলিশ নাগরিকদের জিম্মি করে টাকা আদায় করছে। র‍্যাব পরিচয়ে তুলে নিচ্ছে প্রিয় স্বজনদের। টাকা দাবি করছে কিংবা একেবারেই গুম করে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গুম হওয়া পরিবারের সদস্যরা অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমবেত হচ্ছে। কেউ বলছে, আমার বাবাকে ফিরিয়ে দাও, কেউ বলছে, আমার সন্তানকে ফিরিয়ে দাও, যদি খুন করে থাকো, তবে তার লাশ ফিরিয়ে দাও। কোথায় কবর দিয়েছ জানাও। অন্তত কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যেন দোয়া করতে পারি। এর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতন কেন্দ্র 'আয়না ঘরের' খবরও ফাঁস হয়ে গেছে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই গুম খুনের প্রতিকার দাবি করছে।

কিন্তু, প্রতিকার তো দূরের কথা, আমার সন্তান হারিয়ে গেছে বা আমার সন্তানকে গুম করা হয়েছে এ অভিযোগ যারা করছেন তাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের কাছ থেকে এই মর্মে মুচলেকা নেয়ার চেষ্টা করছে যে, তাদের স্বজনরা আসলে গুম হয়নি, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে। অধিকাংশ পরিবারই এ ধরনের দলিলে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন তাদের পিতা-মাতা ও ভাইবোনদের ওপর নতুন নির্যাতন নেমে আসে। এই নির্যাতনের উদ্যোক্তা এখন রাষ্ট্র বা সরকার নিজেই। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা পিতার অপরাধে পুত্রকে, আর পুত্রের অপরাধে পিতাকে দোষী সাব্যস্ত করো না।' এ ছাড়া হজরত মুহাম্মদ সা: বিদায় হজের ভাষণেও একই কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি সাংবাদিক কনক সারোয়ারের অনুষ্ঠানমালা সরকারের পছন্দ হয় না বলে বাংলাদেশে অবস্থানরত তার বোনকে সরকার আটক করেছে। একইভাবে যুক্তরাজ্য প্রবাসী রাষ্ট্রপতি ইয়াজুদ্দিনের উপ-প্রেস সচিব সামসুল আলম লিটনের বক্তব্য সরকারের পছন্দ হয়নি বলে বাংলাদেশে তার ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। এটি নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও সরকার এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের বিপদে-আপদে কার্যত কোনো আশ্রয় নেই। মানুষ সাধারণত এসব বিপদে পুলিশের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিকারের আশা খুবই কম। পুলিশ পারত পক্ষে মামলা গ্রহণ করে না। ঘুরায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকোচ দাবি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার করে বিদায় করে দেয়। মামলা গ্রহণ করা মানে কাজ করা। যেহেতু সরকারের অতি প্রিয়, আর পুলিশের ধারণা তারাই এ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। সুতরাং কাজ কেন তারা করবে? যেভাবেই হোক তারা শুধু টাকা বানাবে। সেজন্যই পুলিশ মাঝে মধ্যেই ধরাও পড়ে। শাস্তি যেটুকু হয় তা অতি নগণ্য। শাস্তির নাম প্রত্যাহার।

এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের বিপদে-আপদে কার্যত কোনো আশ্রয় নেই। মানুষ সাধারণত এসব বিপদে পুলিশের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিকারের আশা খুবই কম। পুলিশ পারত পক্ষে মামলা গ্রহণ করে না। ঘুরায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকোচ দাবি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার করে বিদায় করে দেয়। মামলা গ্রহণ করা মানে কাজ করা। যেহেতু সরকারের অতি প্রিয়, আর পুলিশের ধারণা তারাই এ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। সুতরাং কাজ কেন তারা করবে? যেভাবেই হোক তারা শুধু টাকা বানাবে। সেজন্যই পুলিশ মাঝে মধ্যেই ধরাও পড়ে। শাস্তি যেটুকু হয় তা অতি নগণ্য। শাস্তির নাম প্রত্যাহার।

এখন বাংলাদেশের নাগরিকদের বিপদে-আপদে কার্যত কোনো আশ্রয় নেই। মানুষ সাধারণত এসব বিপদে পুলিশের কাছে ছুটে যায়। কিন্তু সেখানে প্রতিকারের আশা খুবই কম। পুলিশ পারত পক্ষে মামলা গ্রহণ করে না। ঘুরায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকোচ দাবি করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহার করে বিদায় করে দেয়। মামলা গ্রহণ করা মানে কাজ করা। যেহেতু সরকারের অতি প্রিয়, আর পুলিশের ধারণা তারাই এ সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। সুতরাং কাজ কেন তারা করবে? যেভাবেই হোক তারা শুধু টাকা বানাবে। সেজন্যই পুলিশ মাঝে মধ্যেই ধরাও পড়ে। শাস্তি যেটুকু হয় তা অতি নগণ্য। শাস্তির নাম প্রত্যাহার।

অর্থাৎ কিছু দিন পুলিশ সদর দফতরে তাদের বসিয়ে রেখে আবার কোথাও না কোথাও পোস্টিং দেওয়া। এগুলো ডাল-ভাত। ফলে, পুলিশ বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভেতরে দুর্নীতি সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। এদের অধিকাংশই দলীয় কর্মী। ফলে, বিরোধী দলের মিছিল মিটিং-এ তারা একেবারে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গুলি চালায়। সরাসরি মুখ বরাবর কিংবা বুকে। গত কয়েক দিনেই এ রকম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিএনপি কর্মী হত্যায় বিএনপির লোকরাই দায়ী- এমন স্টেটমেন্ট আদায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি ক'দিন আগে মুন্সীগঞ্জে গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। শাওনের বাবা নয়া পল্টনের সমাবেশে হাজার হাজার মানুষের সামনে বলেছেন, পুলিশ তাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছে যে, বিএনপির লোকদের ইটের আঘাতেই শাওনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া, শ্লীলতাহানির শিকার নারীরা পুলিশের কাছে বিচার চাইতে গিয়ে আরেক দফা শ্লীলতাহানির স্বীকার হয়েছেন, এমন অভিযোগও কম নয়।

সুতরাং পুলিশের কাছ থেকে আর বেশি কী আশা করা যায়? এখানে মৃত্যু অবিরাম হানা দিচ্ছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর রাতে ভৈরব থেকে ঢাকায় আসার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হন একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্তা আল মামুন। ভৈরব থেকে তিনি একটি প্রাইভেট কারে ঢাকা আসছিলেন। সেটি ছিল যাত্রীবাহী। গাড়িটি নরসিংদী আসার পর গাড়িতে থাকা ডাকাত দলের সদস্যরা তার হাত-পা ও চোখ বেঁধে ফেলে। তারা তার গলায় ছুরি ধরে পকেট থেকে মুঠোফোন ও মানিব্যাগ কেড়ে নেয়। মানিব্যাগে ব্যাংকের কার্ড ছিল। ডাকাতরা হত্যার হুমকি দিয়ে আল-মামুনের কাছ থেকে গোপন নম্বর নিয়ে নরসিংদীতে ডাচবাংলা ব্যাংকের বুথ থেকে দু'দফায় এক লাখ ৫১ হাজার টাকা তুলে নেয়। এক পর্যায়ে তার পকেটে ২০০ টাকা দিয়ে তারা আল মামুনকে বাবুরহাট এলাকার একটি হোটেলের সামনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়। ছিনতাইকারীরা যখন তাকে রাস্তায় ফেলে দেয়, তখন গভীর রাত। তিনি কাছের একটি বাজারে গিয়ে এক নিরাপত্তা কর্মীর মুঠোফোন থেকে ৯৯৯-এ কল করেন।

এরপর নরসিংদী সদর ও মাধবদী থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। দুই থানার সদস্যরা কথা বলে তাকে মাধবদী থানায় নিয়ে যান। কিন্তু থানা তার অভিযোগ না নিয়ে, তাকে ঢাকার একটি বাসে তুলে দেন।

ঘটনার চার দিন পর এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ নিয়ে তিনি আবার নরসিংদী থানায় যান। আল মামুন জানান, 'অভিযোগ দেখে নরসিংদী সদর থানার ওসি বলেন, আপনি ব্যাংকে চাকরি করেন, এই ভুল কেমনে করলেন? বেঁচে আছেন শুকরিয়া করে চলে যান।

আল মামুন জানান, ৯৯৯-এ ফোন করলে মুঠোফোন কনফারেন্সে তার সাথে মাধবদী থানা ও নরসিংদী থানা পুলিশ সদস্যদের কথা বলিয়ে দেয়া হয়। আর কাছাকাছি সময়ে এই দুই থানার পুলিশ তার কাছে ছুটে আসে। তারা তাকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মাধবদী থানায় নিয়ে যান। আল মামুন বলেন, থানায় যাওয়ার পর পুলিশ আমার অভিযোগ না নিয়ে বলেন, ঘটনাস্থল তাদের এলাকায় নয়। তখন আমি পুলিশকে বলেছিলাম, এখন অনেক রাত, আমাকে থানায় থাকতে দিন, সকালে চলে যাব। কিন্তু পুলিশ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ১০০ টাকা দিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে দেন। আল মামুন এর দু'দিন পর নরসিংদী পুলিশ সুপারকে ঘটনাটি খুলে বলেন। পুলিশ সুপার তাকে থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে বলেন। পরদিন লিখিত অভিযোগ নিয়ে তিনি নরসিংদী থানায় যান। তখন ওসি তাকে শুকরিয়া করার পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি কিশোরগঞ্জের ভৈরব থানায় যেতে বলেন। এ বিষয়ে ওসি ফিরোজ তালুকদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ঘটনাটি শুরু হয়েছে ভৈরব থানা এলাকা থেকে আর যেখানে তাকে ফেলে রেখে গেছে সেটা মাধবদী থানা এলাকায় পড়ে। এ জন্য অভিযোগ রাখা হয়নি।

এ রকম আজব সেবাই আমরা পুলিশের কাছ থেকে পেয়ে থাকি। এই যে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত এখানে বেঁচে থাকা, প্রতিটি মানুষকে শুকরিয়া আদায় করতে হয়। কখন কোথায় কিভাবে সে 'নাই', হয়ে যাবে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। আর তাই নরসিংদী থানার ওসি ফিরোজ তালুকদারের কথাই সত্য- বেঁচে যে আছি, সে তো আল্লাহ তায়ালার রহমত। তার কাছে হাজার শুকরিয়া।'

লেখক : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

ইউক্রেন: ইইউ নেতাদের অবস্থানে ভুগছে জনগণ

রাচেল মার্সদেন

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদরদপ্তর। ইইউ নেতারা ব্রাসেলসের পর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে তাঁদের মঞ্চ বানিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা পশ্চিমা যুদ্ধের পক্ষে কথা বলেছেন। তাঁরা শান্তির নামে বিশ্বকে যুদ্ধে নামিয়ে দিয়েছেন অথচ ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ এমনটি সমর্থন করে না। নেতাদের ইচ্ছার বিপরীতে সাধারণ ইউরোপীয়রা মনে করে, ইউক্রেনের জন্য প্রয়োজনে কিছু ত্যাগ করে শান্তি ফেরানো উচিত। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্দীপিত এই সংঘাতে আর যাই হোক, ইউক্রেনের মানুষ কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাধারণ নাগরিকদের জন্য এটি উদ্বেগের বিষয়। নিত্যদিনের সংগ্রামের বিপরীতে মূল্যবোধের সবক তাদের কোনো কাজে আসছে না। তাদের নেতারা খরচ করে যাচ্ছেন বটে কিন্তু তাতে নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। যদিও তাদেরই পকেট খালি হচ্ছে। এ বিষয়টিই ইউক্রেনে অন্তহীন সংঘাতের কারণ। দেশ হিসেবে ইউক্রেন কুখ্যাতভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত।

এই সপ্তাহে জাতিসংঘে বক্তৃতায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ইউক্রেন যুদ্ধের বাইরে অবস্থানরত দেশগুলোর জন্য বলেছেন, আজ যারা নীরবতা পালন করছে তারা নতুন সাম্রাজ্যবাদের কারণেই হয়তো নীরব রয়েছে। মাখোঁ এর পর অন্যায়ের অনুভূতি নিয়ে যেন বলেছেন, যারা খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ার নির্বিশেষে মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণে মাশুল দিচ্ছে তাদের এ পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তবে বার্তা স্পষ্ট- সাধারণ নাগরিকদের ওপর পশ্চিমা অভিজাতদের দ্বারা চাপানো এ বিষয়টিকে একটি সত্যের মোড়কে আবৃত করা হয়েছে এবং নৈতিকতার বয়ানে চালানো হয়েছে। নাগরিকরা এসব আগে থেকেই শুনে আসছে করোনার কারণে বিধিনিষেধ কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আইনের মাধ্যমে। কিন্তু এখন তার পূর্ণাঙ্গ রূপ বাস্তবায়িত হচ্ছে ইউক্রেন-এর নামে।

এখানে বিস্মিত হওয়ার সুযোগ সামান্যই যে, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ মূলত গ্লোবাল সাউথ বা লাতিন আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলকে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যারা মূলত রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বাইরে রয়েছে। অথচ এ অঞ্চলের মানুষ মূলত তাদের নাগরিকদের কল্যাণেই কাজ করছে। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত নয়। গ্লোবাল সাউথ অঞ্চলের মানুষদের চিন্তাধারা হলো, নিজেদের দেশ ও মানুষের আরও সমৃদ্ধি আনয়ন। একেই ইউরোপীয়রা দেখছে নিজেদের ঝুঁকি হিসেবে! কারণ ইউরোপীয়দের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় করের হার বাড়ছে। তাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ এবং তাঁর সহকর্মী ইউরোপীয়



ইউনিয়নের নেতারা সবাই এখন ডুবন্ত নৌকায় রয়েছেন। ইউক্রেন যদি এখন বিশ্বের জন্য সমস্যা হয়ে থাকে, সেটি শুধু পশ্চিমা বিশ্বের কারণে।

ইউক্রেনে হামলা চালানোর কথা বলে ইতোমধ্যে রাশিয়ার ওপর নানা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেইন। তিনি বলেন, আমি এটি স্পষ্ট করে দিতে চাই- এই নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এই সময়টা আমাদের সংকল্প দেখানোর; সন্তুষ্টি দেখানোর নয়। অধিবেশনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান জানান, তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করতে কিয়েভ যাবেন। এ সপ্তাহে মেক্সিকো সিটিতে সফরে গেছেন জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ওয়াল্টার স্টেইনমেয়ার। রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে অস্বীকার করার কারণে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস মানুয়েল লোপেজকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। এটি জার্মানির জন্য খারাপ বিষয় যে, মেক্সিকো তাদের শিকারের বাইরে চলে যাচ্ছে। অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন রয়েছে বলেই তারা জার্মানিকে গ্যাস সহযোগিতা চুক্তির কথা বলেছে। যদিও আগামী কয়েক বছরেও গ্যাসের এ চুক্তি বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনা নেই। গ্যাস সংকটের কারণে জার্মানিতে বিশিল্পায়ন হচ্ছে। সেখানে রেশনিং করতে হচ্ছে। এবং দেশটি তার গ্যাস কোম্পানি ইউনিপারকে জাতীয়করণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ইতোমধ্যে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শুলজ তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ, ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক পশ্চিমাদের এড়িয়ে রাশিয়া-চীন নেতৃত্বাধীন সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা এসসিওতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। সেটা হলে দেশটি পশ্চিমাদের বাইরেও তার স্বার্থ আরও সম্প্রসারিত করে এবং তার ওপর যে কোনো চাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। শুলজ বলছিলেন, এ বিষয়টিতে তিনি একেবারেই বিরক্ত। তবে তিনি এটাও বলেছেন, শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে একমত হওয়া জরুরি যে, স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সফল হবে বলে মনে হয় না। অন্য কথায় তিনি বলেছেন, আমি বিষয়টি পছন্দ করি না। তবে যতক্ষণ না আপনি পশ্চিমা আদর্শের জাহাজকে ডোবানোর বিষয় থেকে সরে না আসছেন ততক্ষণ তা সমর্থনযোগ্য নয়।

তবে জার্মান চ্যান্সেলরের উচিত ছিল সাধারণ জার্মানদের কথা চিন্তা করা। সাধারণ জার্মানরা এটা নিয়ে বিরক্ত যে, চ্যান্সেলর তাদের দেশের নিজস্ব জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। তিনি অধিক জ্বালানি সরবরাহ বন্ধে অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ নিচ্ছেন। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজও এই সপ্তাহে জাতিসংঘের অধিবেশনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিযোগ নিয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভদ্মাদিমির পুতিন জ্বালানিকে ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন।

বাস্তবে এরা হলো ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণি, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যাদের নীতি নাগরিকদের নানা সমস্যায় ফেলছে, যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মানুষ এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়- সংকট আসলে পুতিনের হাতেই তৈরি। তবে সেখানে সাম্প্রতিক নির্বাচনের যে ধারা দেখা যাচ্ছে, তাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থানের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিচ্ছে। যদি মানুষের ইচ্ছা এভাবে অগ্রাহ্য করে তবে তাদের জানা উচিত, এটি তাদের রাজনৈতিক সত্তাকেই ধ্বংস করবে।

রাচেল মার্সদেন: প্যারিসভিত্তিক কানাডিয়ান রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক; আরটি ডটকম থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট,
কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী,
ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট
সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC
Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently
Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

পুরানের দিন নেই, সুধা লুটে অমরত্ব মেলে না

মুজতাহিদ ফারুকী

বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের একজন অর্থমন্ত্রী ছিলেন যিনি তার অপছন্দের যেকোনো বিষয়কেই বোগাস ও রাবিশ বলতেন। ব্যাংকের চার হাজার কোটি টাকা লোপাট করার কেলেঙ্কারি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, অঙ্কটা এমন কিছু বড় নয়। বছর দশেক আগের ঘটনাটা অনেকের মনে থাকতে পারে। কেউ হয়তো ভুলেছেন। ভুয়া ঋণ ও এলসির মাধ্যমে ব্যাংকের অর্থ লোপাটের ওটাই সম্ভবত প্রথম দিককার ঘটনা। এর পর আর কেলেঙ্কারির আর কোনো শেষ থাকেনি।

রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্কসহ ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে মামলাও হয়নি। গ্রেফতারও না। বলা হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বলেছেন ওই অর্থমন্ত্রীই। তীব্র সমালোচনার মুখে অবশেষে আইনি ব্যবস্থা ইত্যাদি নেয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়েছেন। বলেছেন, ওই বক্তব্যের জন্য আমি দুঃখিত। ওই বক্তব্য থেকে এটি মনে হতে পারে যে, দুর্নীতি-পরায়ণদের উৎসাহ দেয়া বা সহায়তা করার জন্য এটি বলা হয়েছে। মন্ত্রী মহোদয় অপরাধীদের প্রসঙ্গে এমনো বলেছিলেন, 'এ ঘটনার সাথে যারা জড়িত তারা দুষ্টু।'

শব্দটি লক্ষ করার মতো, 'দুষ্টু'। যেন মা তার দুরন্ত ছেলের প্রসঙ্গে বলছেন, বাবাটা এমন দুষ্টু হয়েছে, ওর দস্যিপনায় আর পারা যায় না! এমন প্রশ্রয়ের বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে, নাকি চার হাজার কোটি টাকা কোনো ব্যাপার না শুনে আশকারা পেয়ে, আমাদের জানা নেই, অনতি পরেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাণ্ডার লুট হয়ে যায়। 'দুষ্টু'রা এবার আর ঋণ বা এলসির মতো জটিল তরিকায় যায়নি। অনলাইনে কাজ সেরে নিয়েছে।

এ ঘটনায় গভর্নরকে বলি হতে হয়েছে, কিন্তু মন্ত্রী বহাল থেকেছেন। তিনি তদন্ত করেছেন। বলেছেন, ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লোকজন জড়িত। কিন্তু তিনি অন্তত গোটা ছয়েক দেশী-বিদেশী তদন্ত রিপোর্টের একটিও প্রকাশ করেননি বা করতে দেননি। কাকে কী শাস্তি দিয়েছেন তা-ও অজানা। এসব ঘটনার ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। দুর্বৃত্তদের কাছে বার্তা গেছে, ম্যানেজ করতে পারলে কোনো অপরাধই শাস্তিযোগ্য নয়। অতএব....

এই বার্তা যে ভুল ছিল না তা পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থিক খাতের ঘটনাবলি সম্পর্কে যারা সামান্যও খোঁজ-খবর রাখেন তাদের জানতে বাকি নেই। একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকে ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা নানা কায়দায় লোপাটের ঘটনা। ঘটতে থাকে বিপুল পরিমাণ টাকা তসরুফ ও বিভিন্ন কায়দায় নয়ছয় করার ঘটনা। নয়ছয় চলে সরকারি কেনাকাটায়, প্রকল্পে এবং প্রকল্পের বাইরে। বালিশকাণ্ডের মতো হাজার হাজার কাণ্ড-কারখানা আমাদের জানা। এসবের পেছনে আছেন সরকারি বড় ছোট নানা মাপের আমলা অফিসাররা। কত টাকা এভাবে লোপাট হয়েছে, কত টাকা সাহেব সুবার পকেটে গেছে তার কোনো হিসাব নেই। ব্যাংকের ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করাও অর্থ লোপাটের আরেক বড় কায়দা। তাতেও সরকারের প্রশ্রয়দানের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় ঋণখেলাপিদের বারবার বিশেষ সুবিধা দেবার ঘটনায়।

গত ১৪ বছরে দেশ থেকে পাচার হয়েছে 'মাত্র' সাড়ে ছয় লাখ কোটি টাকা। এই তথ্য কতটা যথার্থ বা অতিরঞ্জিত আমাদের জানা নেই। তবে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলার অনেক সূত্রেই দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। বাংলাদেশের ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এমনটাই বলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট (জিএফআই) বলেছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে সাত দশমিক ছয় বিলিয়ন (৭.৫৩) ডলারের সমান টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে ২০১৬ থেকে পরবর্তী সময়ে।

এই অর্থ পাচার কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। একেকজন মন্ত্রী, নেতা, পাতিনেতার যদি এত বেশি টাকা হয়ে যায় যে, দেশের ব্যাংকে বা অন্য কোথাও রাখতে গেলে মন্দ লোকের নজর এড়ানোর উপায় থাকে না; তখন তাকে টাকাটা বিদেশে নিতেই হয়। না নিয়ে, উপায় কী!

বাংলাদেশে এখন তো আর টাকা চুরি হয় না। যা হয় সেটাকে চুরি বলার উপায় নেই। কারণ পুরোটাই প্রায় প্রকাশ্যে ঘটছে। পত্র-পত্রিকায় খবর বেরুচ্ছে, লোকে জানছে। ফলে পুকুরচুরি ইত্যাদি পুরনো শব্দ এখানে মানানসই নয়। এখনকার চুরি এতই বড় মাপের যে, পুকুরের উপমায় ঠিকঠাক ধরছে না। আমরা বরং এটিকে সাগর মহাসাগর লোপাটের সাথে তুলনা করতে পারি। বলতে পারি সাগর, মহাসাগর চুরি।

কিন্তু এখানেও একটি সমস্যা আছে। পুকুরের সাথে চুরি শব্দটা গেলেও, সাগরের সাথে ঠিক যেন খাপ খায় না। যারা সাগরচুরি করতে পারে তাদের সক্ষমতা এতই বিশাল যে, এর জন্য তাদের রীতিমতো মর্যাদা দিয়ে, সমীহ করে কথা বলতে হয়। বহু বছর আগে বিজ্ঞ ভাবুকেরা তেমনটাই বলে গেছেন। তারা বলেছেন, সমুদ্রের সুধা আহরণ করতে হলে তাকে মন্থন করতে হয়। আর সেটা করবেন দেবতা অসুর সবাই মিলে। সমুদ্র মন্থনে সুধা বা অমৃতসহ যা কিছু পাওয়া যাবে সবাই ভাগ করে নেবে। সমুদ্র মন্থনে পাওয়া অমৃতের ভাগ থেকে অসুরদের বঞ্চিত করার কুমতলব যে নারায়ণের ছিল সেটা সবাই জানত না। এদিক থেকে বাংলাদেশের নারায়ণেরা ভালো। তারা কাউকেই বঞ্চিত করতে চান না। শুধু নিজেরা বাঁচলেই খুশি।

আজকের বাংলাদেশ সম্ভবত একটি অরক্ষিত পৌরাণিক সমুদ্রই। দেবতা আর অসুরেরা মিলে সেই সমুদ্র মন্থনে লেগেছে। যত সুধা আছে, সব তুলে নিচ্ছে যার যেমন ইচ্ছা।

জবাবদিহির তেমন বালাই নেই। সরকারি প্রকল্প নাও, গাড়ি কেনো, টাকা বানাও। এটাই এখন দস্তুর। একটি প্রকল্প নিয়ে তার মেয়াদ বাড়ালেই ব্যয়ও কয়েক গুণ বাড়ানো সম্ভব। আর তাতে আরো বেশি অর্থের নয়ছয় করার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। এটিই এখন প্রায় শতভাগ সরকারি প্রকল্পের ভাগ্য। মেগা প্রকল্প তো বটেই, ছোটখাটো প্রকল্পের ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটছে।

সরাসরি সরকারি প্রকল্পে এমন উদাহরণ অসংখ্য যেখানে সন্দেহ করার কারণ আছে যে, জনস্বার্থে নয় বরং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বার্থে সেটি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা। যেমন, এক হাজার ২২৪ কোটি টাকায় সারা দেশে যে ৪৭০টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে জনস্বার্থ কতটা জড়িত, সংশয় জাগে। কেন সংশয়?

একটি দৃষ্টান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য নির্মিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল। প্রায় দেড় বছর আগে হলের নির্মাণকাজ শেষ হয়। দুই দফায় কেনা হয় প্রায় ৪০ লাখ টাকার আসবাবপত্র। কিন্তু হলটি চালু করা যায়নি। কারণ কর্তৃপক্ষ এখনো হলের নীতিমালাই ঠিক করতে পারেননি। কারা এখানে থাকবে, কিভাবে থাকবে, ঠিক করা হয়নি। তাই ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হলটি অব্যবহৃত পড়ে আছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ছয় হাজার ছাত্রী আবাসন সুবিধার বাইরে। তাদের বেশির ভাগই ক্যাম্পাসের আশপাশে ও শহরে মেস বা কটেজ ভাড়া করে থাকেন। তাদের গুনতে হয় বাড়তি খরচ। সেই চাপটা পড়ে অভিভাবকের ওপর। এখানে দুর্নীতি হয়েছে বা অর্থের অপচয় হয়েছে সেটি বলা উদ্দেশ্য নয়। এটি হলো অপরিকল্পিত প্রকল্পের দৃষ্টান্ত।

৪৭০টির মধ্যে এখন পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে ৪০৬টি। কিন্তু একটি ভবনও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কাছে হস্তান্তর করা যায়নি। দেশের কোথাও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত কমিটিই নেই। কোটি কোটি টাকায় নির্মিত ভবনগুলো তালাবদ্ধ পরিত্যক্ত স্থাপনার মতো পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো ভবনে সন্ধ্যার পর সমাজবিরোধীদের আড্ডা বসে, এমন খবরও জানা যায় গণমাধ্যমের সূত্রে। মুক্তিযুদ্ধের অগ্রনায়ক দলের সরকার ক্ষমতায় থাকতে দেশের কোথাও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত কমিটি না থাকা বিস্ময়কর। তার চেয়েও বিস্ময়কর হলো, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যকর করায় উদ্যোগহীনতা।

জনগণের বিপুল অর্থ পানিতে ফেলার এই আয়োজন দেখা যায় অনেক প্রকল্পেই। প্রকল্প নিয়ে কোটি কোটি টাকায় ভবন বা কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে সেগুলো উন্নয়নের চোখ ধাঁধানো দৃষ্টান্ত বলে মনে হবে। কিন্তু ভেতরে শূন্য, ফাঁপা। উদাহরণ, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রায় ১৩০ কোটি টাকার সুইমিংপুল প্রকল্প। একটি সহযোগী দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী, এরই মধ্যে নির্মিত ২২টি সুইমিংপুলের ১২টিই নানা কারণে বন্ধ এবং অব্যবহৃত। ১০টি কোনোরকমে চালু আছে। মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের প্রকল্প ছাড়াও বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পে একই প্রবণতা কাজ করেছে বলে মনে হয়। নির্মাণ ও উদ্বোধনের পর একদিনও চালু করা যায়নি এমন সুইমিংপুলের সংখ্যাও অনেক। অনেক সুইমিংপুলেই পানি নেই, কোথাও পানি থাকলেও তা ব্যবহার উপযোগী নয়। কোথাওবা পুল চালু রাখার ব্যয় বহনের সমস্যা। মোট কথা, প্রত্যেকটি সুইমিংপুলের নির্মাণ কাজে কোনো না কোনো বড় সমস্যা আছে এবং এসব সমস্যার জন্য ঠিকাদারের বিল পরিশোধ আটকে থাকেনি। দলীয় ঠিকাদারদের সুবিধা দিতে এই প্রকল্প নেয়া হয়, এমন যদি কেউ সন্দেহ করেন, খুব কি অমূলক হবে?

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রকল্পেও এমন ঘটনা কম নয়। অনেক এমন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে যেগুলো সময়মতো সম্পন্ন হবার পরও অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে বছরের পর বছর। ফলে কোটি কোটি টাকার অপচয় ঘটছে। জনগণের অর্থ পানিতে ফেলা হচ্ছে।

একটি দৃষ্টান্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য নির্মিত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল। প্রায় দেড় বছর আগে হলের নির্মাণকাজ শেষ হয়। দুই দফায় কেনা হয় প্রায় ৪০ লাখ টাকার আসবাবপত্র। কিন্তু হলটি চালু করা যায়নি। কারণ কর্তৃপক্ষ এখনো হলের নীতিমালাই ঠিক করতে পারেননি। কারা এখানে থাকবে, কিভাবে থাকবে, ঠিক করা হয়নি। তাই ১৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হলটি অব্যবহৃত পড়ে আছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ছয় হাজার ছাত্রী আবাসন সুবিধার বাইরে। তাদের বেশির ভাগই ক্যাম্পাসের আশপাশে ও শহরে মেস বা কটেজ ভাড়া করে থাকেন। তাদের গুনতে হয় বাড়তি খরচ। সেই চাপটা পড়ে অভিভাবকের ওপর। এখানে দুর্নীতি হয়েছে বা অর্থের অপচয় হয়েছে সেটি বলা উদ্দেশ্য নয়। এটি হলো অপরিকল্পিত প্রকল্পের দৃষ্টান্ত।

এমন দৃষ্টান্ত একটি নয়, ভূরি ভূরি। বগুড়ার সরকারি আযীযুল হক কলেজে ছাত্রীদের আবাসন সুবিধা বাড়াতে নতুন একটি হল নির্মাণ করা হয় ২০১৮ সালে। পাঁচ কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হলটিও পড়ে আছে। ছাত্রীরা নয়, ভবনের বিভিন্ন কক্ষে সপরিবারে বসবাস করছেন কলেজের কর্মচারীরা। এখানেও একই কারণ। হল চালু করতে আরো যা যা দরকার কর্তৃপক্ষ সেগুলো সম্পন্ন করে উঠতে পারেননি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি প্রশাসনিক ভবন থাকার পরও নতুন করে আরেকটি ভবন তৈরির প্রকল্প নেয়ার কী কারণ থাকতে পারে তা সম্ভবত পাঠক বুঝতে অপারগ নন।

গত কয়েক বছরে দেশে এমন অসংখ্য প্রকল্পের উদাহরণ তৈরি হয়েছে যেগুলো অপরিকল্পিতভাবে, কোনো রকম সমীক্ষা ছাড়াই নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত অকার্যকর অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে। এর কারণ, প্রকল্প গ্রহণের সময় কর্তাদের মাথায় এর উপকারভোগীদের স্বার্থের বিষয়টি থাকে না। থাকে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের স্বার্থচিন্তা। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় ঠিকাদার, দলীয় সরবরাহকারী এদের কথাও মনে রাখতে হয় বড় কর্তাদের। সবাই বাঁচলে তবেই না দল বাঁচবে!

বর্তমানে দেশ যে বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সঙ্কটে পড়েছে, অর্থনীতির গতি যেভাবে মন্থর হয়ে আসছে তা কিন্তু স্বস্তিকর নয়। উন্নয়নের নামে অনাবশ্যক অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার এখনই সময়।

আবারও মহাভারতের কথা তথা সমুদ্র মন্থনের প্রসঙ্গে আসি। অসুরদের সাথে যুদ্ধে হেরে দেবতারা যখন স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হন, তখনই বাঁচার উপায় বাতলেছিলেন নারায়ণ। কী সেই উপায়? সেটি হলো- দেবতারা যদি অমর হতে পারেন তবেই তারা স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবেন। আর অমর হবার জন্য দরকার সুধা বা অমৃত, যা আছে সমুদ্রগর্ভে। কিন্তু এখন মহাভারতের যুগ নয়, গণতন্ত্রের যুগ। সুধা যতই খান, অমরত্ব অধরাই থাকবে। কারণ, এ যুগে অমরত্বের অন্য দাওয়াই আছে।

চিন্তাঋদ্ধতার সংকট ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব

(১২ পাতার পর)

সহজ নয়, কিন্তু এমন মানসিকতার মাধ্যমে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক দিক টিকিয়ে রাখা সম্ভব। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির দাপটে পুরোনো সময়ের হারিয়ে যাওয়া উপকারী দিকও টিকিয়ে রাখা বা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে তা করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আন্তরিকভাবে।

সাংবাদিকতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লাগসই কথা- সাংবাদিকরাই জনগণের চোখ এবং কান। মানুষ যেহেতু নানা ঘটনা সমবপর্কে জানতে পারে সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম থেকেই; মানুষের ভাবনা এবং রুচি প্রভাবিত করার সুযোগও তৈরি হয় সংবাদপত্রের জন্য। আমাদের দেশে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন সংবাদপত্র জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরির জন্য ভূমিকা পালন করেছে।

সংবাদপত্রের সাহসী ভূমিকা আমরা দেখেছি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশেও। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকেই ধীরে ধীরে ভোগবাদের প্রতাপ বাড়তে থাকা পরিবেশে আদর্শবাদিতার পরিবর্তে ভোগবাদী আচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার যে প্রবণতা সমাজে তৈরি হয়েছে, সেখানে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে জনগণের মধ্যে প্রখর সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সুরুচি সৃষ্টি করার উদ্যোগ। জনগণ তখনই সমাজে নানা শোষণমূলক আর ক্ষতিকর দিক কেন টিকে আছে তা নিয়ে প্রশ্ন করবে; তা নির্মূল করার জন্য সমবেত হবে যখন তাদের মধ্যে থাকবে চিন্তাশীলতা। চিন্তাশীল মানুষই কদর করে গভীরতার।

সংবাদমাধ্যমের নীতি যদি ভোগবাদী মূল্যবোধ দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়, তখন সমাজে তৈরি হবে চিন্তাশীলতার সংকট। তথ্যের প্রাচুর্য আমরা দেখব, কিন্তু সেই প্রাচুর্যে থাকবে না জ্ঞান আর প্রজ্ঞা। আমাদের দেশে সমাজ আর সংস্কৃতির বর্তমান রূপ আর বহু মানুষের আচরণ কোন পরিস্থিতি নির্দেশ করছে, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া সংক্ষিপ্ত স্ট্যাটাস আপডেট যা চাইলেই মুছে ফেলা যায়, আর তীব্র প্রতিবাদের চেয়ে চটকদার প্রদর্শনীর সঙ্গেই যার সাদৃশ্য বেশি; রাজপথে প্রতিবাদের জন্য করা সেই ফ্ল্যাশ মব্ মানুষকে গভীরতা এবং স্থায়ত্বের অনুভূত দেয় না। এমন অনুভূতি পাওয়া যায় মুদ্রিত কোনো সংবাদপত্র এবং বইয়ে, যার মধ্যে আছে স্থিরতা এবং দায়িত্বশীলভাবে তথ্য উপস্থাপনের প্রয়াস, যা সময় নিয়ে বারবার পড়ে কোনো দিক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা যায়। বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা আর ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে বিনোদনে উপভোগের ঝোঁক। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে মুদ্রিত সংবাদপত্র যদি হাল ছেড়ে দিয়ে চিন্তাঋদ্ধতা সৃষ্টির দায়িত্বে অবহেলা করে, সমাজ উপকৃত হবে না। মুদ্রিত সংবাদপত্রে যুক্ত করতে হবে এমন উপাদান, যা অন্য কোনো মাধ্যমে নেই। সেই উপাদানই প্রাধান্য দিতে হবে, যা পাঠকের মনে তৈরি করবে সুরুচি এবং সামাজিক সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করার আগ্রহ।

সংবাদমাধ্যমের নীতি যদি ভোগবাদী মূল্যবোধ দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়, তখন সমাজে তৈরি হবে চিন্তাশীলতার সংকট। তথ্যের প্রাচুর্য আমরা দেখব, কিন্তু সেই প্রাচুর্যে থাকবে না জ্ঞান আর প্রজ্ঞা। আমাদের দেশে সমাজ আর সংস্কৃতির বর্তমান রূপ আর বহু মানুষের আচরণ কোন পরিস্থিতি নির্দেশ করছে, তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ওদৈনিক সমকাল ১৮ বছরে পা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে সংবাদপত্রটিকে জানাই শুভেচ্ছা। অগণিত পাঠকের মনে চিন্তাঋদ্ধতা আর সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ করার দায়িত্ব সংবাদপত্রটি সফলভাবে পালন করুক- প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এ প্রত্যাশাই করি।

ড. নাদির জুনাইদ: অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের ঐক্যের আহ্বান



















(শেষের পাতার পর)

চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উজেলার সন্তান। দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক প্রবাসী। নানা ঘাত পেরিয়ে, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী বাংলাদেশী। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সার্ভিসের অগ্রজ, কমিউনিটি সেবার পাশাপাশি মূলধারায় সম্পৃক্ত। ডেমক্র্যোট বাংলাদেশী হিসেবে কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার। বাংলা সিডিপ্যাপ আর অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও। যার মনপ্রাণ জুড়ে দেশপ্রেম আর 'লাল-সবুজ' এর বাংলাদেশ। শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে আয়োজিত এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে জানালেন- 'অনেক হয়েছে। এখন সময় এসেছে মাতৃভূমি বাংলাদেশকে কিছু দেয়ার, ঋণ শোখ করবার।' বললেন- বাহান্নর ভাষা আন্দোলন আর একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম অগ্রনী সৈনিক দেশের ছাত্র সমাজ। আমরাও যার অংশিদার। আর এই সংগ্রামী ছাত্রসমাজের অনেকেই আজ প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত। আরো বললেন- প্রবাসের সকল এলামনাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্ল্যাটফর্মে আসতে পারি তবেই দেশের জন্য, 'জাতির মেরুদন্ড' দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমরা কিছু করতে পারবো, অবদান রাখতে পারবো। এই কাজ একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকল দেশের সকল বিশ্ববদ্যালয়ের এলামনাইদের ঐক্য চাই, একটি প্ল্যাটফর্ম চাই।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে 'এলামনাই এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ইভেন্ট' এর ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যাক্তা বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ তার মূল বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা সহ ভাষা আন্দোলন আর মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ছবি দিয়ে সাজানো মূলমঞ্চ দৃশ্যত ছিলো এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। অনুষ্ঠানে ছিলো না কোন সভাপতি।

পবিত্র কোরআন আর বাইবেল থেকে পাঠের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এসময় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা সাদিক আর বাইবেল থেকে পাঠ করেন ডা. টমাস দুলু রায়। এপর সকল শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক আবু জাফর মাহমুদ। তাকে পরিচয় করিয়ে দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ডিকেন্স। এরপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব সাঈদ তারেক, প্রবীন সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমেদ, ডা. আকতার হাসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি মাহমুদ আহমেদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বদ্যিালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি কবির কিরণ, শেরেবাংলা কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাই মনোয়ার ইসলাম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা স্বাধীন উত্তর বাংলাদেশ আর স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সখর আন্দোলন-সংগ্রামে ছাদ্র সমাজের ভূমিকা সহ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন এবং জনাব আবু জাফর মাহমুদের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। বক্তারা বলেন, আমরা প্রবাসীরা দেশের কাছে ঋনী। তাই সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে দেশ-জাতির জন্য যেকোন কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব। তাই ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম দরকার বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগম বাউল সঙ্গীত কালা মিয়া, প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরী, চন্দ্রা রায় ও ক্লোজআপ ওয়ান খ্যাত শিল্পী নীলিমা শশী। এছাড়াও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই হাসান মাহমুদ ও প্লামী দাস সঙ্গীত পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এছাড়াও আবৃত্তি করেন গোলাম মোস্তফা ও সৈয়দা পারভীন আক্তার।

জনাব আবু জাফর মাহমুদের ধন্যবাদ সূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এসময় তিনি সকল এলামনাইদের ঐক্যবদ্ধ করতে একটি সাংগঠনিক রূপ দেয়ার জন্য উপস্থিত সকল এলামনাইদের প্রতি আহ্বান জানালে 'বেশী রাত হওয়ায়' আগামীতে সুবধা একটি দিনে আগ্রহীদের নিয়ে বনে একটি সংগঠনের নাম চুড়ান্ত ও সাংগঠনিক কাঠামো তৈরীর সিদ্ধান্ত হয়। অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার গোলাম মোস্তফা ও কবি রওশন হাসান। সবশেষে ছিলো নৈশ ভোজ।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষনের পূর্ন বিবরণ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দিয়েছেন। নিউইয়র্ক সময় ২৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকেলে (বাংলাদেশ সময় শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ভোরে) তিনি এ ভাষণ দেন। ভাষণে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। পাঠকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরা হলো-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
মাননীয় সভাপতি,
আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ণ।
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সাধারণ পরিষদের পুরো অধিবেশন জুড়েই আমার প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে যাবে। একইসঙ্গে আপনার পূর্বসূরি জনাব আবদুল্লাহ শহীদকেও অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসকে আমি সাধুবাদ জানাই জাতিসংঘকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির জন্য।
এ বছরের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য: "একটি সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ: আন্তঃসংযুক্ত প্রতিকূলতাসমূহের রূপান্তরমূলক সমাধান"। জলবায়ু পরিবর্তন, সহিংসতা ও সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারির মত একাধিক জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত। এবারের প্রতিপাদ্যটি এ সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলায় এবং আমাদের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলার উপায় খুঁজে বের করার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এখনই সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।
জনাব সভাপতি,
গত আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে করোনাভাইরাসের মহামারির মারাত্মক প্রভাব বিশ্ব যখন সামলে উঠতে শুরু করেছে, তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বিশ্বকে নতুন করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জ্বালানি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা-প্রার্থী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো এখন আরও প্রতিকূলতার মুখে পড়েছে। বর্তমানে আমরা এমন একটি সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করছি, যখন অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শন করা আবশ্যক।
আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, সঙ্কটের মুহূর্তে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো জাতিসংঘ। তাই সর্বস্তরের জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের জন্য জাতিসংঘকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সকলের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে হবে।
যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞার মত বৈরীপন্থা কখনও কোন জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাই সঙ্কট ও বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায়।
এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ' গঠন করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রুপের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, আমি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সঙ্কটের গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈশ্বিক সমাধান নিরূপণ করতে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।
জনাব সভাপতি,
বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরীতা নয়"। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিপাদ্য-উদ্ভূত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে। ১৯৭৪ সালের ২৫-এ সেপ্টেম্বর এই মহান পরিষদে তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন: কোট "শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো।
সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে, যার লক্ষ্য বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা।" আনকোট।
বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি হলো বিশ্বের সকল নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিরূপ। যুদ্ধের ফলে মানবজাতি, বিশেষ করে শিশু ও নারীরা চরম কষ্ট ভোগ করে। কত মানুষ রিফিউজি হয়ে পড়ে।
সভাপতি মহোদয়,
বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির শুরু থেকে এ সঙ্কট মোকাবেলায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছি।
প্রথমত, মহামারি সংক্রমণ ও বিস্তাররোধ করতে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করেছি;
দ্বিতীয়ত, আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে কৌশলগত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছি; এবং **তৃতীয়ত**, আমরা জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি। এসব উদ্যোগ মহামারিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করেছে।
মহামারি থেকে আমাদের নিরাপদ উত্তরণের মূলচাবি কাঠি হলো টিকা। এই টিকা সরবরাহের জন্য আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর কোভ্যাক্স ব্যবস্থা এবং আমাদের সহযোগী দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত, বাংলাদেশে টিকা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ মানুষকে আমরা টিকা দিয়েছি।
জনাব সভাপতি,
একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম।
জিডিপির হিসাবে আমাদের অবস্থান ৪১তম। বিগত



এক দশকে আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের পূর্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ। এর আগে, আমরা টানা তিন বছর ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মহামারি চলাকালেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৬ দশমিক নয় চার শতাংশ হারে প্রসারিত হয়েছে।
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং জ্বালানি, খাদ্যসহ নানা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে আমাদের মত অর্থনীতি মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে। মুল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছি।
২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য এবং ২১০০ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহিষ্ণু বদ্বীপে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।
সভাপতি মহোদয়,
সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, মা ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত এক দশকে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছি।
আমাদের শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ জনে এবং প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৩ জনে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছরের অধিক।
আমরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনযোগ দিয়েছি যাতে সমাজের কেউ পিছিয়ে না থাকে। স্বামী-পরিত্যাক্তা নারী, বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকৃত হচ্ছেন।
উন্নত ভৌত অবকাঠামো মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা নদীর তলদেশের টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমসহ টেকসই বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ করছি। আমাদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত "পদ্মা বহুমুখী সেতু"। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করবে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। এই সেতু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১ দশমিক দুই-তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে।
জনাব সভাপতি,
মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্টচক্র আমরা অতীতে দেখেছি। আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।
ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি থাকাকালে আমরা 'মুজিব ক্লাইমেট প্রস্পারিটি প্লান' গ্রহণ করি, যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে "ঝুঁকির পথ থেকে জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু সমৃদ্ধির টেকসই পথের" দিকে নিয়ে যাওয়া।
জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল করে তৈরি করা হয়েছে।
ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়ণে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাই।
সভাপতি মহোদয়,
অভিবাসীরা এখনও তাঁদের অভিবাসন যাত্রায় অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাঁরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সংহতি বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন এবং এর "অগ্রগতি ঘোষণা" আমাদের এ বিষয়ে একটি চমৎকার রোডম্যাপ দিয়েছে।
বর্তমানে, এসব জটিল বৈশ্বিক সঙ্কট অনেক উন্নয়নশীল দেশের বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্থবির করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে ২০৩০-এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের অনেকের কাছেই একটি অধরা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং কৃষিসহ মারাত্মভাবে প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রয়োজন। এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।
আমরা লক্ষ করছি, কীভাবে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি বিশ্বকে দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলছে। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে সকলের ন্যায্য এবং সমান সুযোগ পাওয়া অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন অবশ্যই দূর করতে হবে।
বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নীত হওয়ার পথে। তবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সঙ্কট আমাদের টেকসই উত্তরণের পথে গুরুতর প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের উন্নয়নের অংশীজনদের কাছে বর্ধিত এবং কার্যকর সহযোগিতার আহ্বান জানাই। এ বিষয়ে দোহা কর্মসূচিকে আমরা স্বাগত জানাই।
জনাব সভাপতি,
প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।
আমরা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি।
সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।
এ বিষয়ে যেকোন দুর্বলতা উত্তরণের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং জাতীয় এখতিয়ারের বাইরের অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক আইন যা "বি বি এন জে" নামে পরিচিত, সেটি প্রণয়নে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।
সভাপতি মহোদয়,
পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তাররোধসহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ২০১৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি অনুস্বাক্ষর করি।
আমরা ধারাবাহিকভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে আসছি। আমাদের শান্তি-কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে আমরা বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছি। শান্তিরক্ষাসহ, জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান, নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠন করতে এ সকল অঞ্চলের জনগণকে তাঁরা সাহায্য করে যাচ্ছেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের অনেক শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন।
আমরা বিশ্বাস করি যে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণগুলোর সমাধান ব্যতিত টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বহুমাত্রিক অংশীজনদের একসঙ্গে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। নারী, শিশু, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডাকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সহিংস উগ্রপন্থার বিষয়ে আমরা 'শূণ্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশের ভূখে- কোনোরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোন কর্মকা- সংঘটিত হতে দেই না।
এ ছাড়া সাইবার-অপরাধ এবং সাইবার সহিংসতা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে (বাকি অংশ ১৯ পাতায়)

শেখ হাসিনা: একুশ শতকের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য বিশ্বনেতা

ড. সেলিম মাহমুদ

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, অসীম সাহসিকতা দিয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্ত-আঞ্চলিক পর্যায় এমনকি উন্নতনশীল বিশ্বের সীমানা অতিক্রম করে নিজেকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী এবং প্রকৃত তারকা বিশ্বনেতায় পরিণত করেছেন। এখানেই শেষ নয়। শেখ হাসিনা একুশ শতকের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বনেতা। নেতৃত্বের স্থায়িত্ব এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও মানবতার কল্যাণের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান বিবেচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনাই বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা। উন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে তাঁর সমপর্যায়ের কোন নেতা বর্তমানে দৃশ্যপটে নেই। তাঁর মতো বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সম্পন্ন নেতা পৃথিবীতে বিরল।

পৃথিবীতে অনেক বিশ্বনেতার আবির্ভাব হয়েছে, যারা কেবল মাত্র তাদের দেশের অবস্থান কিংবা ভূরাজনীতির কারণে বিশ্বনেতায় পরিণত হয়েছেন। বিশ্বনেতা হিসেবে তাদের স্থান টেকসই হয়নি। তাদের কারো কারো নিজেদের দেশে কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়নি। তাদের অনেকেই নিজেদের দেশ এবং অঞ্চলে আর্থসামাজিক ও ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক কোন অবদান রাখতে পারেননি। শেখ হাসিনা একুশ শতকে উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য উন্নয়নশীল এবং উন্নত বিশ্বের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছেন। কোল্ড ওয়ার পরবর্তী সময়ে বিংশ শতকের শেষ ভাগ এবং একুশ শতকের প্রথম দুই দশকে বিশ্বব্যাপী চলমান আর্থ সামাজিক, ভূরাজনৈতিক, জলবায়ু, প্রযুক্তির ট্রান্সফরমেশন বা পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল বিশ্বের আদর্শ প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে দরকষাকষি সহ নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্ব মানব কল্যাণের নানা মৌলিক ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য ধ্রুবতারার মতো ভূমিকা রেখে চলেছেন।

শেখ হাসিনার দারিদ্র বিমোচনের কৌশল ও অভিজ্ঞতা থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাঁর অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল আজ সারা পৃথিবীতে অনুসরণ করা হচ্ছে। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের কারণে আজ বাংলাদেশের উপর উন্নত বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর নির্ভরতা বেড়েছে। আমাদের এই পোশাক শিল্প আজ পৃথিবীর সকল দেশের কাছেই একটি সফলতার গল্প। এই সাফল্যের মূল কারিগর শেখ হাসিনা।

শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বৈশ্বিক মহামারি কোভিড অসাধারণ দক্ষতায় মোকাবেলা এবং টীকা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য শেখ হাসিনার কৌশল আজ সারা পৃথিবীতে অনুকরণীয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজের নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের আন্দোলনে শেখ হাসিনা সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। এই ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে তিনি বিশ্বে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। গনতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ের কোনো নেতা বর্তমান পৃথিবীতে নেতৃত্বের পর্যায়ে নেই। তিনি দীর্ঘ ৪১ বছর ধরে তাঁর দল তথা নিজের দেশে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। পিতা মাতা সহ পুরো পরিবারকে হত্যার পরও তিনি নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। তাঁর পরিবার যে রকম নির্মম ও পৈশাচিক হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে, পৃথিবীর কোনো রাজনৈতিক পরিবার এই রকম ভয়াবহ নির্মমতার শিকার হয়নি। এই ঘটনা শুধু বাংলাদেশ কিংবা এই অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি নয়, এটি পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম রাজনৈতিক ট্রাজেডি। এই রকম এক তীব্র ট্রমা নিয়ে খুব কম মানুষই স্বাভাবিক থাকতে পারে। এই তীব্র বেদনা নিয়ে তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিবেদন করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তিনি একজন সংগ্রামী নেতা থেকে কালজয়ী রাষ্ট্রনায়কে পরিণত হয়েছেন। জাতির পিতার পর বাংলাদেশের সকল অর্জন তাঁর মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছে।

শেখ হাসিনা গণতন্ত্র হরণকারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর সংগ্রামের গল্প বিশ্বের অনেক সংগ্রামী জাতির জন্য অনুপ্রেরণা ও অনুকরণীয়। স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কীভাবে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে হয় সেটি পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য শিক্ষণীয়।

শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ অথচ সাহসী ও উচ্চকণ্ঠ শান্তির দূত। পৃথিবীর অনেক নেতা আছেন, যারা নিজেদের দেশ কিংবা অঞ্চল পেরুলে নিজেদের কণ্ঠের স্বর বা কণ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তন করেন। বর্তমান বিশ্বে শেখ হাসিনা একমাত্র নেতা যিনি দেশি, আঞ্চলিক এমনকি বিশ্ব ফোরামে স্বার্থ সংঘাতে জড়িত সকল রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রকৃত অর্থে বিশ্ব শান্তি ও মানবতার কল্যাণে বিশ্ব সম্প্রদায়কে তার করণীয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে পরামর্শ দেন। শেখ হাসিনা এই আদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট পেয়েছেন তাঁর পিতা বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে, যিনি তাঁর সময়ে সমগ্র পৃথিবীর শোষিত বঞ্চিত মানুষের নেতা ছিলেন। এই ভূমিকায় শেখ হাসিনা তাঁর পিতার আদর্শ থেকে গত চার দশকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হননি। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে গত চার দশকে শেখ হাসিনাই পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের আদর্শ বিরোধী শক্তি অসংখ্যবার তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছে। সেই চেষ্টা এখনও অব্যাহত রয়েছে। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী নেতা। তিনি বার বার বলেছেন, দেশের জন্য পিতার মতো তিনিও জীবন দিতে প্রস্তুত। তবে দেশবিরোধী অপশক্তির কাছে তিনি মাথা নত করবেন না।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতীক। জাতির পিতার হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের অর্জন আমাদের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। শেখ হাসিনা সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিধানকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্তমান বিশ্ব নেতাদের মধ্যে শেখ হাসিনাই একমাত্র নেতা যিনি যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই অসাধারণ প্রজ্ঞা ও দক্ষ কূটনীতি ও অতুলনীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে নিজের দেশের ন্যায্য স্বার্থ আদায়ের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখতে পেরেছেন। জাতীয় স্বার্থের সপক্ষে তাঁর প্রতিটি অবদানই বিশ্বে মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বৃহত্তম প্রতিবেশী ভারতের সাথে শেখ হাসিনার গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের চুক্তি আন্তর্জাতিক নদী আইনের জন্য এক মাইল ফলক অধ্যায়। এটি এ সংক্রান্ত কাস্টমারি ইন্টারন্যাশনাল ল্ব এর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেজন্য শেখ হাসিনাকে মুকুট মনি খেতাবে ভূষিত করা হয়। এর আগে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছিলো। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের অর্থনীতি মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচারে নুরেমবার্গ এবং টোকিও ট্রায়ালের পর শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ট্রাইবুনাল গঠন করে যে বিচার সম্পন্ন করেছেন, সেটি পৃথিবীর দেশে দেশে প্রশংসিত হয়েছে। কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার দীর্ঘ ৪০ বছর পর মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার পৃথিবীতে বিরল। এটি বিশ্বের জন্য এক মাইল ফলক।

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে শেখ হাসিনা একদিকে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যদিকে ঐ এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব টেকসই করার জন্য যথাযথ আইনি ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র্য সত্তাকে সুরক্ষা দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী চুক্তির জন্য তিনি অনায়াসেই সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতে পারতেন। কিন্তু বাংলাদেশ বিরোধী আন্তর্জাতিক লবির কারণে তাঁকে সেই প্রাপ্য থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও কূটনীতির কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আইনি যুদ্ধের মাধ্যমে সমুদ্রে তার ন্যায্য সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। উত্তর সাগরে ১৯৬৯ সালে এই ধরণের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির পর বাংলাদেশের এই সমুদ্র জয় সমগ্র পৃথিবীর জন্য এক নতুন নজির।

শেখ হাসিনা গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বারে বারে পরাস্ত করেছেন। শেখ হাসিনা শুধু দেশেই সফল হননি, অভূতপূর্ব দক্ষতা ও অসীম সাহসিকতা দিয়ে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভূরাজনীতিকে তিনি জয় করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থে তিনি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাংলাদেশের নানা ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনাই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ নেতা।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। জাতিসংঘের এসডিজি বাস্তবায়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেজন্য শেখ হাসিনাকে মুকুট মনি খেতাবে ভূষিত করা হয়। এর আগে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বে ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছিলো। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের অর্থনীতি মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শেখ হাসিনা উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র নেতা যিনি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সবচেয়ে প্রভাবশালী আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন বিশ্বব্যাংকের অন্যায্য খবরদারীকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম প্রকল্প পদ্মা সেতু নিজেদের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করেছেন। এটি শুধু দক্ষিণ এশিয়া কিংবা এশিয়া মহাদেশে নয়, সমগ্র বিশ্বে তাঁর এই সিদ্ধান্ত একটি মাইল ফলক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। শেখ হাসিনার এই সিদ্ধান্ত শুধু বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থই রক্ষা করেনি, তাঁর এই অসীম সাহসী সিদ্ধান্ত বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়ও এক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

এই ঘটনার ফলে বিশ্বব্যাংক সহ বহুপাক্ষিক ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর বিপরীতে উন্নয়নশীল বিশ্বের দরকষাকষির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে। শেখ হাসিনার এই সিদ্ধান্ত স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমুহে এই বিশ্বমোড়লদের নানামুখী শোষণ আর খবরদারীর উপর এক বড় ধরণের আঘাত। এর ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে বহুপাক্ষিক ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গুলোর জাতীয় স্বার্থবিরোধী প্রভাব কমতে শুরু করবে।

পিতা-মাতাসহ পরিবারের সকলকে হারিয়ে শেখ হাসিনা একদিকে যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী কন্যা, অন্যদিকে তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কন্যা, একজন ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্বনেতা যিনি তাঁর পিতার হত্যাকান্ডের ২১ বছর পর পিতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। পিতার হত্যাকারীদের বিচার করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতো এই রকম সৌভাগ্যবান কন্যা দ্বিতীয় কেউ নেই।

আজ এই ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্ব নেতা শেখ হাসিনার ৭৬ তম জন্মদিন। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যেনো আপনাকে বাংলাদেশের প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রাখেন।

জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষনের পূর্ন বিবরণ

একটি আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়ণে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।

জনাব সভাপতি,

একটি দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে, বাংলাদেশ তার জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করেছি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় অধিকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছি।

দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসন প্রদানের লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করছি। ১৯৯৭ সাল থেকে আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিগত ১৮ বছরে প্রায় ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অব্যাহত গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে।

সভাপতি মহোদয়,

অধিকৃত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমান্তের ভিত্তিতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান ও রাজধানী হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমকে নির্ধারণ করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।

জনাব সভাপতি,

আমি এখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দিকে। গত মাসে ২০১৭ সালে স্বদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাদের গণহারে বাংলাদেশে প্রবেশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। আশা করি, এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। মানবপাচার ও মাদক চোরাচালানসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমনকি এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিতে পারে। এ সঙ্কট প্রলম্বিত হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশসহ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

জনাব সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারি হতে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় হলো 'যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিরাপদ নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়'। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘসহ আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাস্তবিক ও অত্যাবশ্যক সংস্কার করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য আরও কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়।

আমরা দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, সংঘাত প্রতিরোধ এবং আর্থিক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সঙ্কটের মত বৈশ্বিক প্রতিকূলতাগুলোর রূপান্তরমূলক সমাধান খুঁজতে আগ্রহী। তবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ব্যতিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমরা ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাতের অবসান চাই। নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা-নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে নারী, শিশুসহ ও গোটা মানবজাতিকেই শাস্তি দেওয়া হয়। এর প্রভাব কেবল একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সকল মানুষের জীবন-জীবিকা মহাসঙ্কটে পতিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, শিশুরাই বেশি কষ্ট ভোগ করে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, স্যাংশন বন্ধ করুন। শিশুকে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

আমরা দেখতে চাই, একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব- যেখানে থাকবে বর্ধিত সহযোগিতা, সংহতি, পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং ঐকবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রহকে আরও সুন্দর করে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

জনাব সভাপতি,

এখন আমি এক নিদারুণ ট্রাজেডির কথা বলবো।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একইসঙ্গে আমার মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার ছোট তিন ভাই - মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী পারভিন রোজী, আমার দশ বছরের ছোট ভাই শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, ফুফা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর কন্যা ১৩ বছরের বেবী সেরনিয়াবাত, ১০ বছরের আরিফ সেরনিয়াবাত এবং ৪ বছরের সুকান্ত, আমার ফুফাত ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, ব্রিগেডিয়ার জামিল, পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানসহ ঘাতকেরা ১৮ জন মানুষকে হত্যা করে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জার্মানিতে ছিলাম বলে আমার ছোটবোন শেখ রেহানা ও আমি বেঁচে যাই। ৬ বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থাকতে হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে। দুই লাখ মাবোনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালে আমার পিতাকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তানের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকায় আমার মা, দুই ছোটভাই শেখ রাসেল ও শেখ জামাল, ছোটবোন শেখ রেহানা ও আমাকে গ্রেফতার করে একটি একতলা স্যাতসেতে বাড়িতে রাখে। আমার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় ঐ বন্দিখানায় জন্মগ্রহণ করে। আমাদের ঘরে কোন ফার্নিচার দেওয়া হয়নি। সুচিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দৈনন্দিন খাবার পাওয়াও ছিল অনিশ্চিত।

কাজেই যুদ্ধের ভয়াবহতা, হত্যা-ক্য-সংঘাতে মানুষের যে কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা হয়, ভুক্তভোগী হিসেবে আমি তা উপলব্ধি করতে পারি। তাই যুদ্ধ চাই নে, শান্তি চাই; মানবকল্যাণ চাই। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিময় বিশ্ব, উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে চাই। আমার আকুল আবেদন, যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। সমুন্নত হোক মানবিক মূল্যবোধ।

আসুন, সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একটি উত্তম ভবিষ্যৎ তৈরির পথে এগিয়ে যাই।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র শাখা ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব কেএম শাখাওয়াত মুন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী খুনিদের আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকারের কথা বলে। তিনি বলেন, খুনিরা এমনকি ৪ বছরের শিশু ও নারীদেরও রেহাই দেয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, সামরিক স্বৈরশাসক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান দেশে হত্যা, গুম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দায়মুক্তির সংস্কৃতির রাজনীতির সূচনা করেছিলেন। তিনি বলেন, কিছু সংস্থা বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছে এবং দুই ভারতীয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করে একটি তালিকা (নিখোঁজের শিকার) দিয়েছে। কিন্তু, তাদের এখন বিএনপির মিছিলে দেখা যাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের দ্বারা নির্মিত ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে কিছু লোক প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যা খুশি বলছে। তিনি তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিথ্যা অভিযোগ এনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা। তিনি বলেন, কিছু বাংলাদেশী যারা বিভিন্ন অপরাধ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে এবং যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর খুনিদের স্বজনরা রাষ্ট্রবিরোধী অপপ্রচারের পেছনে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশীদের ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচন ঠেকাতে বিএনপি-জামায়াত জোটের দ্বারা সংঘটিত অগ্নিসন্ত্রাস ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্বকে জানাতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, কারণ এর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চলেছে।

শেখ হাসিনা বলেন, দুর্ভাগ্যবশত, বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিলেন। কিন্তু, আমরা সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। তিনি বলেন, পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ায় আঞ্চলিক ও স্থানীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। তিনি আবারও জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সব ধরনের শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার করেন।

প্রধানমন্ত্রী আমেরিকান রাজনীতিবিদদের কাছে এসব বিষয় উপস্থাপন করতে বলেন, যখন তারা তাদের ভোটের সময় অভিবাসী বাংলাদেশিদের কাছে ভোট চাইতে আসেন। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের উচিত বিদেশিদের কাছে প্রকৃত উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা। তিনি তাদের বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, যে কেউ জাতীয় পরিচয়পত্রের পরিবর্তে পাসপোর্ট ব্যবহার করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।

জিয়াউর রহমানের কবর সরাতে আলটিমেটাম

(প্রথম পাতার পর)

অপসারণ করা না হলে ১ ডিসেম্বর 'মায়ের কান্না' সংগঠনের সদস্যরা জিয়ার কবর অপসারণের প্রাথমিক কাজ শুরু করবে।

রোববার (২ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে সংগঠনটির আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ আলটিমেটাম দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সেনা ও বিমানবাহিনীর কারাদণ্ডপ্রাপ্ত, চাকরিচ্যুত ও ফাঁসি দেওয়া সদস্যদের স্বজনরা এ আলটিমেটাম দেন।

মায়ের কান্না সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান মিয়া লেলিন বলেন, একটি চিঠি দিয়ে আমার মাকে জানানো হয়েছিল-আপনার স্বামীকে মারা হয়েছে। শুধু চিঠি পেয়েছি কিন্তু লাশ পাইনি। রাতের আঁধারে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। কিন্তু আজও আমরা আমাদের বাবার বিচার ও লাশ শনাক্ত করতে পারিনি।

কর্পোরাল মোবারক আলীর সন্তান মমতাজ বেগম বলেন, আমার ছয় মাস বয়সে বাবাকে হত্যা করে জিয়াউর রহমান। আমার বাবার লাশ কোথায় আমরা তা জানি না। কোন অপরাধে তাদের ফাঁসি দিল, সেটাও জানি না। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে আমি আমার বাবার দাফনের স্থান কোথায় সেটা জানতে চাই?

লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফাঁসি হওয়া বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট আবুল বাশার খানের মেয়ে বিলকিস বেগম। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর তথাকথিত বিদ্রোহ দমনের নামে মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের আগে ফাঁসি কার্যকর করে, পরে কোর্ট মার্শালে বিচার করা হয়েছে। ফাঁসি কার্যকর শুরু হয় ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর। অথচ বিদ্রোহ দমনের বিচারকাজের আইন পাশ হয় ১৪ অক্টোবর। জিয়া ঘোষিত মার্শাল ল ট্রাইব্যুনালগুলোয় বিচার প্রহসনের সময় একজন সৈনিকের জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নিতে গড়ে ১ মিনিটের চেয়েও কম সময় দিয়েছিলেন তৎকালীন ট্রাইব্যুনাল প্রধানরা।

পুরোনো কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর হওয়া ১২১ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। কুমিল্লা কারাগারে ৭২ জন, বগুড়া কারাগারে ১৬ জন, রংপুরে ৭ জনের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। কিন্তু বিমানবাহিনী সদর দপ্তরের



হিসাবে ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর পরবর্তী সময়ে ৫৬১ জন সৈনিক নিখোঁজ হয়েছেন। যাদের কখনই আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ঠিক একই সময়ে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে ২২ বেঙ্গল বিদ্রোহ করলে জিয়া পুরো ইউনিটের সদস্যদের গুম করে দেয়। যাদের সংখ্যা দুই শতাধিক। সেনাবাহিনীর গুম হওয়া সদস্যদের বেশির ভাগ বীর মুক্তিযোদ্ধা। যাদের ফাঁসিতে নয়, ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল জিয়া। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সংগঠন মায়ের কান্নার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে ৫ দফা দাবি পেশ করা হয়। দাবিগুলো হলো : ১. ফাঁসি হওয়া সদস্যদের কোথায় সমাহিত করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই স্থান চিহ্নিত করে দিতে হবে। ২. অন্যায়ভাবে ফাঁসি হওয়া সদস্যদের নামের তালিকা প্রকাশ করা এবং শহিদ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৩. নিহত সদস্যদের স্ব-স্ব পদে সর্বোচ্চ র‍্যাংকে পদোন্নতি দেখিয়ে বর্তমান স্কেলে বেতন-ভাতা, পেনশনসহ পরিবারের সদস্যদের পুনর্বাসন ও সব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। ৪. জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচার করতে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। ৫. জিয়াউর রহমানের কবর জাতীয় সংসদ এলাকা থেকে অপসারণ করতে হবে। অন্যথায় আগামী ১ ডিসেম্বর মায়ের কান্না সংগঠনের সদস্যরা কবর অপসারণের প্রাথমিক কাজ শুরু করবে।

বাইডেন জেনেবুঝেই পুতিনকে পাল্টা হুমকি দিচ্ছেন না

(৫ পাতার পর)

জন এফ কেনেডি, যারা উভয়েই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন, সেদিন তাঁদের ওই মোরগ যুদ্ধের খেলায় এ ধরনের অস্ত্র ঢোকানো সমীচীন মনে করেননি।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, এ ধরনের প্রজ্ঞা পুতিনের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ইউক্রেন যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে রাশিয়ার হয়তো কিছুই হবে না, তবে পুতিন তাঁর ক্ষমতা হারাবেন; কারণ এ যুদ্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতিকে বাজি ধরেছেন। কোনো বিবেচক রাষ্ট্রনায়ক একটা সীমিত উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে এ ধরনের জুজুর ভয় দেখানোর কৌশলও হয়তো নেবেন না। কিন্তু পুতিনের বেলায় এটা খাটে না। কারণ তিনি তাঁর ক্ষমতা ও জীবন রক্ষায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে দ্বিধা করবেন বলে মনে হয় না। রাশিয়ান এ একনায়ক এরই মধ্যে তাঁর ছোটবেলার একটা গল্প শুনিয়েছেন, যেখানে তিনি একটা বড় ইঁদুরকে সিঁড়ির কোনায় কোণঠাসা করার পর ইঁদুরটা পাল্টা আক্রমণ করে পালিয়ে গিয়েছিল। পুতিন বলেছেন, ওই ঘটনা থেকে তিনি একটা শিক্ষা নিয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের পাঠকদের জন্য সম্প্রতি রজার কোহেন পুতিনের ওই শিক্ষাটা ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভিত্তিতে আমরা বিশ্বকে একটা প্রশ্ন করতে পারি- পারমাণবিক অস্ত্রসমৃদ্ধ একটা কোণঠাসা ইঁদুরকে কীভাবে ঠেকানো যাবে?

প্রশ্নটার স্পষ্ট উত্তর হবে- ইঁদুরটাকে কোণঠাসা কোরো না। জন মার্শেইমারের মতো বাস্তববাদীরা ইউক্রেনে সামরিক পন্থায় বিজয় অর্জনের চেষ্টা করার জন্য পাশ্চাত্যের সমালোচনা করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, এ বিজয় পুতিন কোনোভাবেই মেনে নিতে পারবেন না। অবশ্য, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত ব্ল্যাকমেইল ততদূর পর্যন্তই যাবে, যেখানে অপর পক্ষ নিজেকে গুটিয়ে নেবে। তবে পুতিনের লক্ষ্য শুধু একটা নিরপেক্ষ ইউক্রেন নয়; এ লক্ষ্য তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারীই অর্জন করতে পারতেন। তিনি চান সেখানে একটা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত একটা পুতুল সরকার বসাতে। আর পশ্চিমারা এতে সায় দিলে বলতে হয়, তারা অসহনীয় এক মূল্যে শান্তি কিনতে চায়। যাই হোক, ইউক্রেন কিন্তু বাইরের কোনো সমর্থন না থাকলেও তার অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ইউক্রেনকে টিকে থাকতে হলে পুতিনের পরাজয় হতেই হবে। এ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে- পুতিন পরাজিত হলেন, তবে সে পরাজয় তাঁর জন্য কোনো দুর্যোগ ডেকে আনেনি।

এ অবস্থায় ইউক্রেন বিষয়ে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যে জোট আছে, তার সামনে একটাই বিকল্প আছে; তা হলো জুজুর ভয়ের খাড়া ও পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে খুব সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে এগোনো। পুতিনকে বোঝাতে হবে যে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে খুব সামান্য পরিসরেও যদি পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পুতিনের ওই হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে শুধু বলেছেন, এর জন্য রাশিয়াকে পরিণতি ভোগ করতে হবে; কিন্তু সে পরিণতির স্বরূপ সম্পর্কে এখনও কিছুই বলেননি তিনি। তবে তাঁর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভান অনেকটা স্পষ্ট করেই বলেছেন, ওই পরিণতি হবে ভয়াবহ। সিরিয়ার ব্যাপারে বারাক ওবামা কোনো লাল দাগ টানেননি; কারণ তিনি এমন কিছু বলতে চাননি, যা তিনি করতে পারবেন না। বাইডেন নিশ্চিতভাবে তাঁর পূর্বসূরির থেকে এ শিক্ষাটা নিয়েছেন।

তবে পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়ে তাত্ত্বিক ম্যাথু ক্রোয়েনিগ আটলান্টিক কাউন্সিলে লিখেছেন, বাইডেনের উচিত সুনির্দিষ্টভাবে না হলেও প্রকাশ্যে একটা হুমকি দেওয়া, যাতে পুতিন এটা বোঝেন যে, ওয়াশিংটনও কোনো ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে না। অবশ্য এটা মানতে হবে যে, এমন কোনো পারমাণবিক প্রতিশোধের কথা উচ্চারণ করা ঠিক নয়, যা আপনি কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত নন। কেনেডি এ অস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কারণ তাঁকে এমন একটা হুমকি সরাসরি মোকাবিলা করতে হয়েছে। আর বর্তমান হুমকিটা তেমন কিছু নয়। ক্রোয়েনিগের পরামর্শ হলো, ইউক্রেনকে বর্ধিত হারে অস্ত্র সরবরাহ করার পাশাপাশি রাশিয়ার ওপর আরও অবরোধ দেওয়া হোক; সেই সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত রুশ সেনাদের ওপর সীমিত পরিসরে প্রথাগত কিছু হামলা চালানো হোক।

তবে এ ধরনের তৎপরতার মুখেও পুতিন হয়তো ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবটাই করবেন। এ অবস্থায় পুতিনকে থামানোর একমাত্র পথ হতে পারে তাঁর শাসনের অবসান বা তা মৃত্যু নিশ্চিত করা। আর রাশিয়ায় আগ্রাসন চালানো ছাড়া যা নিশ্চিতভাবেই পাগলামোর নামান্তর- পাশ্চাত্যের পক্ষে পুতিনকে কার্যকরভাবে এমন ভয় দেখানো অসম্ভব। তবে পারমাণবিক হামলার হুমকি দেশগুলোর মেরুদণ্ড দিয়ে ঠান্ডা প্রবাহ বয়ে দিচ্ছে; অথবা তাদের এমন এক খাড়া ঢালের গোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যেখান থেকে কল্পনাতীত ঘটনাবলি ঘটার শঙ্কা জাগছে। তাই শুধু পাশ্চাত্য নয়, সারা বিশ্বকেই পুতিনের হুমকিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

জেমস ট্রাউব: আমেরিকান সাময়িকী ফরেন পলিসির কলামিস্ট। ফরেন পলিসি থেকে ভাষান্তর সাইফুর রহমান তপন

রয়েছে বাংলাদেশের ডা. রায়ান সাদী'র নাম

(প্রথম পাতার পর)

এসব তথ্য পাওয়া গেছে। এদিকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাবনার ঈশ্বরদীর কৃতীসন্তান ডা. রায়ান সাদী মনোনীত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

প্রথম দিন চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এরপর মঙ্গলবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। পরদিন বুধবার রসায়নে নোবেল বিজয়ীর নাম, ৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সাহিত্য এবং ৭ অক্টোবর (শুক্রবার) শান্তিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে হবে। মাঝে শনি ও রোববার বিরতি দিয়ে সোমবার (১০ অক্টোবর) শেষদিন অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। ২০২২ সালের বিজয়ীদের সঙ্গে ২০২০ ও ২০২১ সালের বিজয়ীদেরও আগামী ডিসেম্বরে সুইডেনের স্টকহোমে নোবেল সপ্তাহে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নোবেল ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে ও তার রেখে যাওয়া অর্থে ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। প্রতিবছর চিকিৎসা, পদার্থ, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতি-এ ছয় শাখায় নোবেল দেওয়া হয়।

দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি শান্তিতে নোবেলজয়ীদের নাম প্রকাশ করে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে আগে থেকে কিছু জানায় না। প্রায় ৫০ বছর ধরে পুরস্কার ঘোষণার আগে কমিটি পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম-পরিচয় গোপন রেখে আসছে। কিন্তু মনোনয়নের কাজে সহায়তা করা নরওয়েজিয়ান আইনপ্রণেতারা কিছু নাম প্রকাশ করে থাকেন। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার কে পেতে পারেন, তা নিয়ে প্রতিবছরই সবার আগ্রহ থাকে। এ বছরও এমনই কিছু ব্যক্তি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সংস্থার নাম আলোচনায় এসেছে। এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নিন্দা জানানো হতে পারে। এ কারণে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরোধীদের কেউ এ পুরস্কার পেতে পারেন। বিশেষ করে ইউক্রেনে বেসামরিক লোকজনকে সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবীরা এ পুরস্কার পেতে পারেন। এমনকি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকেও দেওয়া হতে পারে নোবেল। তিনি এ বছর তালিকার ওপরের দিকেই রয়েছেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতবেদনে বলা হয়। এর বাইরে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কার পেতে পারেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি প্রচারকারীদের কেউ। এ তালিকায় আছেন পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের নামও।

ঈশ্বরদীর কৃতীসন্তান ডা. রায়ান সাদী শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে মনোনীত: ঈশ্বরদী (পাবনা) থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ঈশ্বরদীর কৃতীসন্তান ডা. রায়ান সাদী মনোনীত হয়েছেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ৪০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী। শনিবার ডা. দীপু মনি নিজের ফেসবুক পেজে লিখেছেন, 'আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪০ ব্যাচের বন্ধু রায়ান সাদী এ বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। আমরা গর্বিত। সাদীর প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সাদী ও তার পরিবারের প্রতি নিরন্তর শুভকামনা।'

যুক্তরাষ্ট্রের টেভোজেন বায়ো কোম্পানির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. রায়ান সাদী ঢামেক থেকে এমবিবিএস শেষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে লিডারশিপ, ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে হেলথ পলিসি ও অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার সাহাপুরে ১৯৬৪ সালের ৬ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার বাবা তৈয়ব হোসেন ঈশ্বরদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৈয়ব ও আসমা বেগম দম্পতির একমাত্র সন্তান সাদী। তিনি কুষ্টিয়া জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। সাদীর স্ত্রী ডা. জুডি আক্তার। তাদের একমাত্র কন্যা এমিলি।

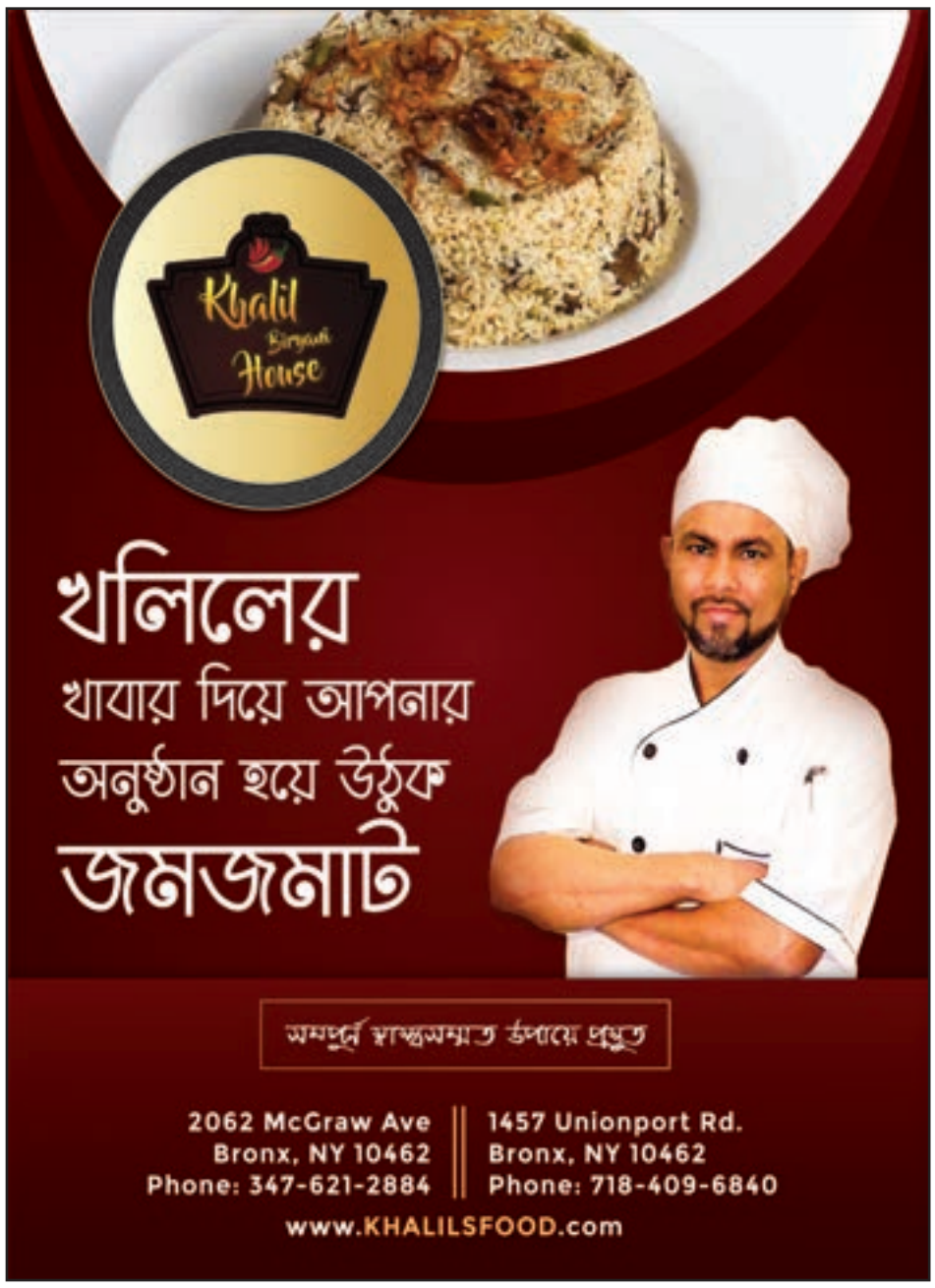
নবী করীম (সা:) জীবন চরিত্রের আলোকে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে

(প্রথম পাতার পর)

জগতেই সুখ নিশ্চিত করা যাবে। কনভেনশনের বক্তারা নবী করীম (সা:) এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সন্তান আর সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কের পাশাপাশি খাঁটি মুসলিম হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে 'মহাম্মদ (সা:) বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতীক' শীর্ষক এই কনভেনশনে আলোচনায় অংশ নেন প্রধান অতিথি ফার্মাসিস্ট আমীর খান ও কনভেনশনের চেয়ারম্যান ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ ও ফাদার জিম সহ আমন্ত্রিত অতিথি আব্দুল হাদী আফসারী, মোয়াজ্জেম হোসেন ফারুকী, ড. আবুল কালাম আজাদ, ড. জহিরুল আলম, ইমাম শামসে আরী, মওলানা ফয়েক উদ্দিন, মওলানা সাঈদুর রহমান, ইমাম আনসারুল করীম, মওলানা লুৎফর রহমান কাশিমী, ইমাম আকিমুজ্জামান,মুফতি ইসমাইল, মওলানা নোমান কাসিমী, মওলানা আহমদ, হাফেজ আব্দুল্লাহ কাফি, মওলানা আবু সাইদ মাহফুজ, সাপ্তাহি বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর আনোয়ার হোসেন, এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদের সভাপতি জয়নাল আবেদীন এবং এনওয়াইপিডি'র অফিসার এরিক রবিনসন।

কনভেনশনে নাত পরিবেশন করেন এটর্নী মঈন চৌধুরী ও ইকবাল হোসেন। পরিচারায় ছিলেন মুফতি অঅব্দুল মালেক। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম ও মওলানা মঞ্জুরুল করীম। উল্লেখ্য, এবারের কনভেনশন ছিলো ১৫তম কনভেনশন। আয়োজক ছিলো আমেরিকান মুসলিম সেন্টার।

এশার নামাজ শেষে বিশেষ মুনাজাতের মধ্যদিয়ে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘটে। এতে কয়েক শত মুসলিম নরনারী সপরিবারে অংশ নেন।





ভোট

আপনার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন

আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব সাইট দেখুন অথবা কল করুন
findmypollsite.vote.nyc
866-VOTE-NYC

শনিবার	২৯ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৩০ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সোমবার	৩১ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	১ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বুধবার	২ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৩ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
শুক্রবার	৪ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
শনিবার	৫ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৬ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৮ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

নির্বাচনের দিন

অগ্রিম ভোট গ্রহন করা হবে
২৯ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
৮ নভেম্বর

VOTE NYC
Board of Elections
City of New York

আবু জাফর রাজুর সম্মানে কুলাউড়া প্রবাসীর মতবিনিময় সভা



















অগ্রিম ভোট প্রদান
29 অক্টোবর – 6 নভেম্বর

নির্বাচনের দিন
8 নভেম্বর

NYC VOTES



চাকরী

জননিরাপত্তা



আগামীকে বদলে দিন



বর্ণবৈষম্যের ন্যায়বিচার

৪ নভেম্বর

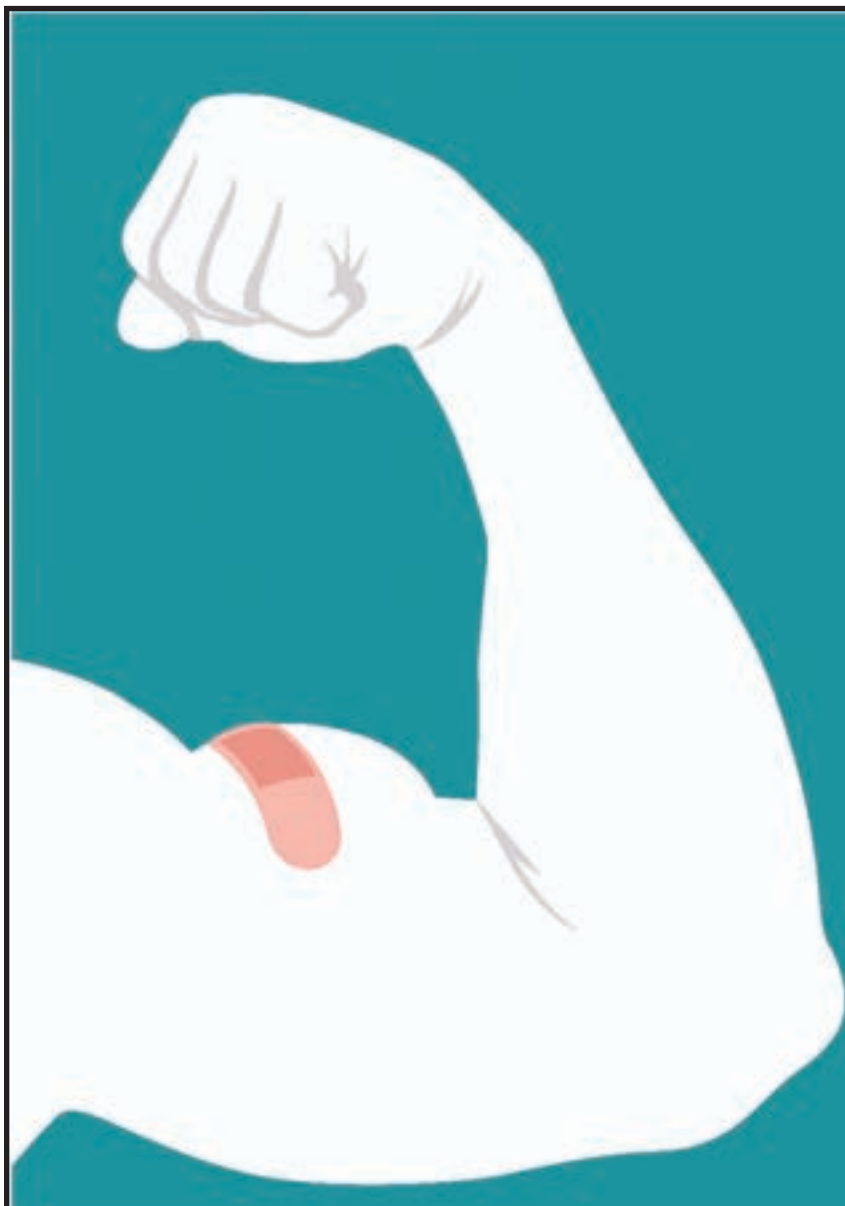
অর্থনীতি

প্রজননগত অধিকার

ভোট দিন

আগ্নেয়াস্ত্র আইন

nycvotes.org এ আরো জানুন



বুস্টারগুলি এখন আরও বেশি শক্তিশালী।

নতুন COVID-19 বুস্টারগুলি ওমিক্রন ভেরিয়েন্টগুলির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। ১২ বছর ও তার বেশি বয়সী সমস্ত নিউ ইয়র্কবাসীদের আজই একটি বাইভ্যালেন্ট COVID-19 বুস্টার নিয়ে নেওয়া উচিৎ। আরও জানতে দেখুন, nyc.gov/vaccinefinder অথবা এই নম্বরে কল করুন, 877-829-4692

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health

সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের অফিসিয়াল সার্টিফিকেট বিতরণ





















সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনের অফিসিয়াল সার্টিফিকেট বিতরণ





















জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



এতদিন শুনতাম পাইপলাইনে ক্রিকেটার নেই: পাপন

ঢাকা ডেস্কঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা দারুণ হচ্ছে বাংলাদেশের। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছেন টাইগাররা।
আর এই সিরিজে দলে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট শ্রীধরন শ্রীরাম।
দলে ছিলেন না পঞ্চপাণ্ডব তারকাদের কেউ। মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, সাকিব আল হাসানের মতো সিনিয়রদের অনুপস্থিতি টের পেতে দেয়নি সোহানের দল।
এদিকে ওপেনিংয়ে সাব্বির রহমান ভালো না করলেও মেহেদী হাসান মিরাজ নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন।
এ সিরিজ জয়ের পর নাজমুল হাসান পাপন মনে করেন, ক্রিকেটের এ ফরম্যাটে অনেক অপশন খুঁজে পেয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্ট। পাইপলাইনেও খেলোয়াড়ের অভাব নেই বলে মন্তব্য বিসিবি সভাপতির।
বুধবার গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপে পাপন বলেন, 'এই যে এত খেলোয়াড়। এতদিন শুনতাম পাইপলাইনে ক্রিকেটার নেই। এবার তো সাকিবও খেলল না। নতুন কোচ এসে দেখতে চাচ্ছে। সবাইকে ট্রাই করতে চাচ্ছে। ওই সময় লিটন-রাব্বি-সোহান চোটে পড়েছিল, অপশন ছিল না। এখন অনেক অপশন। তো অন্যরা খেলেছে ওদের দেখে মনে হয়েছে ওদের ভবিষ্যৎ আছে।'
বিসিবি সভাপতি বলেন, 'আমি ভাবছি পেস বোলিংয়ে কাকে রেখে কাকে খেলাব! আমি এখনো শিওর না। মানে আগে যেমন অপরিহার্য কিছু নাম ছিল, এখন আর অপরিহার্য বলে কিছু নেই। শরিফুল খুবই ভালো বল করছে, তাসকিন ভালো বল করছে, এবাদতও ভালো বল করছে এবং আমার জানামতে হাসান মাহমুদ যদি ফিট থাকে তা হলে নিশ্চিতভাবে ও খেলছে। অপশনগুলো অনেক বেশি এখন। এটা একটা ভালো দিক।'

আফিফের ব্যাটিং নিয়ে যা বললেন পাপন

(ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০৪)
ঢাকা ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : প্রতি ম্যাচেই ব্যাট হাতে নিজের প্রতি দলের আস্থার প্রতিদান দিয়ে চলেছেন তরুণ ক্রিকেটার আফিফ হোসেন। সর্বশেষ দুই টি-টোয়েন্টির একটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পেয়েছেন অর্ধশতকের দেখা।
বুধবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জানালেন, আফিফের ব্যাটিং দেখতে ভালো লাগে তার।
আফিফের ব্যাটিং দেখতে ভালো লাগে বলে সে প্রতিদিন রান করবে এমনটিও না বলে মনে করিয়ে দিলেন পাপন। এ ছাড়া নুরুল হাসান সোহান, মেহেদী হাসান মিরাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন বিসিবি বস।
এ নিয়ে পাপন বলেন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে– আফিফের ব্যাটিং দেখতেই ভালো লাগে। তার মানে এই না সে প্রতিদিনই রান করবে, সেটি বলছি না। সোহানের খেলা দেখতে খুবই ভালো লাগে। মেহেদী হাসান মিরাজের মতো প্লেয়ার, যাকে আমরা টি-টোয়েন্টিতে বিবেচনাই করতাম না। তার ইম্পেক্ট খেলার মধ্যে থাকে। হয়তো ক্যাচ নেয় ফিল্ডিংয়ে, না হয় ব্যাটিংয়ে, না হয় বোলিংয়ে কোথাও না কোথাও সে কিছু একটা করছেই। আমি বলছি যে, আমার হাতে অনেক অপশন। লিটন দাসের খেলাও বিসিবি সভাপতির ভালো লাগে। পাপন বলেন, আমাদের টিমের কম্বিনেশনটাই বানানো যাচ্ছিল না। আমাদের আইডিয়া ছিল কিছু কিছু নতুন ছেলে ঢোকাতে হবে। এটি ছিল প্রথম পরিকল্পনা। এর মধ্যে সাকিব ছাড়া বাকিরা একেবারের নতুন না হলেও পরের। কয়েকটা ছেলের খেলা তো অসম্ভব ভালো লাগে। লিটন দাসের খেলা যেমন ভালো লাগত।





পাকিস্তান দলে দুঃসংবাদ

ঢাকা ডেস্ক, ২৯ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে দুর্দান্ত বোলিং ও দুই ছক্কায় দলকে ফাইনালে উঠানো ইনিংস খেলে মহাতারকায় পরিণত হন পাকিস্তানের পেসার নাসিম শাহ। বাবর আজমের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এখন তিনি। এবার সেই নায়ককে নিয়ে দুঃসংবাদ ভেসে এলো পাকিস্তান শিবিরে।
হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দলের এ তরুণ সিমার। অর্থাৎ লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবারের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দেখা যাবে না তাকে।
জিও টিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন নাসিম শাহ। এরই সঙ্গে বুকে সংক্রমণ যোগ হয়েছে। শ্বাস নিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার।
পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) একজন মুখপাত্র বলেছেন, প্রচণ্ড জ্বর হওয়ায় নাসিমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার ডেঙ্গু পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়েছেন চিকিৎসকরা। রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে সমস্যাটা কোথায়। মেডিকেল রিপোর্টের ফলের ওপর নির্ভর করছে পরের ম্যাচগুলো নাসিম খেলতে পারবে কিনা! তবে আগের তুলনায় বেশ ভালো এখন নাসিম। জ্বর কমতির দিকে।
প্রসঙ্গত, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সাত ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হচ্ছে। সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচ করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি ৩ ম্যাচ লাহোরে অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই শারীরিক অসুস্থতায় হয়তো এ পেসার ছিটকে গেলেন সিরিজ থেকে।

নাটকীয় ম্যাচে জয় পেল পাকিস্তান

ঢাকা ডেস্কঃ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নাটকীয় জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ম্যাচে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে শেষ বলে। বুধবার লাহোরে টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে মোহাম্মদ রিজওয়ানের ফিফটিতে ১৪৫ রান তুলে বাবর আজমের দল।
এক ওভার বাকি থাকতেই অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিকরা। রিজওয়ান করেন ৩৬ রান। ম্যাচে পাকিস্তানিদের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ রান করেন ইফতিখার।



লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে ইংল্যান্ড শিবির। তবে অধিনায়ক মঈন আলীর ফিফটিতে খেলা শেষ বল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায় দলটি। তবে শেষ ওভারে জয়ের জন্য ১৫ রান তুলতে পারেনি দলটি। শেষ পর্যন্ত থামে ৭ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে। মঈন ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। এছাড়াও দলটির পক্ষে ৩৬ রান করেন ডেভিড মালান।

পাহাড়ে সাফজয়ীদের অন্য রকম সংবর্ধনা, আলো ছড়ানো পথে পাঁচ মেয়ে

ঢাকা ডেস্কঃ মঙ্গলবার ভোর থেকে বেশ রাত অবধি খুব ব্যস্ততায় কেটেছে স্কুল শিক্ষক বীর সেন চাকমার। আগের রাতেই পাড়ার তরুণদের বলে রেখেছিলেন, সবাই যেন ভোরেই তাঁর বাড়িতে চলে আসে। তরুণরা যথাসময়ে এসে যাওয়ায় সবাই মিলে কাজেও নেমে গেছেন। প্রথমে সবার মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন বীর সেন চাকমা।
কেউ বাঁশ কেটে মশাল বানিয়েছে, কেউ মেঠো পথের দুই পাশে আড়াই হাত পর পর মশাল পুঁতেছে, কেউ বানিয়েছে ফুলের তোড়া। অতিথিদের জন্য প্যান্ডেল বানানো, চেয়ার-টেবিল নিয়ে আসা, খাবারের আয়োজনের দায়িত্বে ছিল আরেক দল। আর এত সব আয়োজন দেশ মাতিয়ে তোলা সাফজয়ী ফুটবলকন্যাদের মধ্যে পাহাড়ের পাঁচ মেয়ে ও তাঁদের দুই কৃতী শিক্ষককে ঘিরে।
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার মঘাছড়ি এলাকা থেকে জাতীয় দলের ফুটবলার ঋতুপর্ণা চাকমার বাড়ি প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে। সেখানে যেতে পাকা রাস্তা দূরের কথা, ভালোভাবে চলাচলের মতো কাঁচা রাস্তাও নেই। ফসলি জমির মাঝে হাতখানেক চওড়া আইলই ভরসা। দুই কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথজুড়েই ছিল আলোর মশাল। এ জন্য ৩০ লিটার কেরোসিন ও ছয় কেজি পাটের দড়ি কেনা হয়েছিল। বীর সেন চাকমা সবই করেছেন গাঁটের পয়সা খরচ করে। শিষ্যরা এত বড় সাফল্য নিয়ে বাড়ি ফিরছে বলে কথা!
সাফজয়ী পাঁচ পাহাড়ি কন্যার গাড়িটি মঘাছড়িতে পৌঁছামাত্রই করতালিতে তাঁদের স্বাগত জানায় এলাকাবাসী। রুপনা, ঋতুপর্ণা, মনিকা, আনাই, আনুচিংকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তাঁদের শিক্ষাগুরু বীর সেন চাকমা। পরে সেই মেঠো পথ ধরে এই ফুটবলকন্যারা গেছেন সতীর্থ ঋতুপর্ণার বাড়িতে। ফুটবলাররা গুটি গুটি পায়ে এগিয়েছেন, আর সামনে থেকে একের পর এক মশাল জ্বলে উঠেছে!
সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফেরার পর অনেকেই সংবর্ধনা দিয়েছে ফুটবলার মেয়েদের। কিন্তু ব্যতিক্রমী এই আয়োজন দেখে চমকেই গেছেন রুপনারা। ঋতুপর্ণা চাকমার কথায়ই তা স্পষ্ট, 'আমাদের আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। ভাবতেই পারিনি এলাকায় এভাবে বরণ করে নেওয়া হবে আমাদের। সত্যিই ভীষণ চমকে গেছি। বীর সেন স্যার ও শান্তি মণি স্যারদের জন্যই আমরা এত দূর আসতে পেরেছি।'
এই আয়োজনের উদ্যোক্তা বীর সেন চাকমা বললেন, 'আজ আমাদের শূন্য ঘরে সুন্দর এলো। মেয়েদের ফুটবল খেলাকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখত। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছি, মেয়েরা বোঝা নয়। বরং ঠিকঠাক পরিচর্যা করতে পারলে ওরা ফুল হয়ে ফুটবে। এ রকম আলোকিত মানুষ যেদিকে যাবে আশপাশ আলোকিত হবে। তাই এমন উদ্যোগ।'
মঘাছড়ি থেকে আজ বিকেলে মোটর শোভাযাত্রা করে রাঙামাটি শহরে নেওয়া হবে পাঁচ ফুটবলারকে। জেলা স্টেডিয়ামে এই পাঁচজন এবং শিক্ষক বীর সেন চাকমা আর স্কুলের কোচ শান্তি মণি চাকমাকে সংবর্ধনা দেবে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা প্রশাসন ও রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
বীর সেন চাকমা মঘাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এখন তাঁর কর্মস্থল উল্টাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাসখানেক পরেই অবসরে যাবেন বীর সেন। কর্মজীবনের শেষ বেলায় এসে অর্জন করলেন শিক্ষকতা জীবনেরই সবচেয়ে বড় গৌরবগুলোর একটি। রুপনা, ঋতুপর্ণা, মনিকা, আনাই, আনুচিংসহ জাতীয় ফুটবল দলের অনেক খেলোয়াড়ের উঠে আসার নেপথ্য কারিগর তিনি।
মঘাছড়ি স্কুলের মাঠ নেই। বীর সেন চাকমা তাই প্রতিদিন বিকেলে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে যেতেন মেয়েদের। অনুশীলনের পর আবার নিয়ে আসতেন। একা কুলিয়ে উঠতে না পেরে একসময় অর্থের জন্য অনেকের কাছে হাত পেতেছেন। উপায় না পেয়ে খেলোয়াড়দের থাকা-খাওয়া এবং সরঞ্জামের খরচ মেটানোর জন্য নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড পর্যন্ত ভেঙেছেন।
পিছিয়ে থাকা মেয়েদের ফুটবল খেলার পথটা মসৃণ করতে নিবেদিতপ্রাণ বীর সেনকে নিয়ে গত মঙ্গলবার কালের কণ্ঠের 'অবসরে' পাতায় ছাপা হয়েছে 'রুপনাদের জন্য ছিলেন বীর সেন' নামে একটি প্রতিবেদন।



সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

সামনে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ

ঢাকা ডেস্ক: বৈশ্বিক চলমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতিকে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আগামীতে এই চ্যালেঞ্জের মাত্রা আরও বাড়বে। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় সব দেশকেই এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। আগামীতেও করতে হবে।

দেশে ইউএস ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রা তথা টাকা অবমূল্যায়নে চাপ আরও বাড়বে। এর প্রভাবে বাড়বে মূল্যস্ফীতির চাপও। টাকার অবমূল্যায়নের কারণে সরকারের খরচের মাত্রা বেড়ে যাবে। এর ফলে অর্থনীতিতে সরকারের খরচের ধাক্কা জোরালো হবে এবং এ কারণে সৃষ্ট সংকটকে আরও প্রকট করে তুলতে পারে। দেশ-বিদেশের সার্বিক অর্থনীতির হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বুধবার বিকালে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনে বিদ্যমান ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় চাহিদার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করা, প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে, ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রাখতে এবং মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির মধ্যে আরও সমন্বয় করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রণোদনা প্যাকেজগুলো চলমান রাখার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বিদ্যমান পরিস্থিতি ও আগামী চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য চারটি কারণ শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট, ২. করোনা মহামারির বিরূপ প্রভাব, ৩. আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রবাহ হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি এবং ৪. মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আগ্রাসী সুদ বাড়ানোর নীতি।

সূত্র জানায়, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমস (ফেড) সাম্প্রতিক সময়ে দুই দফা সুদের হার বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে আরও এক দফা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। তারা সুদের হার বাড়ানোর কারণে বিশ্বব্যাপী ডলারের চাহিদা বেড়ে গেছে। যে কারণে ডলারে বিনিয়োগ করছে বিশ্বের বড় বড় করপোরেট হাউজ ও ব্যাংকগুলো।

এ কারণে ডলারের চাহিদা এখন তুঙ্গে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ডলার। পণ্যের দাম বাড়ায় ডলারের চাহিদাও বেড়েছে। এর দাম বাড়ার কারণে বিশ্বের রপ্তানিকারকরা এখন ডলারে পণ্য রপ্তানি করছেন।

এতে তারা লাভবান হচ্ছেন। সব মিলে ডলারের চাহিদা বাড়ায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ডলারকেন্দ্রিক হওয়ায় প্রায় সব দেশই এখন সংকটে পড়েছে। মার্কিন ডলারের বিপরীতে বিকল্প মুদ্রায় লেনদেন বাড়ানোর জন্য অনেক দেশ বা অর্থনৈতিক অঞ্চল বা জোট থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলো এখনো সফল হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামীতে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি গতি আরও হ্রাস পেতে পারে।

কেননা মূল্যস্ফীতির হারে লাগাম টানতে অনেক দেশ এখন সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করছে। এর নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্য দেশগুলোতেও পড়বে।

এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্বব্যাপী এখন সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে টাকার প্রবাহ কমবে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি কমে যাবে। উন্নয়ন প্রকল্প হবে কম। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে। সব মিলে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা থাকবে। এর নেতিবাচক প্রভাব তো বাংলাদেশে পড়বেই। এর মধ্যে রপ্তানি আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। একই সঙ্গে রেমিট্যান্সের গতি ধরে রাখাও চ্যালেঞ্জিং হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশেও সংকোচনমুখী মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এর প্রভাবেও দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি কমবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী পণ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব, দেশের বাজারে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও সারের দাম বাড়ানোর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বেড়েছে। এতে অর্থনীতিতে টাকার অবমূল্যায়ন ও মূল্যস্ফীতির চাপ আরও বাড়বে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল পণ্য আমদানি সীমিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ সরবরাহে রেশনিং নীতি চালু করা হয়েছে। এতে জ্বালানি আমদানিজনিত চাপ কিছুটা হলেও কমছে। গত অর্থবছরের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত আমদানির চাপ ৭ শতাংশ কমেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও টাকার অবমূল্যায়নের কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। বাড়ছে মূল্যস্ফীতির হার। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি এখন গ্রামীণ এলাকায় অনেক বেশি। এতে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রায় আয়-ব্যয়ের প্রবণতা অসামঞ্জস্য হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ব্যয় বেড়েছে, আয় কমেছে।

এতে বলা হয়, রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হওয়ায় ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতির উচ্চগতি ও তুলনামূলকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারা কম হওয়ায় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চলতি হিসাবে বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। যা ডলারের ওপর চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ডলারের বিপরীতে টাকার মানের অস্থিরতা সীমিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে হস্তক্ষেপ করছে। গত জুন পর্যন্ত ৭৪০ কোটি ডলার বাজারে ছেড়ে বিনিময় হারকে সহনীয় রেখেছে। এ কারণে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। গত বছরের আগস্টে রিজার্ভ সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৮০৬ কোটি ডলারে উঠেছিল। পরে তা কমতে থাকে। গত জুনে তা কমে ৪ হাজার ৪০০ কোটি ডলারে নেমে যায়। এখন তা আরও কমে ৩ হাজার ৬৮৫ কোটি ডলারে নেমেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ বাড়লেও সার্বিকভাবে টাকার প্রবাহকে সংকুচিত করা হয়েছে। এতে ব্যাংকিং খাতে তারল্য প্রবাহ কমেছে। কলমানির সুদের হার বেড়েছে। ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলার কেনার কারণে ব্যাংকের অনেক টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে আটকে আছে। সেগুলো বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ তারল্য সহায়তার আওতায় ব্যাংকিং খাতে ছাড়া হচ্ছে।

শেয়ারবাজারে নিম্নমুখী প্রবণতার সঙ্গে কিছু অস্থিরতা প্রত্যক্ষ করা গেছে। যে কারণে মূল্যসূচক, বাজার মূলধন এবং টার্নওভারে মন্দা দেখা দিয়েছে। শেয়ারবাজারে কোম্পানিগুলোর দুর্বল পারফরম্যান্স ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে এ অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

শেখ হাসিনাকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা মোদির

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার ৭৫তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার এক টুইটে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জন্মদিনের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।



টুইটে শেখ হাসিনার জন্য মোদির পাঠানো ফুলের তোড়ার পাশাপাশি প্রতিবেশী দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর একটি পুরনো ছবি যুক্ত করেছে হাইকমিশন। ফুলের তোড়ায় যুক্ত করা বার্তায় মোদি বলেন, 'আপনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বেগম ফজিলাতুনেছা মুজিবের প্রথম সন্তান শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সময় বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানা।

পরে বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর ২০০৯ সাল থেকে টানা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন শেখ হাসিনা।

ইডেন কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলা

ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগ সহসভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌসীকে রুম থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নির্যাতনের অভিযোগে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভা ও সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানাসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এ মামলার অন্য আসামিরা হলেন-ইডেন কলেজের নুজহাত ফারিয়া রোকসানা, আয়েশা ইসলাম মিম, নূরজাহান, ঋতু আক্তার, আনিকা তাবাসুম স্বর্ণা ও কামরুন নাহার জ্যোতি। এ ছাড়া মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ২৫-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ মোস্তফা রেজা নূরের আদালতে বুধবার এ মামলা করেন জান্নাতুল ফেরদৌসী। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে লালবাগ থানাকে তদন্ত করে ২৩ অক্টোবর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। আদালতের পেশকার তহিদুল ইসলাম বিষয়টি জানিয়েছেন। এ মামলার বাদীপক্ষের আইনজীবী ছিলেন নূর-ই আলম। তাকে সহযোগিতা করেন আইনজীবী আমির আলী, আনোয়ার হোসেন মনির, সরকার রাশেদুল ইসলাম, আবুল কালাম ও মাজেদুর রহমান।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভা ও সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানার নেতৃত্বে অন্য আসামিরা ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি, সিট বাণিজ্য, অনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছিলেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী জান্নাতুল, মামলার সাক্ষী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এতে আসামিরা ভুক্তভোগী জান্নাতুলের ওপর চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পরে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ১০টার দিকে রিভা ও রাজিয়ার নির্দেশে আসামি আনিকাসহ অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন দেশি অস্ত্র নিয়ে ভুক্তভোগীর রুমে প্রবেশ করেন। তবে, তাকে রুমে না পেয়ে তার আসবাবপত্র ভাঙচুর করে নগদ ২০ হাজার টাকা ও ল্যাপটপ নিয়ে যান। এ সময় ভুক্তভোগী রুমে আসার পথে তাকে ঘিরে ফেলেন আসামিরা। তাকে বিভিন্ন গালাগাল করেন। একপর্যায়ে আসামিরা ভুক্তভোগী জান্নাতুলকে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি ও লাথি মেরে বিভিন্ন স্থানে জখম করেন।

গত কয়েকদিন আগে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সিট বাণিজ্য ও নানা অসঙ্গতি নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌসী। এ ঘটনার পর ২৪ সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ১০টায় হলের কক্ষে গিয়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনেন কলেজ ছাত্রলীগ সহসভাপতি নুজহাত ফারিয়া রোকসানা, আয়েশা ইসলাম মিম, কামরুন নাহার জ্যোতি, শিরিন আকতার, রিতু, স্বর্ণা, নূরজাহান, ফেরদৌসী, লিমা, পপি, বিজলীসহ আরও কয়েকজন। নেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌসীকে নির্যাতনের একটি অডিও ফাঁস হয়ে। অডিওতে শোনা যায়, জান্নাতুল ফেরদৌসী তাদের বলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো কথা নেই। আমি প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলব।' তখন কক্ষে উপস্থিত এক নেত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি ওই যে বাইরে বসা।' পরে জান্নাতুল ফেরদৌসীকে টেনেহিঁচড়ে পুকুর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী জান্নাতুল ফেরদৌসী বলেন, সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে আমার ওপর হামলা করা হয়েছে। আমাকে নির্যাতন করা হয়েছে। আমি অসুস্থ। অথচ আমিসহ যারা এ ঘটনার প্রতিবাদ করেছি তাদের বহিষ্কার করা হলো।

ইডেনে ছাত্রলীগের সিট বাণিজ্যসহ নানা ইস্যু নিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসীর দেওয়া বক্তব্য দিয়ে ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করা এক সাংবাদিক বলেন, আমি গত কয়েকদিন আগে ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের সিট বাণিজ্যসহ নানা ইস্যু নিয়ে একটি ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করি। এতে সহসভাপতি জান্নাতুল ফেরদৌসী সাক্ষাৎকার দেন। ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের অন্য নেত্রীরা যখন জান্নাতুল ফেরদৌসীর কক্ষে প্রবেশ করেন তখন তিনি আমাকে কল দেন। আমি কলটি রেকর্ড করে রাখি। পরে তাকে বের করে নেওয়ার সময় উপস্থিত নেত্রীরা ফোন কাটতে বাধ্য করেন। পরে আমি ফোন করলেও নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই বিক্ষোভ করেন ইডেন কলেজ ছাত্রলীগের একাংশ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরদিন আবারও আন্দোলন করে ছাত্রলীগের একাংশ। রোববার বিকালে সংবাদ সম্মেলন করেন ইডেন কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি তামান্না জেসমিন রিভা ও সাধারণ সম্পাদক রাজিয়া সুলতানা। এ সময় দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। একই দিন রাতে কলেজে ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত করে ১৬ জনকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ।

ঢাবিতে ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলাকারীরা চিহ্নিত

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাসের দাবি-ওই হামলায় ছাত্রলীগ জড়িত নয়। তবে বিভিন্ন স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণে হামলায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অংশ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার বিকাল ৪টার কিছু পরে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নীলক্ষেত মোড়ে জড়ো হন ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা। সেখান থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তি ও গণতন্ত্রের তোরণ অতিক্রম করার সময় তাদের পাইপ, স্টাম্প ও লাঠি নিয়ে ধাওয়া করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

এ সময় ছাত্রদলের মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মুক্তি ও গণতন্ত্রের তোরণের কাছেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ঢাবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল আমিনুল ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সোহাগ মুন্সি। সেখানে তাদের স্যার এএফ রহমান হল ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুনেম শাহরিয়ার মুনের নেতৃত্বে বেদম পেটানো হয়। লাল পলো শার্ট পরিহিত রিয়াজুল ইসলামের হাতে ছিল স্টাম্প।



ভোয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী

রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরে যেতেই হবে

*সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ করে * গণমাধ্যম অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে * অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন * মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে * নানামুখী সংকটে কক্সবাজারবাসী*

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সবাইকে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে হবে যে, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাদের অবশ্যই দেশে ফিরে যেতে হবে। দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকার শুধু মানবাধিকার রক্ষা করেনি, মানবাধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতনও করেছে। গণমাধ্যম অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নিবাচন আয়োজনে স্বাধীন ভূমিকা রাখতে পারছে। ওয়াশিংটনে ভয়েস অব আমেরিকার (ভোয়া) বাংলা সার্ভিসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি একথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সময় শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। মঙ্গলবার তা সম্প্রচার হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সফরে রয়েছেন। সফরে তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দেওয়াসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের বারবার আহ্বানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত বিশাল জনসংখ্যার (সাড়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা প্রায়) দায়িত্ব একা একটি দেশের পক্ষে নেওয়া অসম্ভব। শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, বিশাল এ জনসংখ্যার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করার যে বড় দায়িত্ব, তা কোনো দেশও একা বহন করতে পারে না। এ দেশের জনগণের কথাও ভাবতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান কক্সবাজারের বন ধ্বংস করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্টের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা স্থানীয়দের চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই এলাকার আবাদি জমি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক রোহিঙ্গা মানব পাচারের পাশাপাশি মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েছে। ক্যাম্পে নিজেরা দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার সময় আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। কাজেই আজ তারা (বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা) যখন একই ধরনের নির্যাতনের শিকার, সে কথা চিন্তা করেই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ তাদের আশ্রয় দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া প্রসঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানার আবেদনের কথাও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শেখ রেহানা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারেন, আর কয়েক লাখ মানুষকে কেন খাওয়াতে পারবেন না?



প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, পালটা নিষেধাজ্ঞা এবং চলমান কোভিড-১৯-এর কারণে সমগ্র বিশ্ব এখন বিপর্যস্ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, যা বিশ্ববাসীকে চরম ভোগান্তিতে ফেলেছে। বাংলাদেশের মানুষও ভোগান্তির শিকার। তারপরও এই চ্যালেঞ্জ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকট ছাড়াও বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নানা অভিযোগ, মিডিয়ার স্বাধীনতা ও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, মধ্য-আয়ের দেশে উত্তরণের পথে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ, গৃহহীনদের জন্য নেওয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ তার সরকারের নেওয়া নানা কল্যাণমুখী নীতি ও কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নেওয়া নানা পদক্ষেপ, জিয়া-এরশাদ আমলের সামরিক শাসন, আগামী নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন।

সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণ করে : মানবাধিকার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার শুধু মানবাধিকার রক্ষা করেনি, মানবাধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে ও তা সংরক্ষণ করেছে। বাংলাদেশে একটি মানবাধিকার কমিশন রয়েছে এবং তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের তদন্ত করে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এমনকি এটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য দ্বারা সংঘটিত হলেও, যা অতীতে দেখা যায়নি। বিএনপির ঢালাও অভিযোগের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, তারা অনেক কথা বলার পর ৭০ জনের একটি তালিকা জমা দিয়েছে (কথিতভাবে নিখোঁজ)। বেশিরভাগ লোককে পরে বিএনপির মিছিলে পাওয়া গেছে এবং কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত কারণে আত্মগোপন করেছে। সাতটি ঘটনায় দেখা গেছে তারা মারা গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর পাশাপাশি শত শত বিমানবাহিনী-সেনা অফিসার ও সৈনিককে হত্যা করেছিলেন। তাদের লাশ কখনও পাওয়া যায়নি, এমনকি তাদের স্বজনরাও জানতে পারেননি তাদের কি অপরাধ ছিল। তারা ওই সময় বিচারও চাইতে পারেননি।

গণমাধ্যম অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে : শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের আমলে গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে এবং তারা যা খুশি বলার স্বাধীনতা ভোগ করছে। সবকিছু বলার পর কেউ যদি বলে যে তাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তার উত্তর কী হবে? এটাই আমি জানতে চাই। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে মাত্র একটি টিভি ও একটি রেডিও স্টেশন ছিল। যেগুলো ছিল সরকারের পরিচালনাধীন। ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি খাতকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। দেশে এখন অনুমোদিত ৪৪টি টিভি চ্যানেলের মধ্যে ৩২টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালু রয়েছে। লোকজন টেলিভিশন টকশোতে অংশ নিচ্ছে। তারা স্বাধীনভাবে কথা বলছে-সত্য বা মিথ্যা কিংবা সরকারের সমালোচনাও করছে। দেশে সামরিক শাসকদের আমলে মানুষের কথা বলা বা চলাফেরার স্বাধীনতাটুকুও ছিল না।

অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে স্বাধীন ইসি : শেখ হাসিনা বলেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) যাতে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারে তার জন্য তার সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকার কমিশনের বাজেট প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং নির্বাচন কমিশন ইচ্ছামতো অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার দল আওয়ামী লীগ আন্দোলনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেছিলেন, পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কারসাজি করেছিলেন খালেদা জিয়া। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নিজেদের লোক নিয়োগের জন্য প্রধান বিচারপতির বয়স দুই বছর বাড়িয়ে আইন সংশোধন করেছিল। বিএনপি সরকার নির্বাচনে কারচুপির লক্ষ্যে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করেছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি। তারা ভোটারবিহীন নির্বাচন করেছিল এবং খালেদা জিয়া নির্বাচনের দেড় মাসের মাথায় জনগণের আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশের নির্বাচনি আইন লঙ্ঘন করে ক্ষমতায় এসে দুই সামরিক স্বৈরশাসক বিএনপি ও জাতীয় পার্টি নামে দুটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। দল দুটির জন্ম সামরিক শাসকদের হাত ধরে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সংগ্রামের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে বলে জনগণের ভোটাধিকার নিয়ে তারা কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে। আওয়ামী লীগকে ভোট না দিলেও আমার বলার কিছু নেই।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।





দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School



- Free Pick Up & Drop off
- 5, 10, 15 Lesson Packages
- 5 Hours Class & Certificate
- Car for Road Test
- Early Road Test Appointments (Any day)
- Special for Nervous Students!

SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

কম বয়সীদের মৃত্যু বাড়ছে

ঢাকা ডেস্ক: দেশে কম বয়সী হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় এই হার ১৭ গুণ বেশি। বাড়ছে অল্প বয়সে মৃত্যুও। অল্প বয়সে ধূমপান, মদ্যপান, কোলেস্টেরল ও চর্বিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, ডায়াবেটিস হওয়া এর অন্যতম কারণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) এক গবেষণার ফলাফলে এ তথ্য জানা যায়। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের আরেক গবেষণার ফলাফলে উল্লেখ করা হয়, অত্যধিক লবণযুক্ত প্যাকেটজাত খাবারে হৃদরোগী বাড়ছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব হার্ট দিবস ছিলো ২৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার। 'ইউজ হার্ট ফর এভরি হার্ট'–এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বাংলাদেশেও উদযাপন করা হয় দিবসটি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটে হৃদরোগে। এর অন্যতম প্রধান কারণ তামাক, উন্নত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা, অস্বাস্থ্যকর জীবনাভ্যাস, অসচেতনতা এবং খাদ্যে অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার। ফলে হৃদরোগ শুধু বড়দের নয়, শিশু-কিশোরদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর বিশ্বে ১৯ লাখ মানুষ তামাক ব্যবহারজনিত হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করে। এই রোগে বাংলাদেশে প্রতিবছর মারা যায় দুই লাখ ৭৭ হাজার মানুষ, যার ২৪ শতাংশের জন্য দায়ী তামাক।

গ্লোবাল বারডেন অব ডিজিজ স্টাডি (জিবিডি) ২০১৯-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের প্রধান চারটি কারণের একটি তামাক। দেশে তামাক ব্যবহারজনিত অসুখে বছরে এক লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। বর্তমানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৫.৩ শতাংশ (তিন কোটি ৭৮ লাখ) তামাক ব্যবহার করছে, যা হৃদরোগ পরিস্থিতিকে আরো উদ্বেগজনক করে তুলছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান বলেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে কম বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। গবেষণার ফল অনুযায়ী, উন্নত বিশ্বের তুলনায় এই হার ১৭ গুণ বেশি। এর অন্যতম কারণ অল্প বয়সে ধূমপান, মদ্যপান, জাংক ফুড, লাইফস্টাইল, অল্প বয়সে ডায়াবেটিস হওয়া।'

এই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, 'সাধারণত ৬০ বছর বয়স থেকে প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়; কিন্তু আমাদের দেশে ৩৫ বছরের কম বয়সী অসংখ্য ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। ফলে অপরিণত বয়সে মৃত্যুও বাড়ছে।'

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি প্রতিষ্ঠান প্রজ্ঞার (প্রগতির জন্য জ্ঞান) নির্বাহী পরিচালক এ বি এম জুবায়ের বলেন, তামাকজনিত হৃদরোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আইন সংশোধনের পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। তামাক কম্পানির অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না নিয়ে খসড়াটি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে (৬১ শতাংশ) নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশি লবণ পাওয়া গেছে। অত্যধিক লবণ গ্রহণের ফলে হৃদরোগী বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ পরিচালিত 'অ্যাসেসমেন্ট অব সল্ট কন্টেন্ট অ্যান্ড লেবেল কমপ্লায়েন্স অব কমনলি কনজিউমড প্রোসেসড প্যাকেজড ফুডস অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের রিজলভ টু সেভ লাইভস সহায়তায় সম্পাদিত গবেষণাটির ফল গতকাল বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে একটি সেমিনারে প্রকাশ করা হয়।

গবেষণায় প্রতি ১০০ গ্রাম খাবারে সর্বোচ্চ ৭৫০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত লবণকে নিরাপদ মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে দেখা গেছে, বাজারে বহুল প্রচলিত ৬১ শতাংশ বিস্কুট, চিপস, চানাচুর, নুডলস, ইনস্ট্যান্ট স্যুপ, ঝালমুড়ি, আচার, চাটনি ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত প্যাকেট খাবারে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে বেশি লবণ রয়েছে। আর ৩৪ শতাংশ খাবারে নিরাপদ মাত্রার দ্বিগুণ, অর্থাৎ ১.৫ গ্রামের বেশি লবণ পাওয়া গেছে।

বহুল প্রচলিত চানাচুর, নুডলস, ইনস্ট্যান্ট স্যুপ ও ঝালমুড়ির কোনোটিতেই নির্ধারিত মাত্রার লবণ পাওয়া যায়নি, বরং এগুলোতে দ্বিগুণের বেশি লবণ রয়েছে। একইভাবে আচার ও চাটনির ৮৩ শতাংশ, চিপসের ৬৩ শতাংশ এবং ডাল-বুট ভাজার ৬০ শতাংশে দ্বিগুণ লবণ রয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। চিপস, ডাল-বুটের একটিতেও নির্ধারিত মাত্রার লবণ নেই।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করসপন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্পর্কীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ঢাকায় নানা আয়োজনে ৭৬তম জন্মদিন উদযাপিত

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

ঢাকা ডেস্ক: আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন বুধবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে। দিনভর সারা দেশে আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দোয়া, মিলাদ মাহফিল ও কেক কাটাসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচিতে বাঙালির উন্নয়ন-সমৃদ্ধির বাতিঘর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। একইসঙ্গে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশকে উন্নয়ন-সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

শেখ হাসিনা ঘটা করে নিজের জন্মদিন পালন না করলেও কোটি কোটি নেতাকর্মী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষী বর্ণাঢ্য আয়োজনে তার জন্মদিন পালন করে। এবারও জন্মদিনে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন তিনি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান। বর্তমানে তিনি সেদেশেই অবস্থান করছেন। তার অনুপস্থিতিতে দেশে দিনটি উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করা হয়। মসজিদ-মন্দির-গির্জা-প্যাগোডায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া আলোচনা সভা, দুস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্তকরণ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ, আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সরকারি, বেসরকারি টেলিভিশন দিনভর প্রধানমন্ত্রীর বর্ণিল ও সমৃদ্ধ রাজনৈতিক জীবন নিয়ে নানা অনুষ্ঠান প্রচার করে। সামাজিক মাধ্যমেও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় কোটি মানুষ বঙ্গবন্ধুকন্যাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং তার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করেছে।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ আলোচনা সভার আয়োজন করে। এছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে বাদ জোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় মিরপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চে খ্রিষ্টান অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (সিএবি), সকাল ১০টায় বাসাবো ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এবং বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করে। এসব কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী : প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ডাক অধিদপ্তর স্মারক ডাক-টিকিট ও উদ্বোধনী খাম অবমুক্ত এবং ডাটাকার্ড ও বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করে। এছাড়া ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আর্কাইভ ১৯৭১-এর উদ্যোগে শেখ হাসিনার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ওপর ঢাকা জিপিও প্রাঙ্গণে দুদিনের আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জিপিও মিলনায়তনে সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল প্রমুখ বক্তব্য দেন।



'হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' লার্নিং প্ল্যাটফর্ম: শিশু-কিশোরদের জন্য 'হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' লার্নিং প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এটি উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। লার্নিং প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, স্মার্টফোনের মাধ্যমে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা পরিবেশ, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারছি। এ শেখার প্রক্রিয়া আনন্দময় হওয়া প্রয়োজন। যাতে খেলতে খেলতে শেখা যায়। 'হাসিনা অ্যান্ড ফ্রেন্ডস' শিশু-কিশোরদের জন্য তেমনি একটি প্ল্যাটফর্ম।

বাঙালির হৃদয়ের মণিকোঠায় শেখ হাসিনা: ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অডিটোরিয়ামে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা শিশুদের সঙ্গে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দেশপ্রেম, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জনগণের সেবার মাধ্যমে বাঙালি হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন।

শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ: রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কেক কাটা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের মধ্যে ক্রীড়া উপকরণ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। সংগঠনের মহাসচিব কেএম শহিদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম প্রমুখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সন্তানদের কুরআন খতম : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় কুরআন খতমের আয়োজন করে। এছাড়া আলোচনা সভা, কেক কাটা ও দুস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক সচিব অফিসার্স ক্লাবের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান কেএম মোজাম্মেল হক। উপস্থিত ছিলেন সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব সফিকুল বাহার মজুমদার টিপু, শরীফ উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন পাহাড়ী বীরপ্রতীক, কমান্ডার মোশারফ হোসেন, আবুল বাসার ও এবি সিদ্দিক মোল্লা, আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম নয়ন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর করিম বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহা পরান সিদ্দিক তারেক, ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি মনিরুজ্জামান সালাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মমিন প্রমুখ।

মিরপুরে আনন্দ শোভাযাত্রা: মিরপুর-১ নম্বরে ঢাকা মহানগর উত্তর যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সাবিনা আক্তার তুহিনের নেতৃত্বে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। মিরপুর বুদ্ধিজীবী শহিদ মিনার হয়ে আবার মুক্তবাংলা গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়। কেক কাটা হয় এবং মিষ্টিমুখ করা হয়। এ সময় যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী মামুনি ভূঁইয়া, শাহ আলী থানার সভাপতি শামসুন নাহার, দারুসসালাম থানার সভাপতি আয়েশা আক্তার নিলা, সাধারণ সম্পাদক ঝুমুর হাওলাদার, যুব মহিলা লীগ নেত্রী মেঘলা মিলি, শারমীন লিমা, শাহনাজ পারভীন, মালা রানী, পলি আক্তার, সুমী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট : দিনটি উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট ধানমন্ডি ৩২-এ আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় জোটের সহসভাপতি অরুনা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানার সঞ্চালনায় সহসভাপতি রোকেয়া প্রাচী, চিত্রনায়ক ফেরদৌস, অভিনেত্রী তানভিন সুইটি, চিত্রনায়িকা শাহনুর, সুজন হালদার, রেহেনা পারভীন, লায়ন মীযানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া জোটের উদ্যোগে কলাবাগানে শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জোটের সহসভাপতি চিত্রনায়িকা রোজিনা, অরুনা বিশ্বাস, উর্মিলা কর শ্রাবন্তী, বৃষ্টি রানি সরকার, মাধবী সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি: ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি, মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ এবং ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির নেতারাসহ সায়েদাবাদ, মহাখালী, গুলিস্তান, ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালের মালিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেড ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

নাক ডাকার সমস্যা ও প্রতিকার

আফতাব চৌধুরী

নাকডাকা নিয়ে যত গল্পকথা বা রসিকতা থাকুক না, আদতে এটি মজার ব্যাপার নয় ।কারণ নাক ডাকার সমস্যা নিয়ে ইএনটি বিশেষজ্ঞের চেম্বারে বা হাসপাতালে আসা রোগীদের সংখ্যা নিত্য বাড়ছে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, নাক ডাকাকে এক কথায় অসুখ বলা ঠিক নয়। নাকডাকার অনেকগুলো কারণ রয়েছে ।যে কারনগুলো সমস্যা তৈরী করতে পারে সেগুলো নিয়ে চিকিৎসকরা ইনভেস্টিগেশন এবং পরবর্তী চিকিৎসার দিকে অগ্রসর হন ।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের পথে বাধার জন্য নাক ডাকে। তালুর দুটি অংশ– একটি কোমল, অন্যটি শক্ত। প্রশ্বাসের জন্য টেনে নেওয়া বাতাস অবাধ গতিপথ না -পেলে তালুর কোমল অংশে ধাক্কা দেয়। ফলে ওই অংশের ঘন ঘন কম্পন হয়। তখনই নাক ডাকতে শুরু করে। নাক সবার ডাকে না। নাকের বা তালুর সমস্যা যাঁদের রয়েছে তাঁদের নাক ডাকে। এছাড়া যাঁরা স্থূলকায়, হ্রস্ব গ্রীবা, মদ্যপানে অভ্যস্ত যাঁরা এবং তার ফলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হন যাঁরা, তাঁদের নাক বেশি ডাকে। আর, নাক ডাকার ব্যাপারে মেয়েদের পেছনে ফেলে এগিয়ে আছেন পুরুষরাই। মেয়েদেরও নাক ডাকে, তবে তুলনায় অনেক কম। যাঁর নাক ডাকে তাঁর শারীরিক সমস্যা হলেও মানসিক সমস্যা হয় না ।কারণ নাকের ডাক তিনি শুনতে পান না। সমস্যা হয় তার পাশের মানুষটির। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বিদেশে এ কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যন্ত হলেও আমাদের সমাজে ততখানি সমস্যা দেখা দেয়নি। তবে শয্যাসঙ্গী বা সঙ্গিনীর নিত্য অসন্তোষ কার আর ভালো লাগে? মানসিক সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে এখান থেকে, অর্থাৎ যাঁর নাক ডাকে তিনি হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারেন। নাক ডাকার যেটা বড়ো সমস্যা তা হল বার বার ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া। নাক ডাকার প্রবল সংকটও ডেকে আনতে পারে। ফলে রাতে গভীর ঘুমে মগ্ন একজন মানুষ বিপন্নতার শিকার হতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শরীরে যতখানি অক্সিজেনের প্রয়োজন ততখানি শরীর নিতে পারে না। অর্থাৎ নাক তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয় ।সহজে প্রয়োজনীয় বাতাস না-ঢোকায় শ্বাসনালীর কোমল পেশিগুলো সংকুচিত হয় ।ফলে ফ্যারিংসের আয়তন ছোট হয়ে যায় ।তখন অক্সিজেন কম সরবরাহ হয় ।নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। রক্তে কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় ।দমবন্ধ হয়ে আসে। রোগী তখন ধড়ফড় করে ওঠে এবং ঘুম ভেঙ্গে যায়। অপর্যাপ্ত অক্সিজেন নিয়ে শরীর দীর্ঘ সময় কাজ চালানোর ফলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। বার বার ঘুম ভাঙ্গার ফলে ক্লান্তি মোচন হয় না। বরং ঘুম ঘুম পায়। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলে ইনটেলেকচ্যুয়াল বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয় ।বলা যায় একটা মানুষের ব্যক্তিত্বই পালটে যেতে পারে। ধীরে ধীরে এক ধরনের মানসিক অবসাদ তাকে গ্রাস করতে থাকে ।অক্সিজেন ঘাটতির ফলে কখনো কখনো রক্ত সল্পতাও দেখা দেয়।

নাকের গঠনগত ত্রুটি ও অন্যান্য কারন এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে ।অনেকের নাকের পার্টিশন বাঁকা থাকে, অনেকের নাকের মাঝখানে পর্দা এক পাশে অনেকখানি সরে থাকে, এছাড়া পলিপ থাকার জন্য তো সমস্যা হয়ই ।বাচ্চাদের নাকের পিছনে টনসিল থাকলে এবং তা বাড়লে শিশুদেরও নাকডাকার সমস্যা দেখা দেয় ।নাকের এসব গঠনগত ত্রুটি না-থাকলেও নাক ডাকতে পারে ।শ্বাস-নালীর কোনো ইনফেকশন হলে যার নাক কোনোদিন ডাকেনি তার নাকও ডাকতে শুরু করে।

সমস্যা যে ধরনের হোক না কেন, নাকডাকা কখনোও কখনোও কাউকে কাউকে সংকটজনক অবস্থার মুখে ঠেলে দিতে পারে। অক্সিজেন ঘাটতি হয়ে হার্ট ও ব্রেনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পেলে মস্তিস্কে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হয়ে ব্রেন অ্যাটাক বা হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে রোগীকে সংকটে ফেলতে পারে। সেজন্য নাকডাকা রোগী এলে চিকিৎসক আগে বুঝে নিতে চান সে কোন স্তরে পড়ছে। নির্দোষ নাকডাকা না বড়ো কোনো কারণে নাকডাকা, সমস্যাহীন নাকডাকা না সংকটপূর্ণ নাকডাকা তা আগে পরীক্ষা- নিরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেয়া হয়।

সমস্যাবহুল নাকডাকার জন্য যেসব রোগী আসেন তাদের ক্ষেত্রে আগে জেনে নেওয়া দরকার নাকডাকা তাদের কতখানি বিপদে ফেলতে পারে। তার জন্য দরকার রক্তের পরীক্ষা ।প্রেসার চক আপ তো করাই হয়। শরীরে অক্সিজেন ঢোকার পথে বাধার উৎস কোথায়, বাধাটাই বা কী ধরনের তা জানার জন্য পলিসমন্যেগ্রাফি নামে একটা পরীক্ষা করানো হয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার দরকার হয় না। কিছু অভ্যাসের পরিবর্তনেই উপকার পাওয়া যায়। শোওয়ার ধরন পাল্টালে নাক ডাকা বন্ধ হয়। বিদেশে এক ধরনের জ্যাকেট পাওয়া যায়। যেটা পরে শুয়ে পড়লে একই পজিশনে বেশিক্ষণ ঘুমানো যায় না, ঘুমের মধ্যে অজান্তেই পাশ ফিরতে হয়। এছাড়া ওজন কমাতেই হবে। স্থূলকায়দের এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে ওজন কমালে সমস্যা দূর হবে ।তবে, মদ্যপান একেবারে বন্ধ করতে হবে। যাঁরা ঘুমের ওষুধ খান ,এই সমস্যা তাঁদের বেশি হয় ।সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে ঘুমের ওষুধ কমানো বা বন্ধ করার কথা ভাবা যেতে পারে। এ সবেও যদি সমস্যার সমাধান না হয় তখন বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

সমস্যাবহুল নাকডাকার জন্য যেসব রোগী আসেন তাদের ক্ষেত্রে আগে জেনে নেওয়া দরকার নাকডাকা তাদের কতখানি বিপদে ফেলতে পারে। তার জন্য দরকার রক্তের পরীক্ষা ।প্রেসার চক আপ তো করাই হয়। শরীরে অক্সিজেন ঢোকার পথে বাধার উৎস কোথায়, বাধাটাই বা কী ধরনের তা জানার জন্য পলিসমন্যেগ্রাফি নামে একটা পরীক্ষা করানো হয়। এতে অনেকগুলো ছোট ছোট পরীক্ষা থাকে। তাতে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যায় সমস্যার উৎসটি। সেইভাবে চি-কিৎসকরাও তাদের চিকিৎসা শুরু করে থাকেন।

সাংবাদিক-কলামিস্ট

২৪.০৪.১৯



ইরান থেকে তেল কেনায় ভারতীয় কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্কঃ : ভারতের মুম্বাইভিত্তিক টিবালাজি পেট্রোকেম প্রাইভেট লিমিটেডের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের সঙ্গে জ্বালানি তেলের ব্যবসা থাকার অভিযোগে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর বাইরে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), হংকং ও চীনাভিত্তিক কোম্পানিগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই প্রথম ভারতীয় কোনো কোম্পানির বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় জানায়, কোম্পানিটি 'চীনে অব্যাহত চালান পাঠানোর' অংশ হিসেবে লাখো ডলার মূল্যের জ্বালানি তেল কিনেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ওয়াশিংটন সফর শেষের পরপরই এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সফরে জয়শঙ্কর মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন, বাণিজ্যমন্ত্রী গেইল রেইমন্ডো এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সু-লিভানসহ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে জয়শঙ্করের বৈঠকে ইরান নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল কি না, এক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র দেব প্যাটেলের কাছে জানতে চাওয়া হয়। জবাবে তিনি বলেন, দুজন তাঁদের সংবাদ সম্মেলনে যা বলেছিলেন, এর বাইরে তাঁদের কাছে আর কোনো তথ্য নেই।

‡তহরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া নিষেধাজ্ঞা মেনে আসছে ভারত। দেশটির কোম্পানিগুলো ইরান থেকে জ্বালানি তেল কেনা থেকে বিরত রয়েছে। টিবালাজি কোম্পানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের এই অভিযোগ এসেছে। নিজস্ব ওয়েবসাইটে টিবালাজি নিজেকে 'বর্ধমান পেট্রোকেমিক্যাল ট্রেডিং কোম্পানি' হিসে‡ব পরিচয় দিয়েছে। কোম্পানিটি ভারতের জন্য নয় বরং চীনের জন্য ইরানি পণ্য আমদানি করে বলে মনে করা হচ্ছে।

পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার বিষয়ে ২০১৫ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্য ও জার্মানির সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছায় ইরান। এরপর দেশটির ওপর আরোপিত অধিকাংশ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

কিন্তু সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন এবং এসব নিষেধাজ্ঞা আবারও আরোপ করেন। ইরানও তার পারমাণবিক কর্মসূচি আবার চালু করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দাবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি ব্রেইন নেলসন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের অবৈধ তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল বিক্রি কঠোরভাবে সীমিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

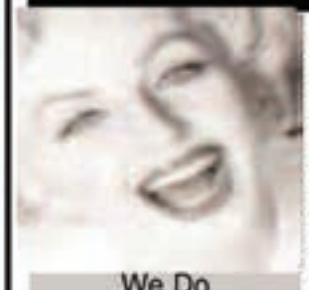
চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে তেহরান। তিনি সতর্ক করে বলেন, পুরোপুরি চুক্তি বাস্তবায়নের দিকে পরস্পরের ফিরে আসার বিষয়ে যতক্ষণ ইরান অস্বীকৃতি জানিয়ে যাবে, ওয়াশিংটন এসব নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যাবে।

মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় বলছে, নিষেধাজ্ঞার অধীন আটটি কোম্পানি অথবা যেসব কোম্পানিতে তাদের কমপক্ষে ৫০ শতাংশ মুনাফা আছে, যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাদের সব সম্পদ ও মুনাফা অবশ্যই জব্দ করা হবে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (ওএফএসি) এ রিপোর্ট করা হবে।

এসব কোম্পানির কোনো সম্পদের ওপর যদি কোনো মার্কিনের নিয়ন্ত্রণ থেকে থাকে, তাঁদের ক্ষেত্রেও এটা প্রয়োগ করা হবে। নির্দিষ্ট কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির সম্পৃক্ততা থাকলে, তাঁরাও নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপের মুখোমুখি হবেন বলে অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও বলছে, টিবালাজি চীনে পাঠানোর জন্য ট্রিলিয়ান্স পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে মিথানল ও বেস অয়েলসহ জ্বালানি পণ্য কিনেছে।

ট্রিলিয়ান্সের ওপর আগে থেকেই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হংকংভিত্তিক কোম্পানিটির ইরান, চীন ও আমিরাতে শাখা আছে।

FAMILY DENTAL

We Do Implant & Veneers
আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।
ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে
Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
BUSINESS TAX RETURN
NON-PROFIT TAX RETURN
ACCOUNTING & BOOKKEEPING
RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
TAX RESOLUTION SPECIALIST
ISLAMIC HOME FINANCING
AUTHORIZED e-file PROVIDER
7 DAYS OPEN
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET


কেন মানুষ মানুষের জন্য?

(শেষের পাতার পর)

প্রকৃতিতে দেখা যায়, দাতা দান করে আরো শক্তি সঞ্চয় করে আর গ্রহীতা বেঁচে থাকে দাতার দানের গুণে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের শরীর কোষে প্রতিনিয়তই যে মেটাবলিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলছে, তার মাধ্যমে অনিবার্যভাবে তৈরি হয় ক্ষতিকর কিছু ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিস। ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিসকে নিউট্রাল করার জন্য শরীরেই তৈরি হয় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টগুলো ফ্রি র‍্যাডিকাল স্পেসিসকে ইলেকট্রন দান করে নিউট্রাল না করলে শরীরের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে আনত। কিন্তু ন্যাচারাল প্রক্রিয়ার এই দানে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নিজেরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না অথচ শরীর বিরাট বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায়।

সূর্য ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূর থেকে পৃথিবীবাসীকে প্রতি-নিয়ত আলো ও তাপ দান করে সজীব রাখছে। আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির ফোঁটা কাজে লাগিয়ে গাছপালা সূর্যালোক ও প্রকৃতিতে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছেড়ে দেয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে তার খাবার তৈরি করে অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে। সে অক্সিজেন ব্যবহার করে আমরা প্রাণীরা বেঁচে আছি। কিন্তু সূর্য এত যে দান করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে তাতে সূর্যের এতটুকু শক্তিও কমে যাচ্ছে না। বরং আরো শক্তি সঞ্চয় করে আরো দান করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জন্য কিছু করে কেউ গরিব ও অসম্মানিত হয়ে গেছে এমন উদাহরণ দুনিয়াতে নেই; বরং এ ক্ষেত্রে তার উল্টোটাই সত্য। বিশ্ব ধনী বিল গেটস চলতি বছরের ১৩ জুলাই ঘোষণা করেছেন, তার দাতব্য সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন আরো দুই হাজার কোটি (২০ বিলিয়ন) ডলার অনুদান দেবেন। ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কার্যক্রমকে আরো বাড়াতে তিনি এ অনুদান দেন। এরপর আরো সম্পদ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় তিনি আর থাকতে চান না।

বিল গেটস বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। বিবিসির খবরে বলা হয়, বিল গেটস বলেছেন, সমাজে তার সম্পদগুলো দান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এর আগে ২০১০ সালে বিল গেটস তার সব সম্পদ দান করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এরপর থেকে তার সম্পদ দ্বিগুণ হয়েছে। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে তার সম্পদমূল্য ১১৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার।

সৌদি আরবের শিল্পোদ্যাক্তা ও বিলিয়নিয়ার শায়খ সোলায়মান বিন আবদুল আজিজ আল-রাজির সম্পদের পরিমাণ ফোর্বস ম্যাগাজিনের মতে, ৫.৯ বিলিয়ন ডলার। তাকে বিশ্বের ১৬৯তম ধনী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। ২০১০ সালে সোলায়মান আল-রাজি তার বিশাল সম্পদের অর্ধেক ওয়াক্ফ করে দেন। সেই ওয়াক্ফ করা সম্পদের বর্তমান মূল্য ৬০ বিলিয়ন রিয়ালের বেশি। জানা গেছে, এত সম্পদ বিলি করার পর থেকে তার সম্পদের পরিমাণ আরো অনেক বেড়ে গেছে।

কেন এই পথ বেছে নিলেন? এর উত্তরে তিনি বলেন, 'সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর এবং আমরা কেবল তারই যাদের (আল্লাহর) তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বেশ কিছু কারণ ছিল যা আমাকে সম্পদ বণ্টন করতে প্রণোদিত করেছিল এবং এর ফলে এই পুণ্য সম্পাদিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার সন্তানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা।'

মানুষ ও অন্য অনেক প্রাণীই সামাজিক জীব। কোনো মানুষই জীবন চলার পথে একা চলতে পারে না। জগৎ সংসারে তাকেও সবার সাথে মিলেমিশে চলতে হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, সব কিছু একা করার যোগ্যতা বা শক্তি তিনি আমাদের দেননি। একজনকে যেটি দিয়েছেন অন্যজনকে সেটি দেননি। তাই জীবনে চলার পথে আমরা পরস্পর একে অন্যের মুখাপেক্ষী। যদি আমি বলি, পুরো ঢাকা শহর আপনাকে লিখে দেবো আপনি তো খুশিতে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। কিন্তু পরক্ষণেই যদি বলি, আপনাকে ঢাকা শহর লিখে দেবো ঠিকই; কিন্তু লিখে দেয়ার পর আপনি ছাড়া এই শহরে কেউ থাকবে না। আপনি তখন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তার মানে মানুষ মানুষের জন্য, মানুষের জন্যই মানুষের মূল্য, মানুষের জন্যই মানুষের মর্যাদা।

যারা অঢেল অর্থসম্পদের মালিক, তারা যেমন অসহায় ও অসচ্ছলদের সহযোগিতা করে থাকেন, ঠিক এর উল্টো, অসহায়দের সহযোগিতা ছাড়াও ধনীরা একটি দিন পার করতে পারে না।

তৃতীয়ত, মানুষ নানাভাবে সুখ জিনিসটি পেতে চায়; কিন্তু ভুল দর্শনে এই সুখের সন্ধান মানুষকে অন্ধ ও বোকা করে ফেলতে পারে। কেউ হয়তো অবৈধ পথে অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে সাময়িক বাহ্যিক সুখ পেলেও তার এই সুখ তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। আর বৈধ পথে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে যখন মানবতার কল্যাণে তা ব্যয় করে তখন সে সুখ হয় অফুরন্ত। এই পন্থায় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই খুশি। অবৈধ পথে সম্পদ অর্জনকারী নিজেই সাময়িক সময়ের জন্য সুখ পেতে পারে; কিন্তু অন্যের হক নষ্ট করে অবৈধ আয়ের কারণে সুখ স্থায়ী হয় না। এ ব্যাপারে হজরত আলী রা:-এর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

'মানুষ বড়ই আশ্চর্যজনক ও বোকা। সে সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে স্বাস্থ্য হারায়। তারপর আবার স্বাস্থ্য ফিরে পেতে সম্পদ নষ্ট করে। সে বর্তমানকে ধ্বংস করে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আবার ভবিষ্যতে কাঁদে অতীতের কথা স্মরণ করে। সে এমনভাবে জীবন অতিবাহিত করে যে, সে কখনো মরবে না; কিন্তু সে এমনভাবেই মরে যেন সে কখনো জন্মায়ইনি।'

চতুর্থত, অন্যকে সহায়তা করা নিজের মর্যাদাকে জাগিয়ে তোলার একটি ভালো প্রচেষ্টা। তা ছাড়া নিজের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতা লজ্জাজনক, অথচ দুস্থ মানুষের জন্য অন্যের কাছে হাত পাতা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কিছুদিন আগের পত্রিকান্তরে প্রকাশ, নোয়াখালীর একটি গ্রামে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সমাজের ধনী এবং গণ্যমান্য লোকেরা একসাথে বসেও কোনো জমিদাতা পাচ্ছিলেন না। তখন মাইকে ঘোষণা করা হলো- গ্রামের কেউ কলেজের ভূমিদাতা হতে রাজি কি না। একজন রিকশাচালকই ৪০ বছরের সঞ্চয় দিয়ে কেনা এক একর জায়গা দান করে সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, এ জমি দানের মাধ্যমে তিনি যেমন সম্মানিত হয়েছেন, তেমনি তার পরবর্তী বংশধ-রাও যুগ যুগ ধরে সম্মানিত হতে থাকবে।

'যে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের কল্যাণই নিশ্চিত করে' (চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস)। দান-খয়রাত ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে পরস্পরের সেতুবন্ধন তৈরি হয়, প্রাচীরের বাধা ভেঙে খান খান হয়ে যায়। সেতুর বদলে প্রাচীর রচনা করে নিঃসঙ্গ হলে অভিযোগ করার অধিকারও সে হারায়।

পঞ্চমত, রেখে যাওয়া সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও অধিক কল্যাণের নিশ্চয়তা দেয় কেবল দান করা সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে আমরা সারা জীবনে যা আয় করি তার খুব কম অংশই ভোগ করার সুযোগ পাই। যা আমরা ভোগ করি তার বেশির ভাগই অপচয় করে ভোগ করি। সম্পদের বেশির ভাগ অংশই উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যাই। আবার উত্তরাধিকারীরাও খুব সামান্যই ভোগ করার সুযোগ নিয়ে বাকি বিশাল অংশ পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। যা ভোগ করে তার বেশির ভাগই অপচয় কিংবা নষ্ট করে ভোগ করে। আর যদি উত্তরাধিকারীরা মানুষের মতো মানুষ না হয়, তাহলে তারা সমস্ত সম্পদ অপচয় কিংবা নষ্ট করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। উত্তরাধিকার সম্পত্তি পরবর্তী বংশধরদের কাজে লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। কিন্তু আপনার সম্পত্তির একটি অংশ যদি মানুষকে দান করে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারেন তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পেতে থাকবেন।

যাদের অর্থ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বেশি আছে তাদের জন্য উত্তম পলিসি হলো, অধিকসংখ্যক সৎ ও যোগ্য সন্তান রেখে যাওয়া। সম্পদের পেছনে যত সময় আমরা দেই, তার চেয়ে বেশি সময় দেয়া উচিত সন্তান মানুষ করার পেছনে। সম্পদের ভালো একটি অংশ সন্তানকে সৎ ও যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে ব্যয় করা উচিত। নিজের মিনিমাম চাহিদা পূরণের পর প্রত্যেকেরই উচিত বাকি সম্পদ সদকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করে যাওয়া। অসৎ সন্তান আর অবৈধ সম্পদ মূলত অবনতি আর অবক্ষয়ের উপকরণ।

দান বা সহযোগিতার উত্তম খাত কোনটি?

রাসূল সা: বলেছেন, 'দু'টি জিনিস মানুষের উন্নতির উপকরণ। একটি 'উত্তম সন্তান', অন্যটি সদকায়ে জারিয়া। 'যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগিত হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া- সদকায়ে জারিয়া, কিংবা এমন জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় কিংবা এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস-১৬৩১)

'একজন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমলনামায় যা থেকে নেকি যোগ হবে তা হলো- যদি সে শিক্ষা অর্জনের পর তা অপরকে শিক্ষা দেয় ও প্রচার করে, অথবা সৎ সন্তান রেখে যায়, অথবা ভালো বই রেখে যায়, অথবা মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, অথবা মুসাফিরের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করে, অথবা খাল-নদী খনন করে দেয় অথবা জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য সম্পদ থেকে সদকা করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ-২৪২)

আমাদের দেশে উত্তম দানের আরেকটি বড় খাত হলো- দুস্থ রোগীর সুস্থ হাসির সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করা। যেমন- বর্তমানে ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা সিকেডি যা উপরোক্ত দু'টি রোগ, এমনকি ক্যান্সারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ উচ্চ রক্তচাপ কিংবা ডায়াবেটিস ওষুধ ও লাইফস্টাইল পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ক্যান্সারও প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করা গেলে চিকিৎসায় ভালো হয়; কিন্তু পাঁচ বছর অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি তিনজনে একজন এবং ১০ বছর অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের প্রতি পাঁচজনে একজন ক্রনিক কিডনি ডিজিজে (সিকেডি) আক্রান্ত হয়ে যান। সিকেডি মানে দু'টি কিডনিই আস্তে আস্তে স্থায়ীভাবে বিকল হয়ে যাওয়া। তবে একবার বিকল প্রক্রিয়া শুরু হলে তা ওষুধ বা অন্য কোনো উপায়ে ড্যামেজ প্রক্রিয়া থামানো যায় না। রোগীকে শেষ পর্যন্ত ডায়ালাইসিস কিংবা ট্রান্সপ্লান্ট করে বেঁচে থাকতে হয়। কিন্তু ডায়ালাইসিস ও ট্রান্সপ্লান্ট বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও আজীবন চিকিৎসা বিধায় কেউ সাহায্যে এগিয়ে আসতে সাহস করে না। তবে সম্প্রতি বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট' কেরানীগঞ্জে চার শ' শতাংশ জায়গার উপর এই হতভাগ্য সু-বিধাবঞ্চিত রোগীদের জন্য সম্পূর্ণ ফ্রি 'সিজেডএম কিডনি ডায়ালাইসিস অ্যান্ড ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার-কেডিটিসি' স্থাপনের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি চলতি মাসেই কেরানীগঞ্জের শ্যামল বাংলা রিসোর্টে ১০০ জন সিকেডি রোগীর ফ্রি ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করছে। যেকোনো দানশীল ব্যক্তির জন্য জাকাত বা সদকার এটি একটি অতি উত্তম খাত।

অন্যের উপকারে থাকা ব্যক্তিই সমাজের সর্বোত্তম: আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যে নিজেকে অন্যের উপকারে নিয়োজিত রাখতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন মহামানবও ছিলেন না যিনি পরোপকারী ছিলেন না। মানুষের উপকার করলে মর্যাদা বেড়ে যায়, নিজে সর্বদা বিপদমুক্ত থাকা যায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং অহঙ্কার কমে যায়। এ কথা অনস্বীকার্য, কেউ যদি এই দুনিয়াতে স্মরণীয়-বরণীয় ও একই সাথে আখিরাতে প্রকৃত কল্যাণ পেতে চায়, তাহলে সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো, মানুষের উপকারে নিজেকে উৎসর্গ করা। একজন হাজী মোহাম্মদ মোহসিন জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন কেবল দান করে। তার ওই সমসাময়িককালে তার চেয়ে ধনী লোকের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। তাদের কারো নাম আমরা কেউ জানি না। কিন্তু হাজী মোহাম্মদ মোহসিন ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যে ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদের প্রতিদান বর্ধিত করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।' (সূরা হাদিদ-১৮) 'বিধবা ও অসহায়কে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।' (বুখারি, মুসলিম)

পরোপকার আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা: 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।' (সূরা মায়েদা)

'আর যাদের ধনসম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক, যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের' (সূরা আল-মাআরিজ : ২৪-২৫)। তাই সু-বিধাবঞ্চিতদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমাদের অনেক বেশি তৎপর হতে হবে। বিত্তবানদের সম্পদ মানুষের জন্য খরচ না করে তা জমিয়ে রাখা বা খরচে কৃপণতা করা, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের অপচয় করা এবং অসহায়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করাও এক ধরনের জুলুম। এ ধরনের চরিত্রের লোকদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারিত হয়েছে- 'যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়; আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আজাব।' (সূরা নিসা-৩৭)

কারো অধিক সম্পদ হওয়াকে আল্লাহ পরীক্ষা হিসেবেই দেখতে চান: 'আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।' (সূরা আলে ইমরান-১৮০)

প্রাণের বৈশিষ্ট্যে মানুষ ও জীবজন্তু প্রায় অভিন্ন। মানুষ বুদ্ধিমান জীব বলে অন্য সব জীবজন্তু একেবারে বুদ্ধিহীন নয়; বরং বুদ্ধির সাথে বিবেক ও আপন চাহিদার সাথে মানবিকতার সংশ্লেষই অন্য সব জীবজন্তুর ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে। আর মানুষের মধ্যে সম্মানের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হলে মানুষকে সহযোগিতার বিকল্প নেই।

পরোপকার হলো, মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের অলঙ্কার: মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে' (সূরা-৩, আলে-ইমরান, আয়াত-১১০)। এ বিষয়ে বিশ্বনবী সা: বলেন, 'তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি সদয় হও, তাহলে আসমানের মালিক আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি সদয় হবেন।' (তিরমিজি-১৮৪৭)।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'মুমিন, মিলেমিশে থাকে। তার মধ্যে ভালো কিছু নেই, যে মিলেমিশে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি মানুষের বেশি উপকার করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ।' (আল-মু'জামুল আওসাত-৫৭৮৭)।

গোটা বিশ্ব ও আল্লাহর সৃষ্ট সব কিছুই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত : রাসুলে কারিম সা: বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। একটি পরিবারে মা-বাবা, ভাইবোন সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতায় চলতে হয়। (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)



বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগে আঞ্চলিক শান্তি ও সহযোগিতা প্রয়োজন











(শেষের পাতার পর)‘

ইকোনমিক কূটনীতি’র মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীর সমস্যার বিষয়ে সরকার অবগত এবং এসব সমস্যা সমাধানে সরকারবদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশে বিনোয়াগকারী ৭জন বিশিষ্ট প্রবাসীর গ্রেফতারের ঘটনায় নিজেই বিব্রত উল্লেখ করে ড. মোমেন বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি। খবর ইউএনএ’র।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম। নিউইয়র্কে বাংলাদেশে কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম ছাড়াও সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট রাজনীতিক এম এ সালাম ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ’র সভাপতি অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী ও মুজাহিদুল ইসলাম, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লীডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম সহ সভায় আজিমুর রহমান বুরহান, অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, রুহুল আমীন সিদ্দিকী, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, রেজাউল আলম (অপু) প্রমুখ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আর সময়ের অভাবে মঞ্চে উপবিষ্ট অধিকাংশ অতিথি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বক্তব্য রাখতে পারেননি। সভায় দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী প্রবাসীদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের কাছে হস্তান্তর করেন।

সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন ‘নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইর্ক’ রুটে বিমান চলাচল সম্পর্কে বলেন, এজন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সকল ব্যবস্থা এবং যা যা উদ্যোগ নেয়া দরকার তা করা হয়েছে। এখন শুরু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুমতি দরকার। এজন্য তিনি ইউএসএ সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রবাসীদের এনআইডি প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেন এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আর যতদিন প্রবাসীরা এনআইডি না পাবেন ততদিন তাদের পাসপোর্ট ‘এনআইডি’র মতো কাজ করবে।

সিলেট-১ আসনের এমপি ড. মোমেন বলেন, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চার লেন নয়, প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে ছয় লেনের মহাসড়ক নির্মান করা হচ্ছে। এছাড়াও সিলেট শহরের সকল রাস্তা উন্নয়ন ও প্রশস্ত করা হচ্ছে। এবং মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যুৎ লাইন নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সিলেটের ৫০০ বেডের ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ৯০০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ২২টি আইসিইউ।

ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, প্রবাসীদের সেবায় কনস্যুলেটের সেবা আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। কনস্যুলেটে সেবা নিতে এসে কেউ যেনো ফিরে না যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, আমার স্টাফদের বলা আছে। ‘আমরা পরবো না’ এমন কথা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। তিনি বলে, প্রবাসীদের অন্যতম দাবী এনআইডি’র বিষয়ে যখন যে মন্ত্রী মহোদয় কনস্যুলেটে এসেছেন, আমি তাঁদেরকে বিষয়টি অবহিত করেছি। প্রবাসীদের সেবা দিতে কনস্যুলেটের অন্তরিকতার কোন অভাব নেই।

বদরুল হোসেন খান ঢাকায় যুক্তরাজ্যের ৭জন প্রবাসীকে গ্রেফতারের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তারা বিনিয়োগকারী। কেন তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তা তদন্তপূর্বক প্রবাসীদের মুক্তি দেয়ার দাবী জানান। তা না হলে প্রবাসীরা দেশে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। তিনি আগামীতে প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক আসলে তাঁর সাথে সিলেটবাসীদের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের প্রতি দাবী জানান।

সভায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি মওলানা ছয়ফুল হক সিদ্দিকী। সভায় বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।



Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

(শেষের পাতার পর)

ও প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সংবাদ প্রচারে নতুনধারা আর অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা যোগ করে টাইম টেলিভিশন। অদ্যাবধি চ্যানেলটি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশীয় সংস্কৃতি, আপসহীন সংবাদসহ সুস্থ বিনোদন। অতিমারির সময় ভিন্নমাত্রার অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ' দর্শকদের দিয়েছে পথের দিশা। 'টাইম এক্সক্লুসিভ' টাইম টিভি'র অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন-এর নতুন বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যঅ সাড়ে ৬টার দিকে মিডিয়া দুটির বার্তা কক্ষে অনাড়ম্বরভাবে কেক কেটে উভয় মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের মিডিয়া দু'টির বর্তমান ও সাবেক সাংবাদিক/কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন। এসময় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে সাঈদ তারেক, সালেম সুলেরী, মাইন উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, শাহেদ আলম, সুলতানা রহমান, সৌরভ ইমাম, ডেভিড সরকার, জনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্যরা অফিসে এসে জনাব আবু তাহেরকে শুভেচ্ছা জানান।



সংশ্লিস্টরা জানান, প্রতিদিনের রাত ৮টার 'টাইম নিউজ' আর 'টাইম এক্সক্লুসিভ' ছাড়াও এর ইল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্যে রয়েছে- সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান 'প্রেস ভিউ', ধর্মীয় অনুষ্ঠান 'ইউনিভার্সেল ভয়েস অব পিস' ও 'দ্যা বাইবেল শো', বিনোমনমূলক অনুষ্ঠান 'ইন্টারটেইনমেন্ট টাইম', স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান 'হেলথ এন্ড ওয়্যারনেস', শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান 'ইউর এডুকেশন, ইউর ফিউচার', গানের অনুষ্ঠান 'মিউজ্যিক্যাল আওয়ার' ছাড়াও রয়েছে- 'ইমিগ্রেশন এন্ড ল', 'জয়িতা-অপরাজিতা', 'টাইম পলিটিক্স', 'টাইম টক', 'ক-মিউনিটি অ্যাফেয়ার্স', 'পয়েন্ট অব ভিউ' প্রভৃতি অনুষ্ঠান।

টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির ক্ষমতায়তন, মুক্তবুদ্ধি, শুদ্ধচেতনা, স্বাধীনতার জয়গান, তারুণ্যের উদ্ভাবন, অসাম্প্রদায়িক মনন গঠন আর বাংলা সংস্কৃতি চর্চার উর্বরক্ষেত্র টাইম টেলিভিশন। নানা-মাত্রিকতায় এটি অনন্য এবং অগ্রণী। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি সকল দর্শক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং আগামী দিনে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন চলার পথে সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & Investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

কেন মানুষ মানুষের জন্য?

(৩৬ পাতার পর)

আর গোটা সৃষ্টি পরিবার বলতে আল্লাহর রাসূল সা: বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও সব ধরনের সৃষ্টি যাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের জীবন চলে না তাদের সবাইকেই বুঝিয়েছেন।

ইসলাম পরোপকারের চেতনায় কোনো শ্রেণীভেদ করেনি। ইসলাম বরং বড়-ছোট, ধনী-গরিব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজাতি-বিজাতি, মুসলিম-অমুসলিম এসব ব্যবধানের উর্ধ্বে উঠে শান্তি ও সৌহার্দ্যরে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

পরোপকারে সরাসরি আল্লাহর সাহায্য লাভ সহজ হয়: প্রিয় নবীজী সা: বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়াবি সমস্যাগুলোর একটি সমাধান করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তার আখিরাতের সঙ্কটগুলোর একটি মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তায়ালাও তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-গুণ গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।' (মুসলিম-২৬৯৯)

সমাজবদ্ধ মানুষ এককভাবে বেঁচে থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। তাই সমাজের প্রতিটি সদস্যই পরনির্ভরশীল।

কিভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়?

প্রথমত, সরাসরি পরোপকার করে, যেমন মানুষের যেকোনো বিপদে, দুঃখে-কষ্টে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে সহমর্মী হয়ে সব ধরনের সহযোগিতা করা।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জন্য সবসময়ই কল্যাণ কামনা করা। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, 'কল্যাণ কামনাই প্রকৃত দ্বীন'। এর মানে হলো- একজন মানুষ সবসময়ই অন্য মানুষের ভালো হোক, এটি কামনা করবে। এটি এ জন্য যে, আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের উপকার করতে পারবেন না যতক্ষণ না তাকে ভালোবাসবেন এবং তার কল্যাণ কামনা করবেন।

ব্যক্তি বা মানব সমাজকে দুষ্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করেও মানুষের প্রভূত উপকার করা যায় এবং এ ধরনের উপকারের কল্যাণ ও সওয়াব অনেক বেশি। তাই সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসঙ্গতি ও অপকর্ম বন্ধ এবং সমাধানের নিয়তে কাজ করার চেষ্টা করাও হলো পরোপকার।

সহযোগিতা ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্নভাবে উপকারের চেয়ে পরিকল্পিত সামাজিক ও সদকায়ে জারিয়া ধরনের উপকার উত্তম।

সামাজিক উপকার যেমন- মাদকমুক্ত সমাজ গড়া, মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে মুক্ত করা।

যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়া। যৌতুক দেয়া ও নেয়ার কুফল সম্পর্কে অন্যকে সচেতন করতে কাজ করা।

এসিড সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গড়া। এটি মারাত্মক অপরাধ-তা মানুষকে জানানো। ধর্ষণমুক্ত সমাজ উপহার দিতে কাজ করা। ধর্ষণ ঠেকাতে যথাযথ কাজ করা। স্বাস্থ্যবান সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখা। বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করা, সব ধরনের চিকিৎসায় সার্বিক সহযোগিতা করা। ঘুষ-দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সমাজকে গড়ে তোলা। যেকোনো সামাজিক নির্যাতন রোধে কাজ করা। রাষ্ট্রীয় উপকার, মানে ভালো প্রশাসন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন ধরনের ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

দান-সদকাহ করে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি বড় ও উত্তম সুযোগ। ইসলামে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাটাগরির দান-সদকাহ আছে। যেমন- বছরে একবার নির্দিষ্ট পরিমাণ মালামাল, অর্থ-সম্পদ, ফসল, ব্যবসার উদ্দেশ্য গৃহপালিত পশু পালন ইত্যাদির ওপর জাকাত বা উশর ফরজ হিসেবেই আদায় করতে হয়। সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হিসেবে আদায় করতে হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য যেকোনো পরিমাণ দান যা মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হয় যার অফুরন্ত কল্যাণের কথা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- তা সবই নফল বা সুন্নত পর্যায়ে পড়ে।

দান-সদকাহ আল্লাহর কুরআনের দৃষ্টিতে উত্তম ঋণ যা তার বান্দার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'কে আছে যে আল্লাহকে কর্জে হাসানা-উত্তম ঋণ দেবে, তাহলে তিনি তার জন্য একে বর্ধিত করে দেবেন এবং তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদানও রয়েছে।' (সূরা-৫৭ হাদিদ, আয়াত-১১)

'আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে, এর বিনিময়ে।' (সূরা-৯ তাওবা, আয়াত-১১১)। 'নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, যে ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, তাদের প্রতিদান বর্ধিত করা হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।' (সূরা-৫৭, হাদিদ, আয়াত-১৮)

কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সঙ্কীর্ণ ও প্রসারিত করেন এবং তারই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে।' (সূরা বাকারাহ-২৪৫)

সদকা বা সাহায্যের ধরণ: হাদিস শরিফে আছে, নবী করিম সা: ইরশাদ করেন, 'তোমার ভাইয়ের চেহারায় তাকিয়ে মুচকি হাসাও তোমার জন্য একটি সদকা। সৎকাজের জন্য আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাও সদকা। পথ হারানো কাউকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়াটাও তোমার জন্য সদকা। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল- এমন কাউকে সহযোগিতা করাও তোমার জন্য সদকা। রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা আর হাড্ডি সরিয়ে দেয়াও তোমার জন্য সদকা। ভাইয়ের বালতিতে তোমার বালতি থেকে একটু পানি ঢেলে দেয়াও তোমার জন্য সদকা।' (জামে তিরমিজি, হাদিস-১৯৫৬)

বিনিময় কামনামুক্ত ও শর্তহীন দানই গ্রহণযোগ্য দান হিসেবে স্বীকৃত : 'যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোনো কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোনো ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না।' (সূরা বাকারাহ-২৬২)

উত্তম কথা বলা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা সে দানের চেয়ে শ্রেয়, যে দানে আসে কষ্ট। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল।' (সূরা বাকারাহ-২৬৩) 'অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার সৌভাগ্যের উৎস আর তাদের সাথে দুর্ব্যবহার দুর্ভাগ্যের উৎস।' (আবু দাউদ)

'তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান করো আর যে তোমার ওপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করো।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস-১৭৪৫২)

দানের চেয়ে অধিক পাওয়ার আশায় দান করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'অধিক পাওয়ার আশায় তুমি দান করো না'। (সূরা মুদ্দাছছির-৬)

দান মানুষের মধ্যে ভালোবাসার সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে : তোমরা একে অন্যকে হাদিয়া দাও, এতে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।' (বুখারি, হাদিস-৫৯৪)

আবার অন্য হাদিসে তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি তোমাকে কিছু দেয়, সম্ভব হলে তুমিও তাকে কিছু দাও, তা যদি না পারো, তাহলে তার প্রশংসা করো। আরেক হাদিসে বলেছেন, 'তার জন্যে দোয়া করার কথা।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'জীবনের আসল মানেটা তখনই ফুটে উঠে যখন আপনি অন্যের উপকার করার মাঝে নিজের সুখ খুঁজে পান।' প্রকৃতপক্ষে অন্যের উপকারের মধ্যেই আমাদের নিজেদের উপকারটি নিহিত। আমরা যদি কাউকে উপকার করি, তবে তা একটি সার্কেল প্রদক্ষিণ করে আমাদের কাছেই ফিরে আসে।

বেশি মানুষের হৃদয়ে বেশি সময়ের জন্য বাঁচতে চাইলেও এই দান-খয়রাতই হলো সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর ব্যবস্থা। একজনকে সাহায্য করলে হয়তো দুনিয়া বদলে যাবে না, তবে ওই একজনের দুনিয়া বদলে যাওয়ার কারণে আপনিও নিশ্চিত বদলে যাবেন। আমাদের সাহায্য হতে হবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে। এ জন্যই মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'মানুষ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না জেনেও তাকে সাহায্য করার নামই হচ্ছে মানবতা'। যে ব্যক্তি বিধবা, গরিব, অভাবী ও অসহায়দের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-তদবির করে, সে আল্লাহর পথে ব্যস্ত ব্যক্তির সমতুল্য' (আল হাদিস)। সহিহ মুসলিম শরিফে উল্লেখ আছে- 'আল্লাহ তায়ালা বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ সে অপর ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।' (মুসলিম-২৩১৪)

অন্যকে সহায়তা করা মানুষের মর্যাদাকে জাগিয়ে তোলার একটি ভালো প্রচেষ্টা। মানুষকে সাহায্যের জন্য বিত্তের চেয়ে চিত্তের প্রয়োজন বেশি।

লেখক: স্বাস্থ্য-বিষয়ক নিবন্ধকার ও কলামিস্ট

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর

)নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

বিজয়ীদের মাঝে ইসি'র সার্টিফিকেট হস্তান্তর

(শেষের পাতার পর)

এ উপলক্ষ্যে এলমহার্স্টস্থ সোসাইটির কার্যালয়ে গত রোববার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, সোসাইটির নির্বাচনে 'রব-রুহুল' প্যানেলের প্রার্থীরা সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের ১৯ পদেই জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রোববার সোসাইটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত কমিটির 'রব-রুহুল' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তারা প্রথমে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অফিসিয়াল ফলাফল গ্রহন করেন। এরপর বিজয়ী কর্মকর্তাদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল ইউ আহমেদ ফলাফল ও সার্টিফিকেট হস্তান্তর করেন। এসময় কমিশনের সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহম্মদ এ. হাকিম মিয়া, কাওসারুজ্জামন (কয়েস) এবং রুহুল আমিন সরকার উপস্থিত ছিলেন। নব নির্বাচিত সভাপতি আবদুর রব মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বে বিজয়ী প্রার্থীরা একে একে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন।

সোসাইটির অফিসিয়াল ফলাফল ও বিজয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সোসাইটির ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান এম আজিজ, ট্রাষ্টি সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, আলহাজ মফিজুর রহমান ও মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল সহ মোহাম্মদ তাজু, জাহিদ মিন্টু, মাসুদুল হক সানু, জামান তপন, ওয়াহিদ কাজী এলিন, মফিজুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে পরাজিত প্যানেল 'নয়ন-আলী' পরিষদের নেতারা ফলাফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। তারা মনে করছেন, নির্বাচনে মেশিনে ত্রুটি ছিল এবং অনিয়ম হয়েছে। এ কারণে পারিবারিক ও অন্যান্য ব্যস্ততা দেখিয়ে তারা ফলাফল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে সোসাইটির দায়িত্ব হস্তান্তরের দিনক্ষণ এখনো ঠিক হয়নি। সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রহিম হাওলাদার দায়িত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে বলেন, এখনো দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। আমরা যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করবো। তবেট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান দিনক্ষণ ঠিক করবেন। তিনি বলেন, নতুন কমিটির কাছে আমরা যে হিসাব বুঝিয়ে দেব, তা সিপিএ দিয়ে সার্টিফায়েড করিয়েই দেব। কারণ, আমরা চাই না এ নিয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো জটিলতা তৈরি হোক। আমরা ২০২১ সাল পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ আপ টু ডেট করে রেখেছি। তবে ২০১৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত কমিশনকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং কী পরিমাণ অর্থ খরচ হয়েছে, সেই হিসাব আমরা এখনো কমিশনের কাছ থেকে পাইনি। কমিশন আমাদেরকে তা দিলে, সেই হিসাবও সোসাইটির সকল হিসাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সার্টিফায়েড করে দেওয়া হবে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

‘বাংলাদেশে পাপারাজ্জি কালচারের জনক শাকিব খান’

(শেষের পাতার পর)

খান-বুবলীর ‘লিডার আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমার শুটিং সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন তপু খান। শাকিবের সঙ্গে বুবলী অভিনয় করছেন ছবিটিতে।

এই সিনেমার শুটিংয়ে আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল কঠোর গোপনীয়তার। এর পরও গণমাধ্যমকর্মীরা শাকিব খানের ছবি তোলার জন্য অপেক্ষা করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কঠোর নিরাপত্তায় পাঁচতারা হোটেলে শুটিং হলেও সেখানে সাধারণের যাতায়াত ও সব ধরনের ক্যামেরা বহন ছিল নিষেধ। তবু নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেদ করে দু-একটি টেলিভিশন গণমাধ্যম ঢুকে পড়েছিল।

শনিবার সন্ধ্যায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, সোনারগাঁও হোটেলের ফটকের আশপাশে প্রচুর ভিড়। শাকিব খানকে একনজর যেমন দেখতে চান তেমনি সুযোগ পেলেই ক্যামেরায় ধারণ করতে চান কেউ কেউ।

জানা গেছে, শুধু শাকিব খানের শুটিংয়ের ভিডিও ফুটেজ ধারণ করার জন্য দু-একটি বেসরকারি টেলিভিশনের কর্মীরা বুফে ডিনার খেতে গিয়েছিলেন সোনারগাঁও হোটেলে। শাকিব খানের সঙ্গে ছবি তুলতে না পেরে একটি শীর্ষ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শুধু নির্মাতার সঙ্গে ছবি তুলেই চলে এসেছেন।

তপু খান বলছেন, ‘আসলে দুটি টেলিভিশন চ্যানেলে এসেছিল ভিন্ন আয়োজনে। তারা কী করেছে দূর থেকে সেটা জানি না। আমাদের সেটের কাছাকাছি আসেনি। আসলে শাকিব ভাই কাজে ফাঁকি দিয়ে মিডিয়ার মুখোমুখি হতে চাইছিলেন না। তিনি কাজপাগল মানুষ। ফলে নিরাপত্তা বেষ্টনী ছিল কঠিন। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেশ কিছু সিকিউরিটি গার্ড ছিল শাকিব ভাইয়ের নিরাপত্তায়, যেন কোনোভাবেই সাধারণ মানুষ শাকিব ভাইয়ের কাছে যেতে না পারে।’

তপু খান বলেন, ‘এর পরও আমি দেখেছি শাকিব ভাইকে নিয়ে উন্মাদনা। গণমাধ্যমকর্মীর ভাইয়েরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন একটি বক্তব্য নেওয়ার। কিন্তু শাকিব ভাই কাজে মগ্ন ছিলেন। প্রযোজনা সংস্থা শুটিং নষ্ট করে তো সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে না। এতে কাজের ক্ষতি হবে। স্বাভাবিকভাবেই শাকিব ভাইকে নিয়ে মিডিয়ার এই চেষ্টাই বলে দেয় বাংলাদেশে পাপারাজ্জি কালচারের জনক শাকিব খান।’

শুধু এই ছবির শুটিংয়ে নয়। শাকিব খান যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা স্মরণযোগ্য বলে মনে করেন তপু খান। নির্মাতার দাবি, বাংলাদেশের কোনো অভিনয়শিল্পীকে নিয়ে এটা হয় না। তিনি বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন নামিদামি তারকাদের নিয়ে পাপারাজ্জিরা তৎপর থাকেন। যেটা বাংলাদেশে কোনোকালেই ছিল না। শাকিব ভাইয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা দেখলাম।’

শাকিব খান ও শবনম ইয়াসমিন বুবলী এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় ‘লিডার আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমার গানের শুটিংয়ে অংশ নেন। এরপর অনেক রাত পর্যন্ত লাইট ক্যামেরার সামনে থেকে গানের কাজ শেষ করতে হয়। শুটিংয়ে দু’জনের রসায়ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্যামেরায় উঠে এসেছে বলে জানালেন তপু খান।

‘লিডার আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমাটি কবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে, এ বিষয়ে জানতে বেঙ্গল মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের পরিচালক ও আরটিভির সিইও সৈয়দ আশিক রহমান রোববার (২ অক্টোবর) দুপুরে বলেন, ‘ছবির শুটিং তো মাত্র শেষ হলো। এখন আমরা বেশি দেরি করবও না। সম্পাদনা ও আনুষঙ্গিক যে সকল কাজ রয়েছে, সেসব শেষ করেই মুক্তির প্রক্রিয়ায় যাব।’

‘লিডার আমিই বাংলাদেশ’ সিনেমার মাধ্যমেই তপু খান চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন।

‘পাকিস্তানকে হারানোর কৌশল

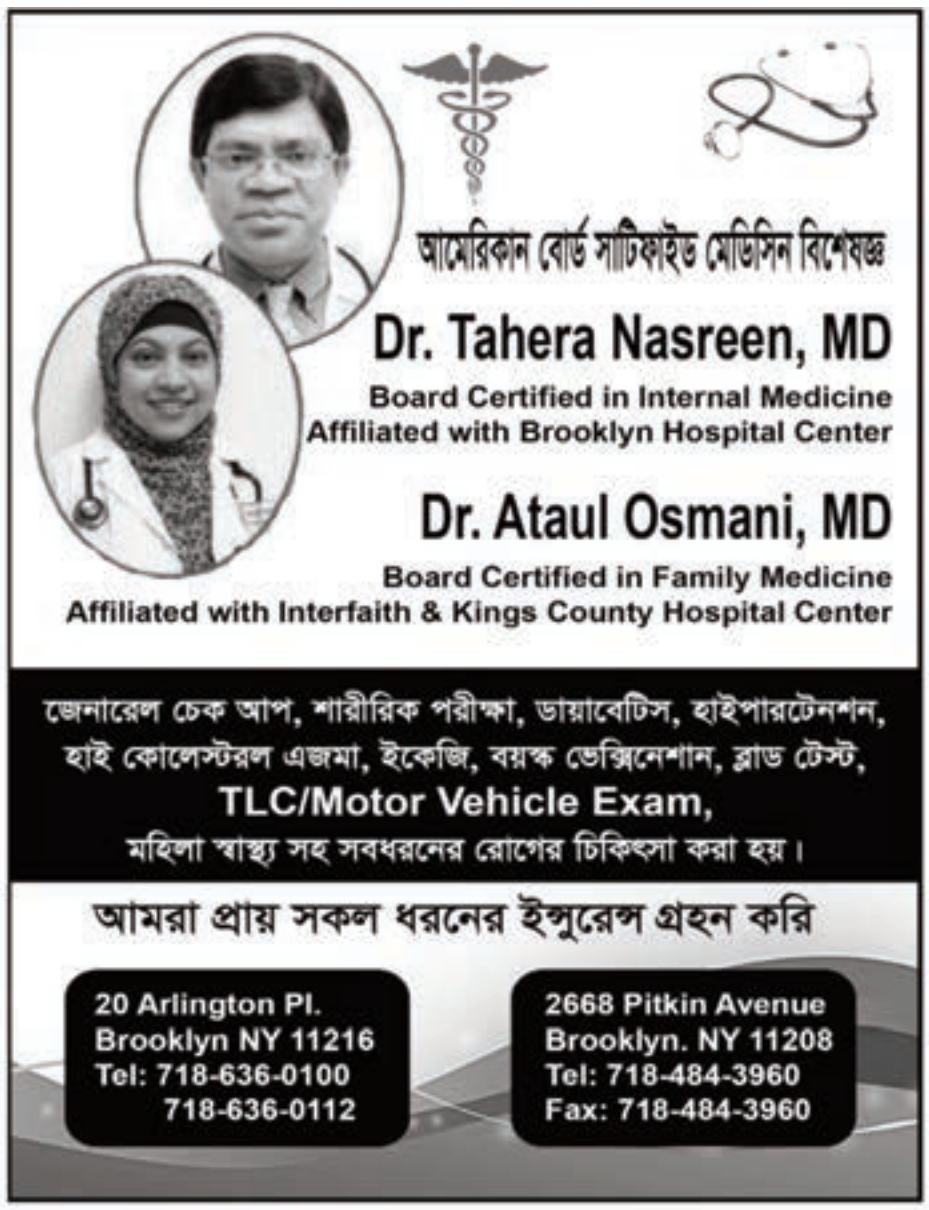
(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশ। সোমবার ৩ অক্টোবর) বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ গ্রুপের অন্যতম সেরা প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামার আগে রোববার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন জাতীয় দলের তারকা ওপেনার রুমানা আহমেদ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠের লড়াইয়ে নামার আগে বোলিং অলরাউন্ডার রুমানা বলেন, পরিকল্পনা তো আসলে ওভাবে নেওয়ার কিছু নাই। আমরা ওদের সঙ্গে বেশ কিছু ম্যাচ খেলেছি, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি দুটোই। আমার মনে হয় এখন অবধি যেভাবে প্রস্তুত আছি, ওদের সঙ্গে খেলার জন্য যথেষ্ট।

রুমানা আরও বলেন, আমরা তো আমাদের শক্তির জায়গা দেখব। আমরা শক্তভাবেই এগোচ্ছি। শেষ কয়েকটা টুর্নামেন্টে আমাদের মেয়েরা অনেক ভালো করেছে। আমরা বড় কিছু অর্জন করতে চাই। এটুকু বলতে পারি আমাদের মেয়েরা ভালো করছে। সামনের ম্যাচগুলোতে আরও ভালো করবে।

তিনি আরও বলেন, ওরা স্পিন বল ভালো খেলে জানি। কিন্তু স্পিন দিয়েই তো ওদের বরাবর অ্যাটাক করেছি। আমাদের স্পিনাররা আগে যেটা করত, তার চেয়ে বেশি ভালো করছে। আমরা যে ম্যাচগুলো খেলেছি, স্পিনাররা সেরাটা দিয়ে আসছে। এখানেও পাকিস্তানকে হারাতে স্পিন যথেষ্ট।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫ সে-১২/১৯

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট। **যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

পার্কচেস্টার ৬ ট্রেন স্টেশনে এক ব্লক। প্রাইম লোকেশনে ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী অথবা মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। মোস্তফাঃ ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪

আবশ্যক

আবশ্যক

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী পরিবারের একটি ১০ বছরের স্পেশিয়াল বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য একজন বাঙালী মহিলা প্রয়োজন। আগ্রহীকে ইংরেজী জানতে হবে এবং বয়স ৩৫-৪০ হতে হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮ সে-০৫/০৬

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

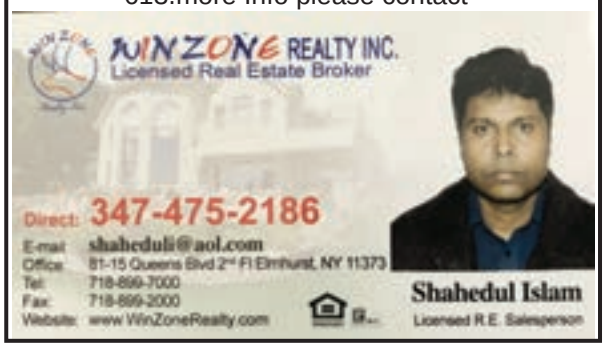
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444















গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে বাংলাদেশীদের সমর্থন

(শেষের পাতার পর)

অগ্রসরমান কমিউনিটি হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশীরা মূলধারার রাজনীতিতে ক্রমশ: তাদের গুরুত্বও বাড়িয়ে তুলছেন। আর তাই তো সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় গভর্নর বাংলাদেশীদের এক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ইতিপূর্বে তিনি জ্যাকসন হাইটস এলাকার বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ৭৩ স্ট্রীট পরিদর্শন করে কমিউনিটি মিডিয়ার শিরোনাম হন। তারও আগে পরিদর্শন করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)। উল্লেখ্য, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গভর্নর পদে পুনরায় লড়ছেন ক্যাথি হোকুল। তিনি হচ্ছেন নিউইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম নারী গভর্নর।

সিটির উডসাইডস্থ গুলশান টেরেস মিলনায়তনে ক্যাথি হোকুলের সম্মানে 'বাংলাদেশিজ ফর কাথি হোকুল' এর ব্যানারে আয়োজিত ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, নিজের অধিকার-মর্যাদার স্বার্থে ব্যালট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া জরুরি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষী হামলা বন্ধের জন্যেও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদেরকে বিজয়ী করা দরকার। এটাই সময়ের দাবী। নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি'র চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ, মূলধারা রাজনীতিক ও ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোমকেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, ক্যাসেল হিল মেডিকেল অব নিউইয়র্ক'র সিইও রাহাত মুক্তাদির, গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের সিইও শাহনেওয়াজ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টের সিইও বাবু খান, শাহ গ্রুপের কো-ফাউন্ডার ফৌজিয়া জে চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, অভিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমী এবং নিউইয়র্কের উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশীরাও ইতিমধ্যেই সমগ্র কমিউনিটিতে নিজের অবস্থানকে উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা মেধাবী এবং নিষ্ঠাবান। গভর্নর উল্লেখ করেন, করোনা-কালীন মহাসংকটে আমরা যেভাবে পরস্পরের সহযোগী ছিলাম, একই চেতনায় আগামী দিনগুলোতেও সম্প্রীতির বন্ধনকে সুসংহত রাখতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। এই নিউইয়র্কে এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি পুনরায় বিজয়ী হলে সেগুলোর সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করবো। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ বলেন, ক্যাথি হোকুলকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি এ কারণে যে, তিনি অভিবাসী সমাজের দুঃখ-কষ্টের সাথে পরিচিত। তিনি পুনরায় বিজয়ী হলে নিরাপদ কমিউনিটি গড়তে সক্ষম হবেন।

গিয়াস আহমেদ বলেন, ক্যাথি হোকুল তার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্ব গুণে সামনের দিনগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও বিজয়ী হবেন বলে আশা করছি। সে লক্ষ্যে এখন থেকেই সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা মোর্শেদ আলম ও সিটি মেয়রের ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহান ছাড়াও বিশিষ্টজনদের মধ্যে জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম, পিয়ার ট্যাক্স সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট পিয়ার মোহাম্মদ, পিরান ফ্যাশনের সিইও মোহাম্মদ আলম নমী, আমদানি প্রতিষ্ঠান হক এ্যান্ড সন্স'র সিইও এ কে এম ফজলুল হক, নেট কেবল'র সিইও রহমান মালিক, ডিপ্লোম্যাট গ্রুপ ফ্যাশন ইনকের সিইও ফেড রকী, ফোর স্টার ইমপোর্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশনের প্রেসিডেন্ট বিলাল চৌধুরী, শাহ শহীদুল হক সাঈদ, জাহাঙ্গীর আলম জয় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এই অনুষ্ঠানে ৫০ হাজার ডলারের মত অর্থ সংগৃহীত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

ডিজিটাল আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয়

(শেষের পাতার পর)

অনেক কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। এই আইনের কিছু অপপ্রয়োগ হচ্ছে, অপপ্রয়োগ বন্ধ হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে এটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারবে না। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, সোস্যাল মিডিয়ার এই যুগে নানা গুজব/অপতথ্য ছড়াচ্ছে। অনেক অপরাধ ডিজিটালী হচ্ছে। এই অপরাধ বিচারের আওতায় আনতে সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করেছে। এটি সাংবাদিকদের জন্য নয়। তবে কিছু কিছু ধারায় সাংবাদিকদের আপত্তি থাকায় সরকার তা সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছে। ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, দেশের একজন দূত হিসাবে দেশকে ইতিবাচকভাবে বিশ্বে তুলে ধরার দায়িত্ব প্রবাসী সাংবাদিকদের। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। প্রবাসী সাংবাদিকদের কাছে দেশের মানুষ দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা প্রত্যাশা করে। কোনো প্রকার গুজবে কান না দিয়ে, চোখ কান খোলা রেখে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ফরিদা ইয়াসমিন উপরোক্ত কথা বলেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সফর কভার করতে আসা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সম্মানে এই সভার আয়োজন করা হয়।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং টাইম টেলিভিশনের সিইও, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক আজকাল এর বিশেষ প্রতিনিধি মনোয়ারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক আজকাল এর উপদেষ্টা সম্পাদক মনজুর আহমেদ, সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাবেক সভাপতি ও বর্ণমালা.কম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আজকাল এর সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকু, পিপল এন টেক-এর সিইও ইঞ্জিনিয়ার আবু হানিফ, প্রথম আলো নিউইয়র্কের সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের খান মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, বিশিষ্ট অভিনেত্রী রেখা আহমদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ড. শওকত আলী, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সিনিয়র সাংবাদিক মাইন উদ্দিন আহমেদ ও জয়নাল আবেদীন, নিউইয়র্ক বাংলা.কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, সাংবাদিক মাহমুদ খান মেনন, বিএফইউজে'র সাবেক দপ্তর সম্পাদক ইমরান আনসারী, প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক মোমিন মজুমদার, প্রেসক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম সোলায়মান, ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশিদ আহমদ, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হক, ফটো সাংবাদিক সানাউল হক, প্রেসক্লাব সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ কাজল, দিদার চৌধুরী, রওশন হক, সুজাত আলী ও হাবিবুর রহমান।





অসুস্থতার কারনে নিউইয়র্কে অবস্থানরত এ মতবিনিময় সভায় যোগ দিতে পারেন নি জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক জিয়াদুর রহমান জিয়াদ (বিটিভি), সাংবাদিক আব্দুল্লাহ তুহিন (যমুনা টিভি), রফিউল ইসলাম টুটুল (পূর্বাঞ্চল), নাইম হাসান (এনআরবিটিভি) ও ফসিহ উদ্দীন মাহতাব (প্রতিদিনের বাংলাদেশ), শেখ সেলিম আহমেদ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রবাসের সাংবাদিকদের

অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেলসহ প্রবাসীরা বাংলাদেশের সব উন্নয়নের অংশীদার। দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো গুজব, অপপ্রচারে কান না দিয়ে উন্নয়নের পাশে থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করুন। লাল সবুজের বাংলাদেশ আমাদের সবার। সবাই মিলে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। প্রবাসী সাংবাদিকদের এ দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়।' এসময় জাতীয় প্রেসক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে এলে একটি দলের বিক্ষোভ আয়োজনের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'দাবী দাওয়া থাকলে স্মারকলিপি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বহির্বিশ্বে এসব কর্মকান্ড দেশের প্রতি কোন দায়িত্বশীল আচরণ নয়।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য ও প্রবাসী সাংবাদিকরা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। নৈশ ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // October 03 // 2022

জেরুজালেমে ব্রিটিশ দূতাবাস স্থানান্তর না করার দাবি



ঢাকা ডেস্ক, ২ অক্টোবর : ইসরাইলের তেলআবিব থেকে ব্রিটিশ দূতারাস জেরুজালেমে স্থানান্তর না করার দাকি জানিয়েছেন আরব দেশগুলোর কূটনীতিকরা। ব্রিটেনের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে তারা এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানান। খবর আরব নিউজের। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্যা গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ইসরাইলের ব্রিটিশ দূতাবাস জেরুজালেমে স্থান্তরে আগ্রহী। এ খবর প্রকাশের পর লন্ডনে নিযুক্ত আরব দেশগুলোর কূটনীতিকরা একজোট হয়ে এ পদক্ষেপ থেকে লিজ ট্রাসকে সরে আসার জন্য একটি চিঠি পাঠান। ইসরাইল জেরুজালেমে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করছে। অন্য দিকে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রত্যাশায় আছেন ফিলিস্তিনিরা।

তীর্থযাত্রীদের নিয়ে পুকুরে ট্রাক্টর, নিহত ২৬

ঢাকা ডেস্ক, ২ অক্টোবর : ভারতের কানপুরে ঘাটমপুর এলাকায় শনিবার রাতে তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে গেলে অন্তত ২৬ জন প্রাণ হারান।

নিহতদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।ট্রাক্টরটিতে ৫০ জন যাত্রী ছিলেন। খবর আনন্দবাজার পত্রিকার।

উন্নাওয়ের চন্দ্রিকা দেবী মন্দির থেকে ফিরছিলেন তীর্থযাত্রীরা। কানপুরের কাছে গাড়িটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

তার পর একটি পুকুরে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই সেই ট্রাক্টর। দুর্ঘটনার পর দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয়রা।

খালি হাতেই পুকুর থেকে একের পর এক মৃতদেহ তুলতে দেখা গেছে তাদের। পুলিশ এবং স্থানীয়দের চেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করে রাতেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় শনিবার রাতেই শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি নিহতদের পরিবারের জন্য ২ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন মোদি।

এক টুইটবার্তায় মোদি লিখেছেন, 'কানপুরের দুর্ঘটনায় আমি শোকাহত। যারা আপনজনকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি সামাল দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।'



কনস্যুলেট পরিদর্শনে শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ



(শেষের পাতার পর)

কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাঁকে স্বাগত জানান।

শিল্পমন্ত্রী কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বিশ্বমানচিত্রের এক অনন্য অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার উপর আলোকপাত করে শিল্প বিকাশে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিস্তৃতকরণে অত্র অফিসের চলমান প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন এবং ভবিষ্যতে এ দু'দেশের সম্পর্ক আরো গভীর করতে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও পদক্ষেপ সমূহের বর্ণনা করে, তিনি যোগ করেন প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এসময় কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম কনস্যুলেট কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন এবং তা আরো সহজ ও ত্বরান্বিত করতে কনস্যুলেটের প্রতিশ্রুতি পূনঃব্যক্ত করেন।

মন্ত্রী কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কনস্যুলেটে কর্মরত সকলকে আহবান জানান। কনসাল জেনারেল ড. ইসলাম কনস্যুলেট সফরের জন্য শিল্প মন্ত্রীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

চলতি বছর ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি রক্তাক্ত বছর: বিবিসি

ঢাকা ডেস্ক, ২ অক্টোবর : দখলকৃত শুধু পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমে ইসরায়েলি সেনা অভিযানে এ বছর এখন পর্যন্ত অন্তত ১০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি সংকলিত পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানা গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ওই অঞ্চলে সেনা অভিযান আরও জোরদার করেছে ইসরায়েল। বিবিসি বলছে, চলতি বছর পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি রক্তাক্ত বছর হতে চলেছে।



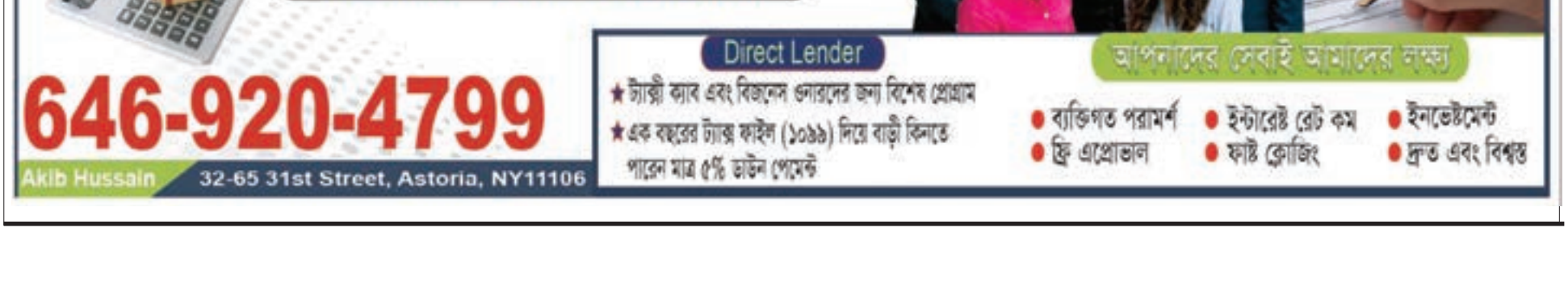
সাম্প্রতিক সময় গতকাল শনিবার পূর্ব জেরুজালেমে ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হন। ওই তরুণের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নিহতের সংখ্যা ১০০তে পৌঁছেছে। এর আগে গত সপ্তাহে ইসরায়েলি বাহিনী জেনিনের একটি বাড়িতে একটি অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল। এতে এক বন্দুকধারী এবং আরও তিনজন নিহত হন।

এর আগে ২০১৫ সালে ফিলিস্তিনে সংঘর্ষে এত প্রাণহানি ঘটেছিল। নিহত ফিলিস্তিনিদের বেশির ভাগই ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী এবং সশস্ত্র ইসরায়েলি বেসামরিক মানুষের গুলিতে নিহত হন।

অল্প কিছু সংঘর্ষে প্রাণহানির ঘটনার উৎস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। একটি ঘটনায় ফিলিস্তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযানের সময় এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, নিহত ফিলিস্তিনিদের প্রায় এক-পঞ্চমাংশই শিশু। যাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল ১৪ বছর বয়সী একটি শিশু।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র এই সপ্তাহে সাত বছর বয়সী একটি শিশুর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর অবিলম্বে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ওই শিশুর ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাথর নিক্ষেপের অভিযোগ এনে তাদের বাড়ি তল্লাশিতে এসেছিল। তখন শিশুটি মারা যায় বলে জানা গেছে।





বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১-কে স্বীকৃতি দিতে জাতিসংঘের প্রতি আহবান

(শেষের পাতার পর)

আয়োজন করা হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেলে এই সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডাকসু'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহবুব জামান। চিত্রাংকন পর্বের উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ান সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের মিথুন আহমেদ। ঘোষনা পত্র পাঠ করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল, লুৎফুন্নাহার লতা, সুব্রত বিশ্বাস, মুজাহিদ আনসারী, মিনজাহ আহমেদ সাম্মু, সেমন্তি ওয়াহেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডা. ফেরদৌস খন্দকার, শরাফ সরকার, আল আমিন বাবু, তাজুল ইমাম, আব্দুল বাতিন, রেজাউল বারী বকুল, নিনি ওয়াহেদ, ফাহিম রেজা নুর, ওবায়দুল্লাহ মামুনসহ অনেকেই। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামের নেতৃত্বে শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চিত্র অংকন করেন। সমন্বয়ে ছিলেন সনজীবন কুমার, জাকির হোসেন বাচ্চু ।

অনুষ্ঠানে গণজাগরণ মঞ্চের জাকির আহমেদ রনি, মহিলা পরিষদের সুলেখা পাল, উদীচীর হিরো চৌধুরী, প্রোগ্রেসিভ ফোরামের আলীম উদ্দিন, নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ গড়ার শপথ গ্রহন এবং বিশাল ক্যানভাসে লাল-সবুজ রংয়ের হাতের ছাপচিত্র দেয়। সমাবেশে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের শ্লোগান দেয়া হয়।

সমাবেশের আয়োজন করে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, আর্টিস ফোরাম, শেখ রাসেল ফাউন্ডেশন, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, জেনোসাইড একাত্তুর, গণজাগরণ মঞ্চ, আমরা একাত্তুর, প্রোগ্রেসিভ ফোরাম, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, একুশে চেতনা পরিষদ, প্রজন্ম একাত্তরসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ১৬টি সংগঠন।

লিভার সুস্থতায়

(শেষের পাতার পর)

অনেকে! অতিরিক্ত কফি পান যদিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, তবে দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে কফি পান করলে শরীর ভালো থাকে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক গবেষণা বলছে, কফি পানে লিভারের নানা রোগের ঝুঁকি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। যুক্তরাজ্যের রয়েল সোসাইটি অব মেডিসিনের এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের অভিজ্ঞ পরামর্শক গ্রায়েম আলেকজান্ডার। এ ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশের লিভার অ্যাসোসিয়েশনের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরাও এ গবেষণায় অবদান রেখেছেন।

গবেষকরা কফি পানের সাথে লিভারের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিককালের গবেষণার রিপোর্ট এবং এ বিষয়ক অন্যান্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জ নিয়েও আলোচনা করেছেন। গবেষণাপত্র অনুযায়ী, যারা কফি পান করেন না, তাদের চেয়ে যারা নিয়মিত কফি পান করেন তাদের মধ্যে লিভার ক্যান্সারের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ কম। এ বিষয়ে গবেষকরা জানান, নিয়মিত কফি পানকারীদের লিভারে হয়তো এমন কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায়, যার কারণেই ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে। ব্রিটিশ লিভার ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী জুডি রাইসের মতে, কফি পানে লিভার সিরোসিসের ঝুঁকিও ২৫-৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে বলে। অধ্যাপক আলেকজান্ডার বলেন, 'ইউরোপ আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য অংশে দিন দিন লিভারের জটিলতায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছি, কফি সত্যিই আশ্চর্যজনকভাবে লিভারের রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। তবে সে ক্ষেত্রে পান করতে হবে মি-ডিয়াম রোস্টেড এবং অর্গানিক কফি। কারণ সাধারণ কফি প্রক্রিয়াজাত যা পান করা উচিত নয়।

বর্তমানে ক্রনিক লিভার ডিজিজের কারণে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে বহুসংখ্যক মানুষ মারা যায়। শুধু আমেরিকাতেই প্রতি বছর লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে ৩১ হাজার মানুষ মারা যাযন। লিভারের জটি-লতায় মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে বিশ্বজুড়েই। বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত অ্যালকোহল, ক্যালরি ও ফ্যাট গ্রহণের ফলেই মানুষের লিভারের জটিলতা বাড়ছে। তাই সবাইকে এসব বিষয়ে সতর্ক হতে হবে ও লিভারের সুস্থতা নিশ্চিত করতে হবে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগে আঞ্চলিক শান্তি ও সহযোগিতা প্রয়োজন



জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন

বাংলাপত্রিক রিপোর্টঃ জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেছেন, এবারের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ নয়, শান্তির পক্ষে কথা বলেছেন। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। আর বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগে আঞ্চলিক শান্তি ও সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ছাড়াও বিশ্বের সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন

বিজয়ীদের মাঝে ইসি'র সার্টিফিকেট হস্তান্তর

বিশেষ প্রতিনিধি: সদ্য অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির অফিসিয়াল ফলাফল ঘোষণার পাশাপাশি নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেছে নির্বাচন কমিশন। (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

আবু জাফর মাহমুদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলামনাইদের ঐক্যের আহ্বান



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। একাত্তুরের লড়াকু সৈনিক। সাবেক ছাত্রনেতা। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

গভর্নর ক্যাথি হোকুলকে বাংলাদেশীদের সমর্থন



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক রাজ্যের নির্বাচনের দিন-তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে বর্তমান গভর্নর ক্যাথি হোকুলের কাছে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের গুরত্ব বাড়ছে। নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কনস্যুলেট পরিদর্শনে শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি গত ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১পাতায়)

২৭ বর্ষে বাংলা পত্রিকা, নবম বর্ষে টাইম টেলিভিশন

কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়াগুলোর মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এই সপ্তাহে ২৬ বছর পেরিয়ে ২৭ বর্ষে পদার্পণ করলো। অপরদিকে টাইম টেলিভিশন কমিউনিটির জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন **অষ্টম** বছর পেরিয়ে নবম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ১৯৯৬ সালের সেপেটম্বর মাসে বাংলা পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া টাইম টেলিভিশন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাংলা ভাষার ২৪ ঘন্টার টিভি চ্যানেল। সম্প্রচারে এসেই যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

নিউইয়র্কে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন

ডিজিটাল আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয়

বিশেষ প্রতিনিধি: ডিজিটাল আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে নয়। এটার অপপ্রয়োগই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আইনের অপপ্রয়োগ বন্ধের দাবী জানিয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি বলেছেন, ডিজিটাল আইন স্বাধীন সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নেতিবাচক হলেও অপসাংবাদিকতা প্রতিরোধে এটি (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

টাইম স্কয়ারের সমাবেশে ১৬ সংগঠনের অংশগ্রহন

বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১-কে স্বীকৃতি দিতে জাতিসংঘের প্রতি আহবান

বিশেষ প্রতিনিধি: স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একাত্তুরে ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিধনের 'বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১'-কে স্বীকৃতি দিতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিশ্বের রাজধানী হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কের টাইম স্কয়ারে এক সমাবেশের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



কেন মানুষ মানুষের জন্য?

ডা: মো: তৌহিদ হোসাইন

প্রথমত, এই নীতিতে মানুষই মানুষের শক্তি জোগায় ও ব্যাপারটি প্রকৃতিগতও বটে। (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

'পাকিস্তানকে হারানোর কৌশল জানা আছে'

স্পোর্টস ডেস্ক: নারী এশিয়া কাপের চলতি আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই থাইল্যান্ডকে ৮৮ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৯ উইকেটের দাপুটে জয়ে মিশন শুরু করে স্বাগতিক (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

হেলথ টিপস

লিভার সুস্থতায় কফি পান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনেকেই কফির মগে চুমুক দেন। আবার দিনের বিভিন্ন সময়েই শরীরকে চাঙ্গা করে তুলতে আরো দু-তিন কাপ কফি তো পান করেই থাকেন(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

বিনোদন

'বাংলাদেশে পাপারাজ্জি কালচারের জনক শাকিব খান'

মাহতাব হোসেন: বাংলাদেশে পাপারাজ্জি কালচারের জনক শাকিব খান—এমনটাই দাবি করলেন নির্মাতা তপু খান। গত ১ অক্টোবর শনিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে শাকিব (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং রিয়েস্টেটেলশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com





এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com